মজলুমের কারাগার

মুহাম্মদ আতাউর রহমান সরকার

মজলুমের কারাগার

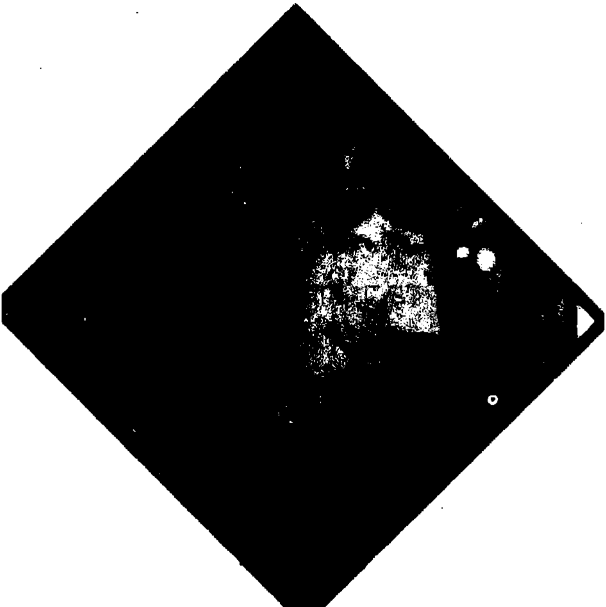

মুহাম্মদ আতাউর রহমান সরকার

www.nagorikpathagar.org

মজলুমের কারাগার

মুহাম্মদ আতাউর রহমান সরকার

প্রকাশনায়
প্রত্যয় প্রকাশনী
বড় মগবাজার, ঢাকা
০১১৯৭ ৪০৬৫৮৯
ataur.sarker@gmail.com

প্রকাশকাল
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২

মূল্য : ৪০ টাকা

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

যুগে যুগে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। দিকভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথ দেখানোই তাদের দায়িত্ব ছিল। ব্যক্তিগত কোন বিষয় নিয়ে তারা কথা বলতেন না। নিষ্ঠাবান, নির্ভীক ও আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর বন্ধু ও প্রেরিত রাসূলরা আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসংখ্য যুলুম, নির্যাতন সহ্য করেছেন, কারাবরণ করেছেন, করাত দ্বারা দ্বি-খণ্ডিত হয়েছেন, অগ্নিগর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, অপবাদ শুনেছেন, গালাগাল ও তিরস্কার শুনেছেন সবখানে। আমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করি, তাহলে কি আমাদের ওপরও যুলুম, নির্যাতন, কারাবরণ, মিথ্যা অপবাদ, গালমন্দ আসবে না? বাংলাদেশের ইতিহাসে আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যারাই অগ্রগামী হয়েছেন তারাই যুলুম, নির্যাতন, মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়েছেন, বর্তমান সময়কে আমি ব্যতিক্রমভাবে দেখছি না। যারাই আল্লাহর রাসূলের দেখানো পথে চলতে চাইবে তাদের ওপর যুলুম, নির্যাতন, অপবাদ, তিরস্কার ও কারাগারের বন্দীজীবন নেমে আসবে, এটি ইসলামী আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক বাস্তব রীতি ও দাবি। হয়তোবা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কারাগারসহ সকল কারাগারে নানান ধরনের অপরাধীরা বন্দী। তারাও কারাবরণ করছে, আমরাও করছি। তাই বলে কি তাদের ও আমাদের অবস্থান এক? তারা কারাবরণ করছে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, জমিদখল, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ইত্যাদি অপকর্ম করে। আর আমাদের কারাবরণের মধ্যে কোন অপরাধ ছিল না। আমাদের অপরাধ এই যে, আমরা আল্লাহর দেয়া বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম, আমাদের অপরাধ এই যে, আমরা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করি, কল্যাণের কাজে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান করি। শহীদ হাসানুল বান্না যেমনটি বলেছিলেন, আমি আপনাদের কুরআনের দিকে আহ্বান করি, আল্লাহর রাসূলের আদর্শের দিকে আহ্বান করি, কল্যাণের কথা বলি যদি আপনাদের দৃষ্টিতে এটা আমাদের অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে এই অপরাধ করতে আমরা গর্ব বোধ করি। যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা তার দেয়া কাজ করাতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে সকল মানুষেরই উচিত সৃষ্টিকর্তার বান্দা হিসেবে সেই অপরাধে অপরাধী হওয়া। আমার কারাজীবন নিয়ে পুস্তক লেখার কোন ইচ্ছাই ছিল না। কারাজীবন নিয়ে শুধু লিখলাম এই আশায় যে, উক্ত বইয়ের মাধ্যমে হয়তো মানুষ নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামদের ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ, তিতিক্ষা কষ্ট করে স্মরণ করে নিজেকে তার জন্য তৈরি করবে। বইটি রচনা করতে গিয়ে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাথে সাথে মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। বইটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য আন্তরিকতার কোন কমতি ছিলনা। তারপর ও ভুল থেকে যেতে পারে। ভুল ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

২৫.২.১২

মুহাম্মদ আতাউর রহমান সরকার
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২

www.nagorikpathagar.org

বাণী

"সত্য সমাগত, মিথ্যা বিতাড়িত। সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮১) সত্য-মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব পৃথিবীর শুরু থেকেই। মিথ্যাকে কখনো কখনো সত্যের উপর বলিষ্ঠ দেখা গেলেও পরিণামে মিথ্যারই পরাজয় ঘটে থাকে। আর বাতিলের অনুসারীরা তো আলো দেখে ভয় পাবেই। তাদের প্রধান বিরোধিতা মূলত সত্যের দ্যুতির কাছে। পার্থিব ক্ষমতাকে তারা তাদের দম্ভ-অহঙ্কারের বাহন হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তাই আলোকমিছিলকে তারা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এ কারণেই কল্যাণের কাফেলার সেনানীকে তারা নানাভাবে অপদস্ত-পর্যুদস্ত করতে কসুর করে না। জুলুম-নির্যাতন-নিস্পেষণ, মানবাধিকার হরণ, ব্যক্তি-ইমেজ বিনষ্টসহ যাবতীয় ঘৃণ্য পন্থা তখন ব্যবহৃত হয় সত্য পথের পথিকদের বিরুদ্ধে। এমনকি, কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ রেখে তাদের উপর বিভিন্ন পাশবিক আচরণ করা হয়, রিমান্ডের নামে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়।

যুগে যুগে সত্যের বাণীবাহকরা শিকার হয়েছেন বাতিলের এই নির্মমতার। নবী-রাসূল থেকে শুরু করে যাঁরাই মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে গেছেন, মহান রবের প্রদর্শিত পথে আহ্বান করেছেন, তাঁদেরকেই ক্ষমতাসীনদের এই জুলুমকে বরণ করে নিতে হয়েছে। তথাপি তাঁরা এতটুকু থমকে দাঁড়াননি, কখনও। বরং দ্বিগুণ-ত্রিগুণ বেগে সম্মুখে পাড়ি জমিয়েছেন। অবশেষে বাতিলের সব দম্ভ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফের (আ) কথা আমরা জানি। মিথ্যা অপবাদ মাথায় নিয়ে কারাবরণ করেছেন তিনি। মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের অগ্রসেনাদের ইতিহাসও আমাদের জানা। কাউকে কাউকে তো ফাঁসির কাষ্ঠেও ঝুলতে হয়েছে। সময়ের অন্যতম মুজাদ্দিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীও (রহ) হাসিমুখে বাতিলের এই নির্মমতাকে বরণ করে নিয়েছিলেন। প্রিয় জন্মভূমি এই বাংলাদেশেও ইসলামের অনুসারীদের কারাবরণ তথা জুলুম-নির্যাতনের ভুরি ভুরি নজির উপস্থাপন করা যাবে। এদেশের মুক্তিকামী জনতার প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের কারাবরণের ইতিহাসও কম দীর্ঘ নয়। বাতিলরা প্রত্যাশা করে এভাবে হয়তো এই আলোর কাফেলাকে স্তব্ধ করে দেয়া যাবে। কিন্তু তাদের সেই আশাকে দুরাশায় পরিণত করে কাফেলার সারি আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। বন্ধ করা যায়নি এর পথচলাকে।

ইসলামী আন্দোলনের তেমনই এক নিবেদিতপ্রাণ আমাদের সকলের প্রিয় ভাই মুহাম্মদ আতাউর রহমান সরকার। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই কাফেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বেশ সফলতার সাথেই পালন করেছেন। আর তার ফলশ্রুতিতে বাতিলের জিঘাংসার শিকারে পরিণত হয়েছেন তিনি। কারাবরণ করেছেন কয়েকবার। সর্বশেষ গত ২০১০ সালের ৩০মে কারাগারের অন্তরীণ হন তিনি। আমাদের ভাইদের সাহসী ও ত্যাগী ভূমিকা পালনের কারণে সংগঠন তার লক্ষ্যপথ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। বরং তাঁদের দৃঢ় ও প্রত্যয়দীপ্ত মনোবলের বলে বলীয়ান হয়ে আরো মজবুতি অর্জন করেছে। এ কারণেই মূলত কারাবরণের স্মৃতিকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সামনে উপস্থাপন করার তাগিদ অনুভব করেছেন তিনি। আশা করা যায়, এ বইটি পড়ে সত্যের পথের সেনানীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তাদের দীনি দায়িত্বকে সামনে এগিয়ে নিতে যত্নবান হবে। তথাপি বইটি পড়ে যদি ইসলামী আন্দোলনের কোনো ভাই তার লক্ষ্য পথের পাথেয় খুঁজে পান– তাহলে লেখকের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

(মোঃ দেলাওয়ার হোসেন)
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.nagorikpathagar.org

ঈমানের পরীক্ষা

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় সব কিছু হয়। পৃথিবীর কোন কিছুই তার অনুমতি ব্যতীত চলে না, মানুষের জীবনে কখন কী হবে তাও আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। আর যারা ঈমানদার বলে নিজেদের দাবি করে তাদেরকে তো তাদের দাবির স্ব-পক্ষে উদাহরণ পেশ করতে হবে। এই জন্য আল্লাহ তার বান্দাদের বিভিন্ন সময় পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এটি ঈমানের পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَن يُّتْرَكُوا اَن يَّقُولُوا اٰمَنَّا وَهُم لَا يُفتَنُونَ-

وَلَقَد فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبلِهِم فَلَيَعلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنَّ الكٰذِبِينَ-

মানুষেরা কি হিসেব করে নিয়েছে যে ঈমান এনেছি একথা বললেই ছেড়ে দেয়া হবে। তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আল্লাহকে তো দেখে নিতে হবে ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত - ২.৩)

পৃথিবীর ইতিহাসে সত্য ও ন্যায়ের পথে যেই ছিল তাদের সবাই যুলুম, নির্যাতন ও কারাগারে এসেছে। নবী করিম (স:) কে সাহাবীরা বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের সেই বিজয় কবে আসবে? আপনি কি আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? তখন আল্লাহর রাসূল (স:) বলতেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যারাই এই সত্যের বার্তাবাহক ছিল তাদেরকে উত্তপ্ত তেলের মধ্যে ভাজি করা হয়েছে। জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে, করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। অগ্নিগর্ত করে সেখানেই ফেলা হয়েছে। তবুও তারা সত্যের পথ থেকে এতটুকু পরিমাণ বিচ্যুত হননি। আসলেই আমরা যদি ইতিহাস নিয়ে ভেবে দেখি আমাদের কি ঈমানের এমন পরীক্ষা দিতে হয়েছে যা আমাদের পূর্ববর্তীরা দিয়ে গেছেন। জেল, কারাগার ঈমানের পরীক্ষার তেমনি একটি স্তরমাত্র। হযরত ইউসুফ (আ:) সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকতে গিয়ে যেমন কারাবরণ করে বলতে পেরেছেন,

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ

عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَاَكُن مِّنَ الجَاهِلِينَ

হে আমার রব, এ মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে এর চেয়ে আমার কাছে জেলখানা অধিক পছন্দনীয়। তুমি যদি এদের ষড়যন্ত্রগুলো থেকে আমাকে

www.nagorikpathagar.org

হেফাজত না কর তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো এবং জাহেলদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবো। (সূরা ইউসুফ- ৩৩)
অনুরূপভাবে আমরাও যেন ন্যায় ও সত্যের পথে থেকে কারাগারকে ঈমানের পরীক্ষা হিসেবে নিতে পারি।

আমি সেই কাফেলার তৈরি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ৩৫ বছরের একটি পরিপূর্ণ যুবক সংগঠনের নাম। একটি একটি করে ৩৪ বছর পার করে দেয়া একটি ছাত্র সংগঠনের জন্য খুব সহজ ব্যাপার নয়। অবশ্য পৃথিবীর আন্দোলন সংগঠনকে বাধা-বিপত্তি ও সমস্যার পাহাড় পাড়ি দিতে হয়েছে। মুখোমুখি হতে হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ পরিস্থিতি ও দুর্দশার। এই ধারাবাহিকতায় শহীদি কাফেলা ইসলামী ছাত্রশিবির এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। পেছনে ফেলে আসা ৩৪ বছরে নানা ঘটনা- অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র, ও অপশক্তির নৃশংসতা এবং নিষ্ঠুরতা উপেক্ষা করে ছাত্রশিবির আজ একটি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন বাধা এই কাফেলাকে তার মকসুদে-মঞ্জিলে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাদ সাধতে পারেনি। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের ত্যাগ-কুরবানির অনুপম নজরানা পেশ, ত্যাগ কুরবানির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয় সে উপলব্ধি থেকে তার জনশক্তির মানসিকতা অর্জন এই কাফেলাকে আজ অনেক বড় করেছে। চিন্তাশীল মানুষ আজ এই কাফেলার কাছে প্রত্যাশা করছে অনেক বেশি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের "তোমরা কি এমনিতে জান্নাতে চলে যাবে? অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? যে কারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছে, আর কারা ধৈর্য ধারণ করেছে" এই ঘোষণাকে বুকে ধারণ করে দীর্ঘ ৩৪টি বছর প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ইসলাম-ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের হাজারো কর্মীকে কারাবরণ করতে হয়েছে। তারা হাসিমুখে অন্ধকার ও নিপীড়নের কারাবাসকে এভাবে বরণ করে নিয়েছে- "এটা আমাদের আর একটি আবাসিক হল, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন হলে আমাদের যেমন থাকতে হয়, ছাত্রাবাসে যেমন থাকতে হয় তেমনি জেলখানায়ও আমাদের কিছুদিন থাকতে হবে তাতে অসুবিধা কোথায়?" কথা বলার মধ্য দিয়ে আমাদের দায়িত্বশীলের কাছে সে কথাগুলো শুনে যেদিন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সমর্থক ফরম ফিল-আপ করেছিলাম সেদিন থেকে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে বর্তমান আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমাদের প্রিয় কাফেলার কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম ভাইয়ের একটি বক্তব্য- "এই

www.nagorikpathagar.org

সরকারের আমলে আমাদেরকে চরম ধৈর্যের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিতে হবে, ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের মানসিকতা নিয়ে ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।" এসব কথাকে সামনে রেখে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সময়টি অতিক্রম করছিলাম। স্বীয় দায়িত্বটুকু পালন করার চেষ্টা করছিলাম সবটুকু আন্তরিকতা দিয়ে। ইসলামী আন্দোলনের পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। যারা এই পথের যাত্রী তাদেরকে পরীক্ষা, যুলুম ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। ছোটকালে যখন স্কুলে পড়তাম সংগঠনের একটি দেয়াল লিখন আমার প্রায়ই চোখে পড়ত- ***"আমাকে যদি আহত করা হয় কিংবা নিহত হই দানবের অত্যাচারে তবুও প্রতীক্ষায় থাকি প্রতিদিন ইসলামী বিপ্লবের"***- সেই কথাটি জেনে পথ অতিক্রম করছিলাম প্রতিটা মুহূর্ত।

গ্রেফতার, কারাগারের যাত্রা শুরু

৩০ মে '২০১০ আমার জীবনের দীর্ঘ প্রস্তুতির, ধৈর্য পরীক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য দিন। প্রতিবারের ন্যায় এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দেশব্যাপী ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজন করেছিল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। তার অংশ হিসেবে ২৪-২৮ মে ঝিনাইদহ শহর, জেলা, মাগুরা, যশোর, কুষ্টিয়া শাখা আয়োজিত সংবর্ধনাসহ নিয়মিত বিভিন্ন প্রোগ্রাম শেষে ২৮ মে রাতেই ঢাকায় ফিরি। উদ্দেশ্য ৩১ মে পল্টনের ঢাকা মহানগরী জামায়াতের জনসভা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা। ৩০ মে বিকেলে মহানগরী জামায়াত কার্যালয়ে জনসভার প্রস্তুতি সভা শেষ করে কী করব ভাবছিলাম! এদিকে যুবলীগ পল্টনে জামায়াতের জনসভাস্থলে পাল্টা সমাবেশের ডাক দিলে সরকার জনসভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করায় একদিকে টান-টান উত্তেজনা, অন্যদিকে একটি আদর্শবাদী দলের কর্মী হিসেবে নির্ভীক, সাহসী, ধৈর্যশীল এবং চরম সংকট মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মানুষ হিসেবে পরীক্ষা দেয়ার সময় এসেছে ভেবে সময়ক্ষেপণ না করে ঢাকা মহানগরী পূর্বের একজন সদস্যকে নিয়ে আরামবাগের বাসায় গিয়েছিলাম রাত সাড়ে ১১টায়। চিন্তা ছিল কাপড়-চোপড় নিয়ে বাসা থেকে রাতটি অনত্র কাটানোর। প্রস্তুতি প্রায় শেষ, একটু পরেই বের হয়ে যাব রাতে অন্য কোথাও থাকার উদ্দেশ্যে । কিন্তু রাত ১২ টায় মেসের বাবুর্চি এসে বলল- আমাদের বাসা শতাধিক পুলিশ ঘিরে রেখেছে। উদ্দেশ্য জামায়াতের জনসভা বাস্তবায়নে নিয়োজিত ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা। পুলিশ আসার খবর পেয়ে দোতলা থেকে নিচে নেমে আসলাম। কিন্তু বের হতে না হতেই পুলিশ আমিসহ পাঁচজন ভাইকে আটক করে মতিঝিল থানায় নিয়ে যায়। মতিঝিল থানায় হাজতখানায় রাখা হয় আমাদেরকে। যেখানে পূর্বেই ছিল আরো ছয়-সাত জন। কেউবা ছিনতাইকারী, কেউবা খুনি আবার কেউবা মাদক

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসায়ী। আমরাই ছিলাম চারজন ছাত্র ও অন্যজন ব্যাংকার। ১৫-১৬ ফুট দৈর্ঘ্য এই হাজতখানায় রয়েছে উন্মুক্ত একটি টয়লেট। টয়লেটের নেই কোন দরজা, নেই কোন পানির ব্যবস্থা অন্যদিকে টয়লেটের পানি, ময়লা উপচে পড়ছে। রাতে ঘুমানোর কোন সুযোগ নেই। বসে বসে মহান আল্লাহকে ডাকছিলাম। ভাবছিলাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সংগ্রামী জীবনটা নিয়ে। মানুষের কল্যাণে তিনি যে কত না কষ্ট স্বীকার করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন, সে পরীক্ষা দেয়ার সময় আমাদের এসেছে। যখন ইসলামী আন্দোলন ধীরভাবে সামনে এগুতে থাকে তখন যুলুম-নির্যাতনের ধারা শুরু হয়। নিত্য-নতুন জোর-যুলুম, অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে ইসলামী আন্দোলনকে তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে হয়। তারই অংশ হিসেবে আজকে আমাদের গ্রেফতার। সারাদিন প্রোগ্রাম করে একদিকে ক্লান্ত অন্যদিকে হাজতের অস্বস্তিকর পরিবেশ আমার সাথের অন্য দ্বীনি ভাইদের বেশি কষ্ট হলেও আমি ছিলাম অনেকটা স্বাভাবিক। ১৯৯৫ ও ১৯৯৮ সালে দুইবার এই হাজতখানায় থাকতে হয়েছিল; সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে মানুষকে ডাকার অপরাধে। আমার সম্মানিত পিতা, ভাইয়েরা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে কয়েকবার কারাগারে গিয়েছিলেন। নিজের পূর্বে কারাবাস, পিতা-ভাইদের কারাবাস এ দু'য়ের অভিজ্ঞতার কারণে ঘাবড়ে না গিয়ে আমি আমার সঙ্গী-সাথীদেরকে বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নেয়ার অনুরোধ করি। এইক্ষেত্রে আমার বাসায় দাওয়াত খেতে আসা গ্রেফতার হওয়া সংগঠনের সদস্য সাইয়্যেদ মুহাম্মদ জুবায়েরকে বেশি স্বাভাবিক, দৃঢ়তার পরিচয় দানকারী ব্যক্তি হিসেবে পাই। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম রাতটা না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেব কিন্তু রাত ২টার পর কোন সময় যে ঘুমিয়ে পড়লাম তার খবর নেই। আবার ৪টায় জেগে উঠি তায়াম্মুম করে তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায আদায় করি পুরাতন পত্রিকা বিছিয়ে।

সরকারের ১৪৪ ধারা জারি

ফজরের নামায পড়ে একদিকে সরকারের ১৪৪ ধারা জারি অন্যদিকে যেকোন মূল্যে পল্টনে জামায়াত জনসভা করবে ঘোষণা নিয়ে চিন্তা করছিলাম। আমরা তো স্বার্থপরের মত বসে আছি আমাদের বাইরের ভাইদের কী যে অবস্থা? গ্রেফতারের পর থেকে আন্দোলনের কারো সাথে যোগাযোগ নেই। কী হচ্ছে? কী হবে? এই ভেবে সময় কাটাচ্ছিলাম' পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দুহাত উঁচিয়ে দোয়া কামনা করছিলাম- হে আল্লাহ! আমাদের এই প্রিয় কাফেলাকে তুমি কবুল কর, আমাদের ভাইদের যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলার মানসিক শক্তি দাও। সকাল ৭টায় মতিঝিল থানার হাজতখানায় সেকেন্ড ওসি এসে জানালেন বায়তুল মোকাররমের আশেপাশের এলাকা থেকে তার ভাষায়- "দু'সহস্রাধিক শিবির-

www.nagorikpathagar.org

জামায়াতের মোল্লাকে গ্রেফতার করেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম কী অপরাধে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে? তিনি বললেন, 'উপরের নির্দেশ'। তার কথা শুনে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। আমরা গ্রেফতার হওয়ার পর আশংকা করছিলাম আরো কিছু ভাইদের গ্রেফতার করবে সরকার। কিন্তু সকালেই যদি দু'সহস্রাধিক গ্রেফতার হয় তাহলে সারাটা দিন কত ভাইকে যে সরকারের নির্মম নারকীয়তার শিকার হতে হয়। সেকেন্ড অফিসারের দেয়া তথ্য আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সত্যিই কত গ্রেফতার হয়েছে, কে গ্রেফতার হয়েছে তা জানার আগ্রহ, পেরেশানি বাড়ছিল। ৮টায় মতিঝিল থানা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দুইজন ভাই এলেন আমাদেরকে দেখার জন্য। সাথে কিছু খাবার, ব্যবহার্য জিনিস নিয়ে এলেন। তাদেরকে দেখে মনটা ভরে গেল। দেখা মাত্রই জিজ্ঞাসা করলাম বাহিরের কী খবর? আমাদের আমীরে জামায়াত, কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ বাকি নেতৃবৃন্দ কেমন আছেন? সারারাতব্যাপী জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযানে আমাদের কে কে গ্রেফতার হয়েছে? আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে আসা ভাইটি বেশি তথ্য দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, বায়তুল মোকাররম ও তার আশপাশের এলাকা থেকে আমাদের ৫০ এর অধিক ভাইকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তার কথা শুনে একদিকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম, অন্যদিকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল "পল্টনের জনসভা হবে তো?" সরকারের কী যে পরিকল্পনা- সে কথা ভেবে। সাক্ষাৎ করতে আসা ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেলকে সালাম জানানোর অনুরোধ করি। ভাইদেরকে বিদায় দেয়ার পর হোটেল থেকে আমাদের জন্য আনা নাস্তা খেতে বসে পড়ি। হাজতে থাকা অন্য ভাইদেরকেও আমাদের সাথে খাবার গ্রহণের আহ্বান করি। হঠাৎ করে সকাল ৯টায় একজন পুলিশ এসে বলল- আপনাদেরকে এখনি যেতে হবে। তার হাতে ছিল রশি। আর সেই রশি দিয়ে আমাদের কোমরে বেঁধে সারিবদ্ধভাবে গাড়িতে তোলার সিদ্ধান্ত জানায় আমাদেরকে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমাদের প্রতিবাদের মুখে কোমরের রশি বাঁধা ছাড়াই একটি মাইক্রোতে নিয়ে তোলে আমাদেরকে। মাইক্রো আমাদেরকে নিয়ে পল্টন থানার উদ্দেশে যাত্রা করে। পুলিশ পল্টন থানায় আমাদেরকে হস্তান্তর করে। মতিঝিল শেষে পল্টন থানা যেন আর এক নতুন অধ্যায় শুরু। রাত থেকে পেরেশানি আর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা মনে হয় অবসান হতে চলছে।

মিডিয়ার মুখোমুখি

মাইক্রো থেকে নেমেই বিভিন্ন মিডিয়ার মুখোমুখি হই। প্রচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করার কারণে সাংবাদিক ভাইদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল আমার। আমাকে দেখে সাংবাদিক ভাইয়েরা সরকারের গ্রেফতার-নির্যাতনের ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.org

আমার প্রতিক্রিয়া কী সেটি জানতে চায়। আমিও সুস্পষ্টভাবে প্রত্যেকটি বিষয় তাদেরকে অবহিত করি এবং তাদের মাধ্যমে গোটা জাতিকে অবহিত করি সরকার ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে যে যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে সরকারের এটা একটা বাকশালী আচরণ। তার অবসানের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা জরুরি। আমি আরো বলেছিলাম, সরকার নিজেদের গণতন্ত্রের প্রহরী বলে দাবি করেন। তাহলে কিভাবে পূর্ব ঘোষিত প্রোগ্রাম উপলক্ষে বাসা-বাড়ি থেকে রাতে অভিযান চালিয়ে জামায়াত-শিবির কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়? তাদের অপরাধটা কী ছিল? দেশ যখন নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত, সেখানে সবাই মিলে দেশকে গড়ার কাজ না করে ভাঙার কাজ ফরাসি বাদশাহ নিরোর বংশী বাদককেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা সরকারের এহেন আচরণের নিন্দা প্রকাশ করছি এবং সরকারকে বলতে চাই যুলুম ও নির্যাতন করে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো একটি আদর্শকে ধ্বংস করা যায়নি, যাবেও না। ক্ষণিকের জন্য হয়তো আমাদেরকে আপনারা পেরেশান করে তুলতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সব সময় যুলুমকারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

কারাগারের পথে যাত্রা

পল্টন থানা ওসি সাহেবের রুমে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর আমাদের ৫ জনকে নেয়া হয় পল্টন হাজতখানায়। সেখানে যখন আমি গেলাম তখন আমাদের ভাইয়েরা যারা ইতঃপূর্বে পুলিশের হাতে আটক হয়ে হাজতখানায় অবস্থানরত তারা মনে করেছে আমি তাদেরকে দেখতে এসেছি। কিন্তু বিধিবাম! তারা যখন জানল আমিও তাদের মত আটককৃত একজন ভাই। আমাকে দেখে অনেকে কষ্ট পেয়েছে, আবার অনেকে বলেছে দায়িত্বশীলের শূন্যতা ছিল সেটা এবার হয়ত পূরণ হল। পল্টন থানা তাদের হাতে আটক ৫১ জন এবং মতিঝিল থানা পুলিশ কর্তৃক আটক আমিসহ ৫ জনকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে রাষ্ট্রপতির গাড়ি বাধাদানের মিথ্যা অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আমিসহ ৫৬ জন ভাইকে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে নিয়ে চলল ঢাকা জজকোর্টে। ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের জামিন নাকচ করে দিয়ে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। কোর্টে থাকাকালীন হাজতখানায় জামাতের সাথে জোহর ও আসরের নামায আদায়; ইসলামী ও দেশাত্মবোধক গানের আসর আমাদের সাথে থাকা অন্যান্য হাজতি কয়েদিদেরকে অনেকটা আশ্চর্যান্বিত করেছে। অনেককে বলতে শুনলাম, কারাগারে ৩-৫ বছর যাবৎ আছি। এই সময়ে কোর্টের হাজতখানায় প্রতি মাসে একবার আসতে হয়েছে কিন্তু কাউকে নামায পড়তে দেখি নাই এমন একটি দৃশ্য এবারই প্রথম। তাও পুরাতন পত্রিকা বিছিয়ে জামাতের সাথে। জামিন নাকচের খবর জানানো, গ্রেফতারকৃত ভাইদের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দেয়া বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

ব্যবহার্য জিনিস নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করতে আসলেন কেন্দ্রীয় এইচআরডি সম্পাদক মু. নিজামুল হক নাঈম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সেক্রেটারি শাহিন আহমেদ খান, মহানগরী জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য মোবারক হোসেন ভাইসহ কয়েকজন আইনজীবী। আমরা তাদের কাছে দোয়া চেয়ে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে কারাগারের উদ্দেশে রওনা হলাম মাগরিবের পূর্ব মুহূর্তে। কারাগেটে গাড়ি থেকে নেমে এক এক করে ভেতরে যখন ঢুকছি তখন মনে হচ্ছিল হযরত ইউসুফ (আ) সহ ইসলামের ধারক-বাহকদেরকে মিথ্যা অভিযোগে এভাবে কারাগারে যেতে হয়েছে। আমরা যেহেতু একই পথের যাত্রী সুতরাং যাওয়াটা স্বাভাবিক ভেবে নির্ভীক চিত্তে হাসিমুখে সামনে প্রবেশ করি। কারাগেটের আনুষ্ঠানিকতা ছিল অনেকটা সেকেলের। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বে শ্লোগান দিচ্ছে কিন্তু কারাগারে আমাদের ৫৬ জনের নাম এন্ট্রি, ব্যবহার্য জিনিস জমাদান, নগদ অর্থ, ঘড়ি, মোবাইলসহ জমা দিতেই মাগরিব পেরিয়ে প্রায় এশার সময় যায় যায় অবস্থা। যে বিষয়টি এক ঘণ্টায় করা যেত সেখানে শেষ করতে সময় লাগে প্রায় ৫-৬ ঘন্টা। মাঝপথে নামাযের জন্য অনুরোধ জানালে নেতিবাচক উত্তর পেলাম। কিন্তু যারা নামায কায়েমের জন্য জীবনের কঠিন একটি সময় পার করছে তাদেরকে বাধা দিয়ে কি রাখা যায়? অনেকটা জোর করেই অফিস রুমে ২-৩ জন আলাদা করে করে মাগরিবের নামাযটুকু আদায় করলাম।

মানবতাবিরোধী এক গর্হিত কাজ

কারাগারের অফিস রুমের আনুষ্ঠানিকতার শেষ ছিল আমাদেরকে দেহ চেকিং। যৌথ বাহিনীর তল্লাশির নামে কী করুণ সেই দৃশ্য! যা অবর্ণনীয়, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমাদের পূর্বে আরোও কয়েকজন আসামিকে তল্লাশির দৃশ্য দেখে নিজেরা হতভম্ব হয়ে পড়ি। আমরা লক্ষ্য করলাম তল্লাশির নামে একজন পুলিশ পিতার সামনে সন্তানকে উলঙ্গ করছে। এই দৃশ্য দেখে আমাদের অনেকেই কেঁদেই ফেলল। আল্লাহর কাছে নিজেদের ইজ্জত রক্ষার জন্য বারবার দোয়া করছিলাম। অন্য ভাইদের তল্লাশি শেষ হলে আমাদের পালা যখন আসল তখন আমরা কী করব ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমার যখন পালা আসল তখন দায়িত্বরত পুলিশকে বললাম- মদ, গাঁজা, হিরোইন সাথে আছে কিনা- আপনি যাদেরকে তল্লাশি করছেন তারা আজীবন এই ধরনের গর্হিত কাজের বিরুদ্ধে। তাদেরকে উলঙ্গ করে তল্লাশি না করলে হয় না? অনেকটা বিনয়ের সাথে বলার পরও তাকে ফিরানো যাচ্ছিল না। তখন বারবার মনে হচ্ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর একটি বাল্যকালের কথা- কাবা গৃহের একটি সংস্কারকার্য চলছিল এমন সময় বড়দের সাথে ছোট ছেলেরাও ইট বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই ছেলেদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তার চাচা আব্বাসও ছিলেন। হযরত আব্বাস তাকে লক্ষ্য

www.nagorikpathagar.org

করে বললেন- "তোমার লুঙ্গি খুলে কাঁধের উপর নিয়ে নাও, তাহলেই ইটের চাপে ব্যথা পাবে না।" যখন বৃদ্ধরা নগ্ন হতে লজ্জানুভব করত না তখন আমাদের প্রিয় নবী (সা) নগ্নতার অনুভূতিতে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তার চোখ দুটো প্রায় ফেটে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। একদিকে আল্লাহর রাসূল (সা) এর শিক্ষা অন্যদিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। মনে মনে দোয়া করতে লাগলাম, আমার পেরেশানি দেখে অন্যান্য ভাইয়েরা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অনেকে কেঁদে ফেললেন। পরিশেষে মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমার চেয়ে বয়সে ৪-৫ বছরের ছোট হবে পুলিশ ভাইটি আমাকে তল্লাশি নামক নির্লজ্জ কাজ থেকে রেহাই দিলেন। সাথে সাথে শিবিরকে কটাক্ষ করে অনেক কথা বললেন।

সিপাহি আন্দোলনের সমাধি এই সেই কারাগার

সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে আমরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মূল অংশে প্রবেশ করি। প্রবেশ করতেই মনে পড়ে গেল এই সেই কারাগার যেখানে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারীরা যুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের বিরোধিতা যারা করতো তাদের দমানোর জন্যই এই কারাগারটি তৈরি করা হয়েছিল। আমরা আজ নতুন আরেক স্বৈরশাসকের কবলে। গেটের ভেতরে ঢোকার পরেই একজন মিয়াসাব ও কয়েকজন কয়েদি এসে আমাদেরকে ৪/৪ করে বসতে বলল। শোনাতে লাগল কারাগারের নিয়মাবলি। আমরা কোর্টের হাজতখানায় থাকতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কারা কর্তৃপক্ষের সকল আইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলার চেষ্টা করব। কারাগেট থেকে আমদানি নামক রুমে যেতে আমাদেরকে ৩ জায়াগায় বসতে হয়েছে ৪/৪ করে। এটা যেন এক মানসিক নির্যাতন। কারাগারে প্রবেশের পর আমদানি ওয়ার্ড (কোর্ট থেকে কারাগারে পাঠানোর পর প্রথমে যেখানে রাখা হয়) থেকে শুরু হয় বন্দিজীবন। ভেবেছিলাম সারাদিন কষ্টে ছিলাম হয়তোবা এখন একটু মুক্তি পাব কিন্তু বিধি বাম। আমদানি ওয়ার্ড যেন আরেক নির্যাতনের সেলের নাম। আমদানি ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালনরত মেট (২০ বছরের উপরে যারা সাজাপ্রাপ্ত কারাকর্তৃপক্ষ প্রতিটি ওয়ার্ডে তাদেরকে মেট হিসেবে নিযুক্ত করে) মো. শাহাজাহান আবার সেই ৪/৪ করে সকলকে বসিয়ে সবার উদ্দেশ্যে হাত উঁচিয়ে এক বিশাল বক্তব্য দিলেন। তিনি বললেন- "এই কারাগার এমন এক জায়গা যেখানে বাঘ-মহিষে একঘাটে পানি খায়, রাজা-প্রজা একসাথে ঘুমাতে হয়, জীবনের যতবড় নেতাগিরি করেন না কেন এখানে আমরা যা বলব তা শুনতে হবে নতুবা তার হাতে থাকা একটি বেল্ট দেখিয়ে বললেন এই বেল্ট দিয়ে অনেককে সোজা করেছি তা ...."। তার কথা শুনে আমাদের অনেকে ভয় পেয়ে গেল। বক্তব্য শেষে শুরু হল আবার তল্লাশি নামক নারকীয়তা। আমি সাহসের সাথে দাঁড়িয়ে মেটকে

www.nagorikpathagar.org

বললাম আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আল্লাহর দ্বীনের একজন কর্মী আমাদেরকে এভাবে তল্লাশি না করলে হয় না? প্রথমে রেগে গেলেও পরবর্তীতে অনেকটা মেনেজ হয়ে আমাদেরকে সকলের মধ্য থেকে আলাদা করে ফেললেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রবেশের পর হাতের ডানদিকে 'যমুনা' নামক ভবনটি আমদানি ওয়ার্ড নামে পরিচিত। প্রথম প্রবেশ করা বন্দীদের এখানে রাখা হয়। যেখানে থাকার কথা ৫০ জন সেখানে রাখা হয় ২০০ এর অধিক। টয়লেট মাত্র দুটি, পানি ব্যবহারের ব্যাপারে মেটের কঠিন বিধিমালা, ঠাসাঠাসি করে থাকা আমদানি রুমটি যেন গোয়েন্তানামক কারাগারের মত টর্চার সেল। আমদানি রুমের সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর আমাদেরকে দেয়া হয় হলুদে ভরা কিছু খিচুড়ি। সারা দিনের ক্ষুধার্ত আর ক্লান্তি যেন জীবন যায় যায় অবস্থা। এমতাবস্থায় সকল জনশক্তির দিকে তাকিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে খিচুড়ি গ্রহণ করলাম। আমার দেখাদেখি সবাই খিচুড়ি নিল। অনেকে খেয়ে ফেলল আবার অনেকে খেতে পারল না। অনেকে খিচুড়ির প্লেট হাতে নিয়ে কেঁদেই ফেললেন। আমি নিজেও খিচুড়ি খেতে না পারলেও খিচুড়ি খাওয়ার ভান করেছিলাম জনশক্তির দিকে তাকিয়ে। খাবার শেষে মেটকে বললাম নামায পড়ার সুযোগ করে দিতে। সেখানেও তিনি বাদ সাধলেন বললেন- নামায পড়ার জায়গা নেই। অনেক বুঝানোর পর রাজি হলেন কিন্তু বললেন তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। জামাতের সাথে এশার নামায আদায় শেষে যখন দুহাত তুলে মহান আল্লাহর কাছে আমরা প্রাণ ভরে দোয়া করছিলাম আমাদের সাথে ওয়ার্ডে থাকা অন্যান্য হাজতিরা সে দোয়ায় অংশগ্রহণ করে। এমনকি অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। নামায শেষ করে এবার ঘুমানোর পালা। মেটের ব্যবস্থাপনায় রাত ১০টার পরে সকলকে শুইয়ে দেয়া হচ্ছে। আমাদেরকে দেয়া হল একটি সাইডে, মেট বলল- শিবিরের লোকেরা আলাদা থাকেন। শুরুতে মেটের ব্যবহার, নামায শেষ করার পর তার ব্যবহারে আকাশ-পাতাল তফাৎ লক্ষ্য করলাম। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম এই জন্য যে, তিনি হযরত খাব্বাব (রা), হযরত বিলাল (রা), হযরত আম্মার (রা), হযরত জুনাইরা (রা), হযরত লুবাইনিয়া (রা) কে যেভাবে পরীক্ষা করেছিলেন আমরা হয়তবা সেই পরীক্ষা দিচ্ছি। তিনি আমাদের দোয়া কবুল করেছেন। সবার মত আমরা এক এক করে শুয়ে পড়লাম। চোখে ঘুম না আসলেও ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহটিকে একটু বিশ্রাম দেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মানা দরকার ভেবে এক এক করে সবাই সারিবদ্ধভাবে ফ্লোরে বিছানাবিহীন শুয়ে পড়লাম। মাথায় দিলাম অনেক পুরনো কিছু কম্বল দিয়ে করা লম্বা বালিশ। রাত ৪টায় "এই নতুন লোক উঠেন উঠেন" বলে জোর করে সকলকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দেয়া হল। নিয়ে আসা হল আমদানি রুমের বাহিরে জেলার ফাইলে। যেখানে সকালে কারাগারের

www.nagorikpathagar.org

জেলার এসে আমদানি সেলের প্রতিটি বন্দীর হাজিরা ডাকেন। বারান্দায় সকলকে বসানো হল ৪/৪ করে। দুইশতাধিক বন্দীকে বসিয়ে রেখে নাম ডাকা, বিশেষ নিদর্শন মার্ক করে রাখা, ওজন মাপা, যাদের চুল বড় তাদের চুল ছোট করা (চুল কাটার দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েদিরা তা সম্পন্ন করে থাকেন), ছবি তোলার কাজটি এক এক করে সম্পন্ন করে কাজে নিয়োজিত কয়েদিরা। কেইস টেবিল রাইটার ও মিয়াসাহেবরা (কারারক্ষী) ভোর থেকেই কারাগারের বিভিন্ন রেওয়াজ সম্পর্কে ধারণা দিতে থাকেন। ভোর ৪টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত চলতে থাকে নানা আনুষ্ঠানিকতা যা এক ঘন্টায় সম্পন্ন করা যেত। আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর আমদানি সেলে প্রবেশ করানো হয়। রাতে সেলের ভেতরে জামাতে নামায, আমদানি ওয়ার্ড সেলের বাহিরে জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায়, কাতরকণ্ঠে আমাদের আল্লাহর কাছে মুনাজাত সকলের মাঝে আমাদের মর্যাদা যেন অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। ১১টার পর থেকে আমরা যেন এক আলাদা জগতের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হই অন্য কয়েদি (সাজাপ্রাপ্ত) ও হাজতি (বিচারাধীন আসামির) কাছে। আমাদের সদাচরণ, আল্লাহর প্রতি আস্থা-বিশ্বাসে কারাগারের দায়িত্বপ্রাপ্তদের হৃদয়ে অনেক নম্রতার সৃষ্টি হল। সকালের নাস্তার জন্য দেয়া হল একটি জবের রুটি যা খাবারের অনুপযুক্ত। রুটি হাতে নিয়ে আমাদের অনেক ভাইকে কেঁদে ফেলতে দেখলাম। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলাম হযরত খাব্বাব (রা), এই যুগের আদর্শ দায়ী জয়নাব আল গাজ্জালী, হযরত হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব ও সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র) এর কারাজীবনের বিভিন্ন ঘটনা। দুপুর ১২টার পর থেকে আমাদের সাক্ষাতের জন্য স্লিপ আসতে লাগল। আত্মীয়স্বজন, সংগঠনের ভাইয়েরা আমাদের দেখার জন্য আসলেন। প্রথমবার দেখা করার পর নতুন করে একটি স্লিপ আসলে দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ পাচ্ছি খুশি মনে কারাগেটে রওনা দেয়ার পর একজন জমাদার (যিনি কারারক্ষীদের গ্রুপ প্রধান) আমিসহ আরেকজন ভাইকে আটকে দিলেন। শিবির পরিচয় পাবার পর তিনি বাদ সাধলেন, বললেন- দরখাস্ত ছাড়া, এক সপ্তাহের মধ্যে আর সাক্ষাৎ করা যাবে না। আমি বললাম অন্যান্য হাজতিরা একদিনে কয়েকবার সাক্ষাৎ করতে পারলে আমরা কেন পারব না? তিনি তার অক্ষমতা জানিয়ে বললেন- শিবিরের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ। মনটা খারাপ লাগলেও যেহেতু সত্য সুন্দর ও কল্যাণের পথে চললে মাশুল দিতে হয় তা ভেবে ফিরে আসলাম আমদানি ওয়ার্ডে। সাক্ষাৎ করতে আসা ভাইয়েরা আমাদের জন্য খাবার পাঠালেন, পাঠালেন ব্রাশ, চিঁড়া, গুড়, ক্লোজআপ, স্যান্ডেল, লুঙ্গি, গামছা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকল জিনিস গুলো আমদানি রুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেট, ফালতু, জলপুরিরসহ কিছু গরিব হাজতির মাঝে বিলি করে দেই।

www.nagorikpathagar.org

৮০ দিনের আবাসস্থল

যোহর, আসর শেষে আমাদের ডাক আসে আমদানি সেলে বাইরে সেই বারান্দায় যেখানে সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়েছিল সকলকে। শুরু হয় নবাগতদের নির্দিষ্ট ঠিকানা বিভিন্ন সেলে পাঠানোর কার্যক্রম। নেতৃস্থানীয় বেছে বেছে আমিসহ ২১ জনকে ২৭ সেল (যেখানে বড় ধরনের অপরাধীদের রাখা হয়) এ পাঠিয়ে দেয়া হয় বাকিদেরকে মেঘনা-১ নং সেলের ৩ তলায়। মাগরিবের পূর্ব মুহূর্তে ২৭ সেলের দুটি রুমে আমাদের ২১ জনকে ভাগ করে দেয়া হয়। আমরা যাওয়ার পর শিবির এসেছে শিবির এসেছে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আমাদেরকে দেখতে দল বেঁধে লোকজন আসতে লাগল। নানা প্রশ্ন আর রহস্যভরা তাদের চোখমুখে। অনেকে বলতে লাগল এরা এত ভয়ঙ্কর শুনলাম কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না? ২৭ সেলের ৯ নম্বর কক্ষে আমার অবস্থান। সাথে ছিল ৬২ বছরের বৃদ্ধ জামায়াত নেতা শাহজাহান খালু (মিরপুর), ১৫ বছরের কিশোর শিবিরকর্মী মাহফুজসহ মোট ১১ জন। ১৭ ফুট দৈর্ঘ্য আর ৭ ফুট প্রস্থ এই কক্ষটিতে আমাদেরকে থাকতে দেয়া হল। বরাদ্দ হল ১টি করে থালা, বাটি, পুরানো কম্বল। আর বলা হল- ২৪ ঘন্টা আবদ্ধ থাকতে হবে এই ছোট্ট সেলটিতে। শুধু গোসলের সময় ৩০ মিনিট বের হতে দেয়া হবে। মাগরিবের পরে যখন আমাদেরকে তালাবদ্ধ করা হল, মাথায় নানা প্রশ্ন, নানা স্মৃতি, দুঃখ-বেদনা, ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কঠিন নির্যাতনের বিভিন্ন ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে আসতে লাগল। এই যুগের ইসলামী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র) বলেছিলেন- "ময়দানে মোকাবিলায় ভীত হয়ে দুর্গের মধ্যে আত্মগোপন করা কাপুরুষতার সুস্পষ্ট নিদর্শন। আল্লাহ এই জমিনকে কাপুরুষদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি করেন নি।" মরহুমের এই অমূল্য বাণী বারবার মানসপটে যখন ভেসে আসছিল তখন নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম এই বলে- আমরা তো একজন মুজাহিদ হিসেবে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছি আমাদের কিসের দুঃখ, বেদনা, ভয়? নানা চিন্তার মাঝেও মাগরিবের নামায আদায় করলাম। পানির তৃষ্ণায় কাতর, খাবারও নেই পর্যাপ্ত, অন্যদিকে রাতে খাবারের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যা দেয়া হয়েছে তা অনুপযুক্ত। বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর, ইরাক, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত মুসলমান ভাইদের করুণ ইতিহাস যখন মনে পড়ছিল তখন মনকে এভাবে সান্ত্বনা দিলাম জয়নাব আল গাজ্জালী যে নির্যাতনের শিকার হয়েছিল আমরা তো তার চেয়ে অনেক ভাল আছি। হযরত বেলাল (রা) কে উত্তপ্ত মরুভূমির বালুর উপর শুইয়ে উপরে ভারী পাথর চাপিয়ে দিত তার পরেও নিদারুণ কষ্টের মাঝেও যে বেলালের মুখে শুধু আহাদ শব্দ উচ্চারিত হত আমরা তো তাদেরই পথের যাত্রী আমাদের কিসের ভয়, শঙ্কা, ক্ষুধা?

www.nagorikpathagar.org

ধৈর্যের পুরস্কার

"মৃত্যু ভয়ই মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। সত্য ন্যায়ের পথে অবিচল থাকা ও চরম সঙ্কটাপন্ন সময়ে পেরেশান না হওয়া, এমনকি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও দৃঢ়চিত্তে সিদ্ধান্ত নেবার" যেসব বিবরণ রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কেরাম এবং ইসলামী আন্দোলনের শহীদদের সংগ্রামী জীবনী পড়ে শিখেছিলাম কারাগারে প্রথম দিনটি ছিল সে শিক্ষার বাস্তবায়নের বিশেষ একটি মুহূর্ত। একদিকে কারাকর্তৃপক্ষের নানা বাধ্যবাধকতা। অন্যদিকে যারা আল্লাহর দ্বীনের পথে নিবেদিতপ্রাণ আল্লাহ তাদের জিম্মাদার সে বিষয়টি উপলব্ধি করে আমার সঙ্গী-সাথীদেরকে ধৈর্যধারণের জন্য অনুরোধ করি। তাদেরকে বলি আজ আমাদের পরীক্ষা দেয়ার সময় এসেছে, তাদেরকে বলি' কোন যুগেই সাহসী নেতৃত্ব ছাড়া কোন আন্দোলন সফল হয়নি, তেমনি আমাদেরকে সাহসী ও ধৈর্যশীল হতে হবে। দুপুরের খাবার ভালভাবে না খাওয়া, পানির তৃষ্ণায় কাতর এবং নানা চিন্তায় পেরেশান আল্লাহর গোলামেরা যখন মাগরিবের নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেয়া কম্বল বিছাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় হঠাৎ কারা পুলিশের (মিয়াসাব) চোখকে ফাঁকি দিয়ে একজন ভাই এসে ৪/৫টি পানির বোতল লোহার সিকের মাঝখান দিয়ে আমাদের দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদদের জন্য পানি ও বোতল দিয়ে গেলাম।" কিছুক্ষণ পরে আরেকজন ভাই লেবুর শরবত নিয়ে আসলেন। উভয়ের পরিচয় জানবার চেষ্টা করি কিন্তু উভয় ভাই নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে এই কথা বলে দ্রুত চলে গেলেন "আমি আপনাদের একজন ভাই"। আমাদেরকে যেখানে থাকতে দেয়া হয়েছিল সেখানে আমাদের আসার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি মহব্বত আলীসহ কয়েকজন ভাই থাকত। ঢাবি নেতৃবৃন্দের মুক্তির পর দুই মাস যাবৎ আমাদের কেউই ছিল না সেখানে কিন্তু হঠাৎ লেবুর শরবত ও পানি পেয়ে আমাদের চোখে পানি চলে আসল এবং এক অনাবিল প্রশান্তিতে অন্তর ছেয়ে গেল। একদিকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম আর মনে হতে লাগল কুরআন ও হাদীস পড়ে ও "আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি" বইয়ে আফগানিস্তানে মুজাহিদদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিভাবে সহযোগিতা করেছেন তা পড়ে এবং বদরের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সা) এর সঙ্গী-সাথীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবি মদদের ঘটনা এবং ক্যাম্পাসে শহীদ ভাইদের শাহাদাৎপূর্ব বিভিন্ন ঘটনা। সেদিন নতুন করে প্রমাণিত হল ধৈর্য ধারণ করলে এভাবেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোলামদেরকে সহযোগিতা করেন।

www.nagorikpathagar.org

এটাই কারাগার!

কারাগারে আমার তৃতীয়বার হলেও অনেকে ছিল একেবারে প্রথম। যে কারণে মাগরিবের নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরকারের দেয়া ময়লাযুক্ত কম্বল,থাকার অনুপযুক্ত কক্ষ এবং সেলে প্রবেশ করার সময় কারাপ্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণী আমাদের সামনে থাকলেও আমরা সকলকে নিয়ে পরবর্তী দিনের করণীয় ঠিক করার জন্য বসে পড়লাম। বহু কষ্টে রাতটি কাটালাম। সকাল থেকে ডাক পড়ল মিয়া সাবের। তিনি এসে বললেন সাহেব পাইল হবে। সব কিছু গুটান, থালা বাটি নিয়ে বসেন। অর্থাৎ বড় সাব (কারাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত 'জেলার') আসবে। যিনি পনের দিন অন্তর অন্তর বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। হাজতি কয়েদিদের সমস্যা শোনাই তার মূল কাজ। জেলার আসার পূর্বে সুবেদার লাঠি হাতে কয়েকজন মিয়াসাবকে নিয়ে কয়েদি হাজতিদের থাকার রুমে কারাবিধির বিপরীত কোন কিছু আছে কি না এক দফা তল্লাশি চালালেন। এক দিকে প্রশাসনের তাড়া, অন্য দিকে কারাগারে অনেকে নতুন হওয়ায় দ্রুত সময়ে সব কিছু গুটিয়ে ফেললো। অপেক্ষা করতে করতে ভোর ৬টা থেকে সকাল ১১টা কিন্তু কেউ এলো না। শুধু একজন এসে বলল, 'তিনি আজ আসবেন না।' সবকিছু গুটিয়ে কখনো দাঁড়িয়ে কখনো চাদরবিহীন ফ্লোরে বসে থেকে রুদ্ধশ্বাস ৫ ঘণ্টা অতিবাহিত করলাম। কিন্তু কিছু করার নেই, পুরনোরা বলল, 'এটাই কারাগার। যেখানে অনিয়মই নিয়ম, সব কিছু আইওয়াশ, ধৈর্য ধরুন এ অনিয়ম একদিন আপনাদের জন্য সহনীয় হয়ে উঠবে।' থানায় একদিন, আমদানিতে ১ দিন, ২৭ সেলের মধ্যে ১ দিন ছিল স্মৃতিসময়, নিজেকে জানার, নিজেকে আল্লাহর কাছে উপস্থাপনের প্রস্তুতির। ৩ দিন যেন আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল কয়েক বছর। যে মানুষগুলো ৩ দিন আগে ছিল প্রাণচঞ্চল যারা ছুটে বেড়াত এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, সে মানুষগুলোকে কেউ ফোন দিচ্ছে না, প্রোগ্রামের তাড়া নেই, মিছিল নেই, শারীরিক কষ্ট নেই, তবুও ভালো লাগছিল না। আবার পত্রিকা নেই, ল্যাপটপ নেই, ২৪ ঘণ্টা একটি রুমে আবদ্ধ বিষয়টি ছিল সত্যিই তাদের জন্য দুঃখের, বেদনার। বারবার মনে হচ্ছিল আমরা আজ স্বার্থপরের মত বসে আছি। কিন্তু আমাদের ভাইয়েরা রাজপথে, ক্যাম্পাসে কত না জানি কষ্ট করছে?

মুজাহীদি কাফেলার আরেক সঙ্গী, আল্লাহর সহায়তা

একদিকে চিন্তায় মগ্ন অন্য দিকে মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছিল, ভোরবেলায় খবর পেলাম সারা দেশ থেকে অনেক ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে, খবর পেলাম আমাদের প্রিয় কাফেলার সিপাহশালার ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম ভাইও বাদ যাননি। খবরের সত্যতা জানার কোন পথ ছিল না আমাদের কাছে। তখনও আমাদের নামে পত্রিকা বরাদ্দ হয়নি, আমাদের রুমে নেই কোন রেডিও, টিভি। যে যেটা বলত ভালো খবর হলে সবাই খুশি হতো আর আমাদের ভাইদের

www.nagorikpathagar.org

গ্রেফতার ও নির্যাতনের খবর শুনেই কান্নায় ভেঙে পড়ত। ফজরের পরেই কেন্দ্রীয় সভাপতি গ্রেফতার হয়েছেন খবর আমাদেরকে জানানোর পরই আমাদের মনে হলো আকাশ ভেঙে পড়েছে, সংগঠনের ওপর বড় ধরনের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আমরা কান্নায় ভেঙে পড়লাম। রাসূল (সা) এর যুগে যেমনি হিন্দা হযরত হামযা (রা) এর কলিজা ছিঁড়ে খেয়েছিল এ যুগে আজ আমরা দেখছি তাদের উত্তরসূরিরা থেমে নেই, নিজস্ব নতুন কৌশল নিয়ে তারা অগ্রসর। অপপ্রচারে, মিথ্যাচারে, ষড়যন্ত্র করে যখন থামানো যাচ্ছিল না তখন কারাগারে আল্লাহর সৈনিকদের আটকিয়ে দ্বীনের কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। তারা জানে না শহীদ সাইফুলের ক্ষত বিক্ষত ৯ টুকরা লাশ কাঁধে নিয়ে মিছিল করতে যারা জানে, যারা শত নির্যাতন, নিস্পেষণ সহ্য করে ৩৪টি বছর ছাত্রসমাজকে সত্য সুন্দর কল্যাণের পথে আহ্বান জানাচ্ছে, ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য অবিরত চেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকে দমানো যাবে না কারাগারে কিছুদিন আটকিয়ে রেখে। "বাধার প্রাচীর সব ভাঙবোই, মুক্তির সূর্যটা আনবোই" "আমাদের প্রত্যয় একটাই আল্লাহর পথে মোরা চলব" শ্লোগানগুলো মনে হচ্ছিল বারবার। সাহেব পাইলের নামে মানসিক নির্যাতন অন্য দিকে গ্রেফতারের খবর নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে দুপুর ১টা পর্যন্ত অনেক কষ্টেই সময়টা কাটালাম। জোহরের নামাজের জন্য দাঁড়ানোর সাথে সাথে সাক্ষাতের ডাক এলো। নামাজ শেষ করার সাথে সাথে মিয়াসাব হাতে একটি দরখাস্ত ধরিয়ে দিলেন। দরখাস্তের নিচে সাক্ষাৎকারী হিসেবে মো: রেজাউল করিম নাম লেখা, পরিচয় চাচাতো ভাই। দরখাস্ত দেখে দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে চাচাতো ভাই পরিচয় দানকারী ব্যক্তি অন্য কেহ নন তিনি হলেন আমাদের প্রিয় কাফেলার সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম ভাই। তাকে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। সাথে দেখলাম কার্যকরী পরিষদের কয়েকজন দায়িত্বশীল ভাইকে। সকলকে দেখে তখন প্রশান্তিতে হৃদয় জুড়িয়ে যাচ্ছিল। সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করে সাক্ষাৎ শেষে যখন ২৭ সেলে যাচ্ছিলাম নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পথে সাক্ষাৎ হল ১ম দিনের বিপদের বন্ধু নাম না জানা ঐ ভাইটির সাথে যিনি আমাদের বিপদের সময় পানি, নাস্তা দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন কিন্তু গোপন রেখেছিলেন তার পরিচয়। ভাইটি কারা ক্যান্টিনের দায়িত্বে থাকা তৌহিদুল ইসলাম। যিনি ১৪ বছরের কয়েদি (সাজাপ্রাপ্ত)। অনেক চেষ্টা করে তার পরিচয় জানলাম তারই কাছ থেকে। তিনি জানালেন ছাত্রজীবনে সংগঠনের সাথীপ্রার্থী ছিল। মিরপুর এলাকায় দায়িত্ব পালন করেছেন কিছুদিন। জিজ্ঞাসা করলাম কী মামলা? বললেন- ছাত্রশিবিরের কুরআন-হাদিস ভালো লাগত না একটি পর্যায়ে, ভালো লাগত না শিবিরের ধৈর্য নামক পরীক্ষা, আমি সব সময় সভাপতিকে বলেছি মারলে পাল্টা মার হবে। দায়িত্বশীলরা আমাদেরকে বোঝাত "সাহাবাদের পথ ধরে চলছে ছাত্রশিবির", বলত "আল্লাহর পথে থাকার অপরাধে

www.nagorikpathagar.org

চট্টগ্রামের প্রথম শহীদ খুরশিদ আলমের জিহ্বা কেটে দেয়া হয়েছিল তবুও সংগঠন পাল্টা কাউকে হত্যা করেনি।" (যিনি ছিলেন বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, একে একে পাঁচ ভাই বোন মারা যাওয়ার পর জন্মগ্রহণকারী ১ জন ভাই)। এত কিছুর পরও সংগঠন ধৈর্য ধরতে পারলে আপনি পারবেন না কেন? দায়িত্বশীলদের এই সকল কথা শুনেও আমার মত একটুও পাল্টায়নি, শুধু বলেছি, 'শিবিরের মত হোমিওপ্যাথিক' সংগঠনে আমি নেই। এরপর ক্লাব গঠন, বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়া, অস্ত্রবাজি অবশেষে অস্ত্রসহ গ্রেফতার হওয়ায় ১৪ বছরের সাজা পেয়ে কারাগারে। এ কথা বলেই কেঁদে ফেললেন। কেঁদে কেঁদে ভাইটি বললেন, 'আমি আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি আমাদের প্রিয় কাফেলা ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা আমাকে গড়ে তোলার জন্য, সত্য পথে ধরে রাখার জন্য কতই না কষ্ট করেছে কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে সুন্দর পথটি ছাড়ার কারণে আমাকে আজ কারাগারে থাকতে হচ্ছে।' ভাইটি তার কারাজীবনের বিভিন্ন স্মৃতি আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। বললেন 'দায়িত্বশীলদের কথা শুনে সেই দিন যদি আমি আমার মত পাল্টাতাম তাহলে আমার আজ এ দুর্দশা হতো না। আমি আজ দৃঢ়ভাবে বলতে পারি ছাত্রশিবির একটি দায়িত্বশীল ছাত্রসংগঠন এবং আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত শহীদি কাফেলা।" তিনি মামলা, গ্রেফতার, রিমান্ড এবং মামলার সাজা নিয়ে অনেক স্মৃতিচারণ করলেন, আর কাঁদতে কাঁদতে বললেন, '৯০ সেলে নামাজের ইমামতির দায়িত্ব পালন করছি আমি তৌহিদ। মাঝে মাঝে দারসে কুরআনও দিচ্ছি। আমি যদিও শিবিরের বেশি কিছু হতে পারিনি কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়ার পরও ইমামতি করার যোগ্যতা অর্জন, দারস্ পেশের যোগ্যতা অর্জন এ কাফেলারই অবদান। তার কথাগুলো শুনে ব্যথিত হলাম। তার জীবনের অনেক স্মৃতিময় দুঃখের ঘটনা শুনে এক দিকে খারাপ লাগল আবার মহান মাবুদের কাছে শুকরিয়াও আদায় করলাম এ জন্য যে, ছাত্রশিবির আজ বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের জন্য একটি নিয়ামত বিষয়টা উপলব্ধি করে। যখন জাহিলিয়াতের চেয়ে কঠিন পরিস্থিতি দেশে বিরাজ করছে, যখন চরম নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে মা তার সন্তানকে হত্যা করে জানালা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে অথবা পরকীয়ার কারণে নিজ সন্তানকে হত্যা করে তিনি যে খাটে শুয়ে আছেন সেখানে রেখে দিয়েছেন দিনের পর দিন। সে সময়ে ভেঙে পড়া সমাজব্যবস্থাকে বিনির্মাণ করার জন্য ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীল ভূমিকা সত্যিই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার মতো। অপসংস্কৃতির সয়লাভে নিমজ্জিত যুবসমাজকে আলোর পথ দেখানোর জন্য, জান্নাতের পথের যাত্রী করার জন্য ছাত্রশিবির আজ রাহবারের ভূমিকা পালন করছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কুরআনের সূরা গাশিয়া (২১-২২ আয়াত) "অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি একজন উপদেশদাতা। তুমি তো ওদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও ...." আয়াতটি তার সামনে পেশ করলাম। তাকে বললাম, মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথেই ছাত্রশিবিরের পথচলা।

www.nagorikpathagar.org

ছাত্রশিবির সত্য, সুন্দর, ও কল্যাণের পথে ছাত্রসমাজকে আহ্বান করে। ছাত্রশিবিরের শ্লোগান "এসো সত্যের পথে, মুক্তির পথে, কল্যাণের পথে যে পথ মিশে আছে জান্নাতের সাথে।" ছাত্রশিবির জান্নাতের পথের যাত্রী হিসেবে আমাদেরকে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে একজন অভিভাবকের মত। শিবির আমাদের কর্মের নিয়ন্ত্রক না হলেও আমাদের একজন প্রিয় বন্ধু, ভাই ও অভিভাবকের মত ভূমিকা রাখে। তাকে বললাম আপনি যেহেতু ভুল বুঝতে পেরেছেন আসুন আবার দ্বীনের পথে চলার চেষ্টা করি। আল্লাহ আপনার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং কারাগার থেকে অতীতের ভালো কাজের জন্য আপনাকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। আমাদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ভাইটি আমাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন "শুনেছি সরকার আমাদের অনেক ভাইকে গ্রেফতার করছে; আমি আল্লাহর গোলাম কারাগারে থাকাবস্থায় এ সকল মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব ইনশাআল্লাহ।" কারাগারে থাকাবস্থায় আমাদের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করা সুখে-দুঃখে সাথী হওয়া, গ্রেফতার হওয়া নতুন ভাইদের সাথে আমাদের যোগাযোগ করার দায়িত্ব ছিল এ ভাইটির। প্রশাসনের সকল বাধা উপেক্ষা করে তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন আর বলতেন "আল্লাহর দ্বীনের পথের মুজাহিদদের সহযোগিতা করলে আল্লাহ আমাকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।" তিনি মন থেকেই কথাটি বলতেন আর দোয়া চাইতেন। কারা ক্যান্টিনে দায়িত্ব থাকায় ভাইটি মাঝে মধ্যে আমাদেরকে নাস্তা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যত্নসহকারে সরবরাহ করতেন। ৪র্থ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বাহিরের ভাইদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য পেরেশান হয়ে গেলাম কিন্তু যোগাযোগটা কিভাবে করব বুঝতে পারছিলাম না। তৌহিদ ভাই বললেন, কাগজ কলম আমি সরবরাহ করব। চিঠি লিখুন। বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা আমিই করব। তার কাথায় আশ্বস্ত হলাম এবং আল্লাহর কাছে প্রাণভরে দোয়া করলাম। সত্যিই কারাগারে তৌহিদ ভাই আমাদের পাশে সব সময় যেভাবে থেকেছেন, সহযোগিতা করেছেন তা বিরল। আমাদের গ্রেফতারের পর প্রতিদিন দ্বীনি ভাইদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আসত। নতুন ভাইদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য তৌহিদ ভাই ও আমদানি সেলে ফালতু টাইগারের সাথে পরামর্শ করলাম। তাদেরকে বললাম আমদানিতে থাকার, ইবাদতের কোন পরিবেশ নেই, নেই কোন ভাল খাবার। কিন্তু যারা গ্রেফতার হয়ে এখানে আসছে তাদের মধ্যে রয়েছে তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ এমনকি যাদের গায়ে জীবনেও লাগেনি কোন আঁচড় এমন পরিবারের সদস্য, এছাড়া এক এক জনের রুচি ভিন্ন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাফেলার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আজ তারা কারাগারে। এমতাবস্থায় তাদেরকে সহযোগিতা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আমার কথায় তারা একমত হলেন। কৌশল নির্ধারণ করে কাজ শুরু করলাম। আল্লাহর শুকরিয়া প্রথম দিনই নতুন ভাইদের সাথে যোগাযোগ

www.nagorikpathagar.org

করতে সক্ষম হলাম। পূর্ব দিন রাতেই ক্যান্টিনে অর্ডার দেয়া পরটা, ভাজি নতুন ভাইদের জন্য সকালে পাঠালাম। সকাল ১০টায় সিংগারা এবং দুপুর ১২টায় পাঠালাম মাছ, সাথে ক্যান্টিন থেকে সংগ্রহ করা আলু দিয়ে ভর্তা। সাথে দিলাম একটি চিরকুট। সালাম জানিয়ে তাদেরকে লিখলাম নতুন যারা এসেছেন নাম, দায়িত্ব লিখে পাঠান এবং পত্রবাহকের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। তাদেরকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে "কোন সমস্যা নেই, আল্লাহই আমাদের বড় অভিভাবক।" প্রতিদিনই কেউ না কেউ আসত।

সেদিন মানবতা যেন নীরবে নিভৃতে কাঁদে

সকাল বেলা গোসল করার জন্য আমাদেরকে নেয়া হত আমদানি সেলের পানির ফোয়ারাতে। এক দিকে দুই কাজ হতো। গোসল করার পাশাপাশি খবর নিতাম নতুন কে এসেছে। আমদানির ফালতুরা কেউ এলেই আমাদেরকে জানিয়ে দিত। জানার সাথে সাথে শুরু হয়ে যেত নতুন ভাইদেরকে সহযোগিতা করার প্রতিযোগিতা। ইতোমধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে। কারারুদ্ধ পুরনো কয়েদি ও হাজতিদের সাথে লোহার সিকের মাঝ দিয়ে কথোপকথন, নতুনদের সাথে পরিচিত হওয়াই ছিল আমাদের নিত্যদিনের কাজ। শুরুতে ২৪ ঘণ্টা আটকিয়ে রাখলেও জেলারের সাথে যোগাযোগ করে প্রতিদিন বিকেলে এক ঘণ্টা আমাদেরকে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করার সুযোগ দেয়া হয়। আমরা বসে সিদ্ধান্ত নিলাম প্রশাসনের দেয়া এক ঘণ্টার সুযোগ আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাব। আমাদের সেলটি ভিআইপি হওয়াতে আশপাশের হাজতি ও কয়েদিরা হাঁটতে আসত এখানে। অন্য দিকে রান্নাঘর, কারা মসজিদ ও পাঠাগার আমাদের সেলের পাশে হওয়ায় দুপুরের পর ভিড় লেগে থাকত হাজতি ও কয়েদিদের। সময় সুযোগকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনায় জানতে চেষ্টা করলাম পত্রিকা কিভাবে আনা যায়, কিভাবে অন্যরা সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে। আমাদের পাশে দু'টি রুমে হিযবুত তাহরীরের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক মহিউদ্দিন আহমেদসহ ১২ জন। সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীর হলেও কারাগারে অবস্থা ছিল ভিন্ন। সকাল থেকে মাগরিব পর্যন্ত উন্মুক্তভাবে ঘুরাফেরা করা, গোসল, খাবার থেকে শুরু করে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন তারা। কিন্তু গণতান্ত্রিক সংগঠন হওয়ার পরও জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের সেখানে অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সব কিছুতে আমরা ছিলাম বঞ্চিত। এরই মাঝে অতিবাহিত হয়ে গেল কিছুদিন। অতঃপর একদিন জানতে পারলাম সুবেদার সাহেবের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে সব কিছুই সম্ভব। সুবেদারের সাথে সাক্ষাতের জন্য অনেককে ধরলাম, বললাম সহযোগিতা করুন। কিন্তু শুরুতে কেউ সহযোগিতা করছিল না। এতে হতাশ হলাম না, অপেক্ষা করতে লাগলাম সুবেদারের সাথে সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগের। এ ব্যাপারে আমাদের সেলের ফালতু শাহিনকে (সায়দাবাদে পকেট

www.nagorikpathagar.org

মারতে গিয়ে আটক) কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে জানালো, টাকা দিলে এখানে সবকিছুই মেলে। তার কথা সত্যি প্রমাণিত হলো। যেখানে আমাদের পাশের রুমে থাকা হাজতি-কয়েদিরা প্রতিজনে ১ ড্রাম পানি দিয়ে গোসল করত, সেখানে ২৪ ঘণ্টা আবদ্ধ অবস্থায় থাকা আল্লাহর দ্বীনের কর্মী ১১ জনকে ২ ড্রাম পানি দেয়া হতো যার পরিমাণ ৬০ কেজি। গোসলের পাশাপাশি কাপড় পরিষ্কার এর মধ্যেই করতে হবে। পানির অভাবে ময়লাযুক্ত কাপড়টি শরীরে থাকা অবস্থায় তার ওপর পানি ঢালা হতো, সাথে লাগানো হতো সাবান। অনেক সময় পানির অভাবে সাবানযুক্ত কাপড়টিকে রোদে শোকাতে দেয়া হতো। কখনো কখনো অনেক ভাই গোসল না করেই দুই-তিন দিন কাটিয়ে দিতো। বিষয়টি ছিল কত অমানবিক তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কারাগারে পানি নিয়ে যুদ্ধ চলে। পানি যেন সোনায় সোহাগা। ২৬২২ লোকের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন কারাগারে এখন প্রায় গড়ে ১০ হাজার লোকের অবস্থান। সকাল বেলা হতে পানি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ। বিডিআর, জেএমবি ও আমরা (জামায়াত-শিবির) ব্যতীত বাকি সকলকে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের জন্য নির্ধারিত গোসলখানায় ভোরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হতো। তালা খোলার সাথে সাথে কার আগে কে ফোয়ারায় পৌঁছবে ম্যারাথনের মতো প্রতিযোগিতা চলতো। সেখানে পৌঁছার পর কেউ এক মগ, কেউ বা শত মগ পানি ঢালতো শরীরে। পুরাতন হাজতি-কয়েদি, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্যরা সেখানে ছিল অনেকটা পেছনে। আবদ্ধ অবস্থায় হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ছাড়া আর কিছু করার নেই। ২৭ সেলে অবস্থানকারী আমিসহ ১১ জন ছিলাম সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। আমাদের অন্যান্য ভাইদেরকে অন্য সেলে দেয়া হয়, যেখানে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল পানির ফোয়ারা। প্রতিদিন ভোরবেলায় মিয়া সাবরা তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসতো। আধা ঘণ্টা সময় দেয়া হতো, এর মধ্যে গোসল শেষ করতে হবে। প্রশাসনের নির্ধারিত সময় শেষ হলে হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে রুমে নিয়ে যাওয়া হতো। অনেকের গোসল শেষ হয়নি, কেউবা কাপড় ধোয়া অবস্থায় ছিল। প্রশাসনের সে দিকে খেয়াল নেই। মানবতা যেন সেদিন নীরবে নিভৃতে কাঁদে। পানির এত কষ্টে আমাদের সঙ্গী সাথীরা অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন। আমি তাদেরকে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ), ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নেতা সাইয়েদ কুতুব ও ১৯৭১ সাল- পরবর্তী জামায়াত কর্মীদের ওপর বর্বর নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করলাম। সাইয়েদ কুতুবের শিষ্য ইউসুফ আল আযম তার ওপর নাসের বাহিনীর নির্যাতন সম্পর্কে লিখেছেন : সাইয়েদ কুতুবের ওপর বর্ণনাতীত নির্যাতন চালানো হয়। আগুন দ্বারা সারা শরীর ঝলসে দেয়া হয়। পুলিশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান রক্তাক্ত করা হয়। মাথার ওপর কখনো উত্তপ্ত গরম পানি ঢালা হতো। পরক্ষণে আবার খুবই শীতল পানি ঢেলে শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা করা হতো। পুলিশ লাথি, ঘুষি মেরে একদিক থেকে অন্যদিকে নিয়ে যেত।

www.nagorikpathagar.org

এমন হয়েছে যে একাধারে ৪ দিন একই চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কোন খানা-পিনা দেয়া হয়নি। তাঁর সামনে অন্যরা পানি পান করতো অথচ তাঁকে এক গ্লাস পানি দেয়া হতো না। সাইয়েদ কুতুবের ওপর এইভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি সময় পেলেই জেলে দাওয়াতি কাজ করতেন। ভাবতেন ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ১৯৭১ সাল থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিব সরকার ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের ওপর যে নির্যাতন করেছে তার চেয়ে আমরা অনেক ভালো আছি। সে সময়ে ফেনী জেলা জামায়াতের নেতা মোঃ ইলিয়াসকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তার দু'টি পাকে ট্রাকের সাথে বেঁধে ট্রাক ২টি দু'দিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। ট্রাক ২টি দু'দিকে চলে গেল ১টি আস্ত মানুষকে মাঝ বরাবর ছিঁড়ে ফেলল। নির্মম নারকীয়তার মুখেও ইসলামী আন্দোলন তার লক্ষ্য থেকে একটুও বিচ্যুত হয়নি। তাই আমাদের সকলকে মহান আল্লাহর কাছে সর্বাত্মক সহযোগিতা চাইতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবচেয়ে বড় অভিভাবক। হতাশার মাঝে হঠাৎ একটি ঘটনা আজ আমার বড়ই মনে পড়ছে। সুবেদার বেঁকে বসায় বেশি সুযোগ সুবিধা গ্রহণকারী আসামিদের হঠাৎ পানির সঙ্কট দেখা দিলো। এমতাবস্থায় ২৭ সেলের ৪টি রুমে থাকা অন্যরা পরামর্শ করে সুবেদারের সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৪ জন প্রতিনিধি পরদিন সকালে সুবেদারের সাথে সাক্ষাৎ করবে। ভাগ্যক্রমে আমাকেও ৪ জনের একজন করা হলো। যদিও আমরা শুরু থেকেই সঙ্কটে। কারা বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সকলের সমস্যার কথা বিবেচনা করে আমি তাদের সাথে গেলাম। সুবেদারের সাথে বাকি ৩ জন খুব খারাপ ব্যবহার করার কারণে তিনি সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। আমি ভালো আচরণ দিয়ে তার মন জয় করার চেষ্টা করলাম। সুবেদার সকলের কথায় প্রথমে ক্ষুব্ধ হলেও আমি কথা বলার পরক্ষণেই তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টালেন এবং বললেন আগামীকালের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান করা হবে। আমরা খোশ মেজাজে সেলে ফিরলাম। আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। ঐদিনকার শিবির প্রতিনিধির ভূমিকায় সেলের অন্যান্যরা খুশি হয়েছিল এবং প্রশাসনের সাথে ঐদিনের পর থেকেই আমাদের একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হলো। নতুন আশায় সকলে বুক বাঁধলাম এবার হয়তোবা পত্রিকা মিলবে, ২৪ ঘণ্টা বন্দিজীবনের অবসান হবে, পর্যাপ্ত পানি মিলবে। পরদিন সকালে একজন ভাই এসে বললেন, জামিন পাওয়া একজন ভাই তার পত্রিকাটি রেখে গেছেন আপনি চাইলে আগামীকাল থেকে পত্রিকা দিতে পারি, শর্ত হলো জেলার বরাবর দরখাস্ত দিতে হবে। আমি বললাম, যে কোন শর্তে রাজি যদিও কারাগারে জনকণ্ঠ, যুগান্তর ও ডেইলি স্টার ব্যতীত সকল পত্রিকা নিষিদ্ধ। আবার যে পত্রিকাগুলো দেয়া হতো সেখানে সরকারবিরোধী কোন সংবাদ থাকলে তা কেটে রেখে দেয়া হতো।

www.nagorikpathagar.org

যার হাতে অস্ত্র নেই মৃত্যু তার অনিবার্য

সময় অতিবাহিত হচ্ছে, আমাদের ওপর মানসিক নির্যাতন কমে আসছে। আমরাও মানিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম কারাগারের সীমাবদ্ধতাগুলো। ইতোমধ্যে ১৫ দিন অতিবাহিত হয়েছে। হঠাৎ করে খবর পেলাম আমাদের কেন্দ্রের কিছু দায়িত্বশীল ভাই গ্রেফতার হয়েছেন বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক আল মুত্তাকী বিল্লাহ ভাই ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সম্পাদক মিয়া মুজাহিদুল ইসলাম ভাই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। খবর পেলাম কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক গোলাম মুর্তজা ভাইকে সাদা পোশাকধারী র‍্যাব সদস্যরা গ্রেফতার করেছে অথচ স্বীকার করছে না। আমাদের নামে বরাদ্দকৃত যুগান্তর পত্রিকা পড়ে বেশি কিছু সাংগঠনিক খবর জানতে পারছিলাম না। প্রতিদিন বিভিন্ন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসা ভাইদের দেয়া মেসেজই আমাদের ছিল মূল সম্বল। তাদের কাছ থেকে সংগঠনের যাবতীয় খোঁজখবরাদি নিতে পারতাম। কিন্তু হঠাৎ করে আমার সাথে সাক্ষাৎও বন্ধ করে দেয়া হলো। প্রায় ২০-২৫ দিন যাবৎ কাউকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হচ্ছে না। এক সপ্তাহ পর পর সাক্ষাতের নিয়ম থাকলেও প্রায় ৩ সপ্তাহ আমাকে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হচ্ছে না কেন বিষয়টি জানার জন্য জেলার, সুবেদারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। হঠাৎ একদিন জেলারের সাথে সাক্ষাৎ হল, তাকে বিনয়ের সাথে দীর্ঘ ৩ সপ্তাহ পরিবারের সদস্য ও দ্বীনি ভাইদের সাথে আমার সাক্ষাৎ করতে না দেয়ার কারণ জানতে চাইলাম। তিনি পরদিন আমাকে বিষয়টি জানাবেন বললেন। পরদিন তিনি বললেন, কারাগারে থাকাবস্থায় আমার বিরুদ্ধে মগবাজারে গাড়ি পোড়ানোর মামলা হয়েছে। আমি শিবিরের শীর্ষ স্থানীয় নেতা (তার ভাষায়) বিধায় আমার ব্যাপারে শাস্তি এবং সতর্কতামূলক এই সিদ্ধান্ত। তার কথা শুনে বিস্মিত হইনি এজন্য যে, বর্তমান সরকার ইসলাম, গণতন্ত্র ও দেশবিরোধী। বিগত সময়েও ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে ইসলাম ও দেশপ্রেমিক মানুষগুলোকে। ছাত্রশিবিরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শরিফুজ্জামান নোমানীকে নির্মমভাবে আঘাত করে পুলিশের ছত্রছায়ায় ছাত্রলীগ হত্যা করার পর উল্টো বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া করে সহস্রাধিক শিবির নেতা-কর্মীকে, গ্রেফতার করে অনেককে। যাদের পক্ষে এ ধরনের আচরণ করা সম্ভব তাদের কাছে এর চেয়ে বেশি ভাল ব্যবহার আশা করা যায় না। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে সরকারের বানোয়াট মামলায় আসামি হয়ে অপরাধ না করার পরও আটক রয়েছে শত শত শান্তিপ্রিয় মানুষ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাস, ছাত্র হত্যা, শিক্ষক ও ছাত্রী নির্যাতন নিত্যদিনের ঘটনা। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি অথচ সরকারের সেদিকে খেয়াল নেই। সরকার ব্যস্ত ভারতের এসাইনমেন্ট বাস্তবায়নে। চুন থেকে পান

www.nagorikpathagar.org

খসলেই গ্রেফতার হতে হয় সরকার বিরোধী নেতা-কর্মীদের। ইতোমধ্যে গুম করা হয়েছে বিরোধী কয়েক নেতাকে। রিমান্ডে নিয়ে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে অনেককে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে বিরোধী মত দমনে সরকার নিত্য নতুন কৌশল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বাবাকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নব্যজাহেলিয়াতের এই সময়টাকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে কবি জুহাইরী বলেছিলেন "বড়ই আফসোস যার হাতে অস্ত্র নেই মৃত্যু তার অনিবার্য পরিণতি অর্থাৎ যে জুলুম করবে না তার জন্য মজলুম হওয়া অবধারিত।" কবির বক্তব্য মনে পড়ার সাথে সাথে ভাবলাম, কুরআনের সম্মোহনী শক্তির কাছে মাথা নত করে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে যারা যাত্রী তাদের আলোক মিছিল ষড়যন্ত্রকারীরা পৃথিবীতে সহ্য করেনি, এখনো করবে না এটাই স্বাভাবিক। মনে পড়ল ১১ মে ২০১০ ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত কুরআন দিবসের আলোচনা সভায় মহানগরী আমীরের একটি বক্তব্যকে বিকৃত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উপস্থাপন করে যখন যারা জীবনের একটা বিশাল সময় কুরআনের খেদমত করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এবং রাসূল (স) এর আদর্শ বাস্তবায়নে যারা নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন অবিরত তাদেরকে রাসূল ও কুরআন অবমাননার মত হাস্যকর মামলায় আসামি করা হয়, গ্রেপ্তার করা হয়, রিমান্ডে নেয়া হয়, তখন আমিতো হিসাবের বাইরে।

নিজেকে প্রশিক্ষিত করে নেয়ার উত্তম স্থান

এটাই আমার প্রাপ্য, অতএব ধৈর্য ধারণ করতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে সুন্দর একটা সমাজের জন্য। জেলারকে বললাম, অন্যান্য কয়েদি-হাজতিদের মত আমার ন্যায্য অধিকার প্রাপ্যের ব্যাপারে আমি আপনার সহযোগিতা কামনা করছি। তিনি আশ্বস্ত করলেন এবং বললেন, শর্তসাপেক্ষে সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাৎ বন্ধ অবস্থায় সাক্ষাৎপ্রার্থীরা আমার সাথে থাকা অন্য সঙ্গী-সাথীদের যা বলে দিত তা জেনে নিতাম। প্রতিদিন দুপুর হলেই অপেক্ষা করতাম হয়তোবা আজ আমার সাক্ষাতের স্লিপ আসবে। সবার কারো না কারো সাথে সাক্ষাৎ হতো কিন্তু আমি ব্যতিক্রম। প্রতি সপ্তাহে আমার সাক্ষাৎ তারিখে কারো সাথে সাক্ষাৎ না হলেও আমার ব্যবহার্য জিনিস, খাবার পিসিতে নিয়মিত টাকা আসত। খাবার ও ব্যবহার্য জিনিস সবার মাঝে বিলিয়ে দিতাম আর মজা করে বলতাম "কারো সাথে সাক্ষাৎ না হলেও আল্লাহ রিজিক বন্ধ করেন নাই।" সাক্ষাৎ বন্ধাবস্থায় বাইরের খোঁজ-খবর জানা, আন্দোলনের জন্য কারান্তরীণ ভাইদের ভাবনা, পরামর্শ বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে চিঠি লেখা শুরু করি। কারাগার থেকে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে তাদের অনুমোদিত পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে পাঠাতে হবে। ভাল খারাপ জিজ্ঞাসা করা ছাড়া কিছু লিখা যাবে না শর্তের কারণে সে পথ এড়িয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কাছে সঙ্গী- সাথীদের মাধ্যমে কারাগারে থাকাবস্থায় প্রায় ৬০-৭০টি চিঠি

www.nagorikpathagar.org

পাঠিয়েছি। সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলো ১ ঘন্টা ব্যতীত বাকি সময় যখন আবদ্ধাবস্থায় তখন আমরা বসে ২৪টি ঘন্টাকে ভাগ করে সময়কে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেই। ২টায় ঘুম থেকে জেগে উঠার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ঘড়ি নেই, টিভি নেই, বুঝব কিভাবে এখন ২টা বাজে। রাত ১০টায় ঘুমিয়ে যাওয়া আর ২টায় ঘুম থেকে জেগে উঠা সহজ বিষয় ছিল না। কিন্তু আমরা মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম। ২টায় জাগতে গিয়ে অনেক রাতে ১টায় কখনো বা ১২টায় উঠে বসে থাকতাম। আর সিকের ফাঁক দিয়ে মিয়াসাবকে ডেকে জিজ্ঞেস করতাম কয়টা বাজে। উঠার সাথে সাথে শুরু হতো কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিযোগিতা। ১টি সেলে ১১জন মানুষ। গোসল করার পানি নেই, আবার অজুর, খাবারের পরে ধোয়া মোছা! ১১ জনের জন্য বরাদ্দ ৩ ড্রাম পানি । ১ ড্রাম অজু, খাবারের পানি ও টয়লেটের কাজে বাকি ২ ড্রাম গোসলের। এর মধ্যেই সারতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা জীবনযুদ্ধে দমবার পাত্র নয়। চেষ্টা করলাম সব কিছু এর মধ্যে শেষ করতে। সাথে সাথে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে মিনতি জানালাম "যেই পথে আমাদের কল্যাণ সেই পথটা আমাদের জন্য খুলে দিন"। মিয়াসাবরা শুরুতে আমাদের সাথে মিশত না, ভাল ব্যবহার করত না এমনকি কটূক্তি করত, আমাদের জঙ্গিবাদী আর সন্ত্রাসবাদী বলে। সিদ্ধান্ত নিলাম তাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে। জয় করতে হবে তাদের মন। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের পাঠানো খাবার তাদের (মিয়াসাবদের) মাঝে বিলিয়ে দিতাম। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতাম, ভাই আমাদের ব্যাপারে মিডিয়ার মাধ্যমে জেনে অথবা অজ্ঞতার কারণে সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদী অথবা অন্য ১০ জন অপরাধীর মত মনে করবেন না। আমরা সত্য পথে চলার অপরাধে সরকারের প্রতিহিংসার শিকার। দ্বীনের পথে চলার অপরাধে আমাদেরকে আজ মাশুল গুনতে হচ্ছে। সুন্দর ব্যবহার, আপ্যায়নে মিয়াসাবদের চোখে মুখে পরিবর্তনের চিহ্ন ফুটে উঠত। মহান আল্লাহর শুকরিয়া কারাগারে ৮০ দিন থাকাবস্থায় ২/১ জন ছাড়া বাকি মিয়াসাব, সুবেদার, জেলার কয়েদি-হাজতিদের মন জয় করতে সক্ষম হই আমরা। রাত ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত তাহাজ্জুদ, কুরআন তেলাওয়াত, সম্মিলিত মোনাজাতে সময় কাটিয়ে দিতাম। ফজর নামাজ জামায়াতে আদায়ের পরে ৩০ মি. বিশ্রাম নেয়ার পর গোসলের সময় দেয়া হতো। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমার নামে পত্রিকা বরাদ্দ হল। গোসল করার জন্য আমদানি সেলের ফোয়ারা ব্যবহারের সুযোগ আসল। সকাল ১১টা থেকে ১২টা এক ঘন্টা এবং বিকাল ৩ টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত ২৭ নং সেলের ৯ নং কক্ষটি খুলে দেয়া হত। প্রথমে কারাগারের ভেতরে "জেলের মধ্যে জেল তার নাম সেল" নামক বন্দিশালায় আটকে থাকলেও এখন ২৪ ঘন্টার বন্দিজীবনের অবসান হচ্ছে বিধায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম । পত্রিকা পেলাম, পানির সমস্যার সমাধান হলো। ভোরে আমাদেরকে মিয়াসাবরা ডেকে নিয়ে যেত ফোয়ারাতে গোসল করার জন্য। গোসলে যাওয়াকালীন পানির জন্য

www.nagorikpathagar.org

খালি বালতি ও বোতল নিয়ে যেতাম। গোসল শেষে বোতল, বালতি ভরে নিয়ে আসতাম। গোসল শেষে সেলে এসে সকাল ৯টা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতাম। অনেকে অধ্যয়ন করত। এর পরে নাস্তা, পত্রিকা পড়া মিলিয়ে ১২টা বেজে যেত। সেলের গেট ১ ঘণ্টার জন্য খুলে রাখার সময়টাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। পাঠাগার থেকে বই সংগ্রহ, ২৭ সেলে ঘুরতে আসা কয়েদি-হাজতিদের মাঝে নামাজের দাওয়াতি কাজ এবং নিজেদের মাঝে ব্যক্তিগত পর্যায়ের যোগাযোগের কাজটি শেষ করব। সবাই মিলে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম ট্যাংকের শরবত এবং ফল-ফলাদি প্রতিদিন কমপক্ষে ১০-১৫ জনের মাঝে বিতরণ করব। সিদ্ধান্তের আলোকে কাজ শুরু হল। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া ফলাফল আসল প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। কারাগারের পাঠাগারে রয়েছে অনেক আদর্শিক বই, রয়েছে তাফসির। পুরাতন কয়েদিদের কাছে জানতে পারলাম জরুরি অবস্থার সময় জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকাবস্থায় মসজিদ সংস্কার, সমৃদ্ধ পাঠাগার হয়েছে। মসজিদ সংস্কারে বিএনপি নেতা মোসাদ্দেক আলী ফালুর অবদান বেশি। ২৪ ঘন্টা আটক থাকাবস্থায় আমাদের রুমের গেটের সামনে ক্যারাম বোর্ড খেলাসহ আড্ডাবাজদের আড্ডা চলত প্রতিনিয়ত। যার কারণে আমাদের কষ্ট হতো। তাদের জ্বালায় ছিলাম অতিষ্ঠ। কিন্তু কিছুই করার নেই। ইতোমধ্যে আমরা কারাগারে পরিচিত মুখ। ৩০ মে থেকে শুরু করে ২৫ জুন পর্যন্ত কারাগারে গ্রেফতার হয়ে আসে আমাদের শতাধিক ভাই। ২০-২৫ দিন কাজ করার কারণে পুরাতন হাজতি হিসেবে সবার সাথে আমরা ছিলাম পরিচিত। এখন সমস্যা নাই বেশি একটা। এমতাবস্থায় একদিন সুবেদারের সাথে সাক্ষাৎ করে ক্যারাম বোর্ড খেলার স্থান পরিবর্তনের জন্য তাকে অনুরোধ করি। আমাদের অনুরোধে তিনি খেলার স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। ১টার পরে দুপুরের খাবার গ্রহণ, সালাতুল যোহর জামায়াতের সাথে আদায়কালীন সময়ে সাক্ষাতের স্লিপ আসত। প্রতিদিন ১/২ জন ভাইয়ের আত্মীয় স্বজন আসত। সাক্ষাৎ শেষে ৩টা পর্যন্ত কেউ বিশ্রাম নিত কেউ বা পড়ালেখা করত। ৩টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত সালাতুল আসর, কন্টাক্ট, অন্যান্য কয়েদি হাজতিদের সাথে মতবিনিময় ও ব্যায়াম ছিল নিত্যদিনের রুটিন। মাগরিবের পূর্বেই সেলের নির্ধারিত রুমে প্রবেশ করতে হতো। আমরা প্রায়ই নফল রোজা রাখতাম। আমাদের ভাইদের উপর সরকার যখন ব্যাপক দমন নিপীড়ন চালাচ্ছিল, তখন নফল রোজা রেখে ভাইদের জন্য দো'য়া করা ছিল আমাদের প্রতিদিনের কাজ। যেদিন রোজা থাকতাম সেদিন আসরের পর থেকেই ইফতারের প্রস্তুতি চলত। মাগরিবের নামাজ শেষে দারসের কর্মসূচি ছিল। পালাক্রমে আমরা দারস দিতাম। দারস শেষে রাতের খাবার গ্রহণ এরপর সালাতুল এশা শেষে রাত ১০টার মধ্যে ঘুমিয়ে যাওয়া ছিল আমাদের নিত্যদিনের রুটিন কেননা রাত ২টার আগে আবার জাগতে হবে। সুন্দরই কাটছিল সময়টি। হঠাৎ একদিন খবর আসল আমীরে জামায়াতসহ জামায়াতের

www.nagorikpathagar.org

অধিকাংশ শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শুনে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল, কে কাকে থামাবে? টিভি, রেডিও না থাকায় অন্যের দেয়া খবর বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অন্যদিকে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় হাজতি-কয়েদিরা যার যার সেলে, ওয়ার্ডে আটক থাকায় কারো কাছ থেকে কিছু জানা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কী কারণে, কী মামলায় সরকার আমাদের প্রিয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছে জানার জন্য সঙ্গী-সাথীরা পেরেশান হয়ে পড়ে। শুনলাম রাতেই তাদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে আসা হবে। সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ সমপদমর্যাদায় যারা গ্রেফতার হন তাদেরকে রাখা হয় ভি.আই.পি সেলে। আমাদের ২৭ সেলের পাশেই ২৬ সেল। ২৬ সেলটি ভি.আই.পি সেল নামে পরিচিত। কারাগারে যাওয়ার পর জানতে পারি জরুরি অবস্থার সময় আমীরে জামায়াত, সেক্রেটারি জেনারেল, ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মু. তাহের ভাইকে এই সেলেই রাখা হয়েছিল। প্রতিদিন হাঁটাহাঁটির সময় এ সেলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম। তখন ২৬ সেলে ছিলেন সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী আঃ সালাম পিন্টু, নাছিরউদ্দিন পিন্টু ও একজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। কিছুদিন পর গ্রেফতার হয়ে সেখানে আসেন বিএনপি নেতা শমসের মবিন চৌধুরী। ভি.আই.পিরা সারাদিন রুম থেকে বের হতে পারতেন না। সন্ধ্যার পরে তারা বের হতেন। হঠাৎ একদিন আঃ সালাম পিন্টু সাহেবের সাথে বিকালে দেখা। তিনি আমাদের সেলের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে ছিলেন। আমরা কয়েকজন সাক্ষাৎ করতে গেলাম। আমি আমার ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক এবং পারিবারিক পরিচয় তাঁর সামনে পেশ করলে তিনি আমাদেরকে আলিঙ্গন করে বললেন, "ধৈর্য ধর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।" তিনি তার মন্ত্রী থাকা অবস্থার স্মৃতিচারণ করে বললেন, নিজামী সাহেব খুব ভাল মানুষ, তাঁর সাথে আমি কাজ করেছি। আমরা তার সাথে কুশলাদি বিনিময় করলাম। তিনি সমস্যা হলে তাকে জানাতে বললেন। এরপর থেকে তিনি প্রায়ই আমাদের খোঁজ-খবর নিতে আসতেন, বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইতেন। এরই মাঝে আমীরে জামায়াত গ্রেফতার হয়ে ২৭ সেলে আসবেন। পিন্টু সাহেব, মবিন সাহেব থাকায় কিছু সহযোগিতা হবে ভেবে আশ্বস্ত হলাম। আমীরে জামায়াতকে কখন নিয়ে আসা হবে, কিভাবে যোগাযোগ করব এ নিয়ে পেরেশানি বেড়ে গেল। সারারাত ইবাদাত বন্দেগি করে আল্লাহর কাছে নেতৃবৃন্দের জন্য, ইসলামী আন্দোলনের জন্য বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে কাটিয়ে দিলাম একটা বিনিদ্র রজনী। সকালে গেট খুলে দেয়ার সাথে সাথে ছুটে গেলাম ২৬ সেলের সামনে, খবর নিলাম নতুন কেউ এসেছে কিনা। জানতে পারলাম রাতে কেউ আসেনি, জামায়াত নেতৃবৃন্দকে বিকেলে নিয়ে আসা হবে। সারাদিন কারা প্রশাসনকে বিভিন্ন প্রস্তুতি নিতে দেখলাম। লেপ, তোশক, খাট, ব্যবহার্য জিনিসপত্র আনতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরপর জেলার, সুবেদার, ডেপুটি জেলারদেরকে ২৬ সেলে এসে কাজের তদারকি করতে দেখলাম। জামায়াত নেতৃবৃন্দ গ্রেফতারের পর কারাগারে ব্যাপক

www.nagorikpathagar.org

আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়, সৃষ্টি হয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কারাগারের কয়েদি হাজতিরা ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের গ্রেফতারে খুশি হয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কষ্ট পাওয়া মানুষের সংখ্যাই বেশি। কষ্ট পাওয়া মানুষের বক্তব্য ছিল এ রকম "সরকার দেশ ও ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধা মনে করে বলে দেশপ্রেমিক জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছে। যারা একদিকে দ্বীনদারি পরহেজগারিতে অধিকতর অগ্রসর, অপরদিকে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা চালানোর জন্য সঠিক দুনিয়াদার থেকে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন আল্লাহভীরু, বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান মানুষ"। দুই দিন যাবৎ অপেক্ষার পালা শেষ হল। রাত ৮ টার দিকে আমীরে জামায়াতসহ নেতৃবৃন্দকে ২৬ সেলে নিয়ে আসা হল। লকাব তালাবদ্ধ অবস্থায় জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কোন উপায় ছিল না আমাদের। নেতৃবৃন্দকে একনজর দেখবার জন্য জানালার পাশে পালাক্রমে বিভিন্ন ভাইদেরকে দাঁড় করে রেখেছিলাম। কিন্তু যখন সালাতুল এশার জামাত আদায়ে আমরা ব্যস্ত এমতাবস্থায় নেতৃবৃন্দকে আমাদের সেলের পেছনে ৯০ সেলের পাশ দিয়ে ২৬ সেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নামাজ শেষে মিয়া সাবের কাছে খবরটা জানতে পেরে কষ্টই পেলাম। নেতৃবৃন্দ কারাগারে আসায় সারাটা রাত ঘুমাতে পারিনি। নামাজ পড়ে, তেলাওয়াতে সময়টা কাটিয়ে দিলাম। রাত যেন কাটে না। সকালের অপেক্ষায় থাকলাম। সকাল হয়েছে কিন্তু পূর্বের মত আমাদের লকাবের দরজা খোলা হচ্ছে না। ভোরে গোসল করার জন্য আমাদেরকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া নিয়মিত রুটিন ওয়ার্ক ছিল। সেদিন সেটাও বন্ধ। আমাদের বুঝার বাকি রইল না নেতৃবৃন্দকে পাশের সেলে রাখাতে সতর্কতামূলক আবার আগের মত শাস্তি শুরু হয়েছে। কারাগারে অনেকদিন থাকায় কারাবিধি সম্পর্কে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। অনেক কষ্টের পর মাত্র ৫/৬ দিন পাওয়া আমাদের ন্যায্য অধিকার যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ২৪ ঘন্টা সেলে তালাবদ্ধ থাকার দিন যেন শুরু হচ্ছে। করণীয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম। আমাদের গ্রুপে থাকা মুরব্বী এ যুগের আল্লাহর দ্বীনের বীর মুজাহিদ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীর এক ঐতিহাসিক উক্তি আমাদের শোনালেন- "সত্য পথের প্রকৃত দাবি হচ্ছে আমাদের মধ্যে যেন বিরোধিতাকে স্বাগত জানানোর অনুরাগ সৃষ্টি হয়। সত্য পথেই হোক আর ভ্রান্ত পথেই হোক, আল্লাহ তায়ালার নীতি হচ্ছে; যে ব্যক্তি যে পথই অবলম্বন করে সে পথেই তার অগ্নিপরীক্ষা হয়। হক পথের তো বৈশিষ্ট্যই হল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ পথ অগ্নিপরীক্ষায় পরিপূর্ণ।" মরহুম সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (র) এর ঐতিহাসিক এ উক্তিটি আমাদের মনে হতাশার মাঝে আশার আলো জাগিয়ে তোলে। সবাই মিলে নতুন যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেই। ভোরে গোসল বন্ধ, গেটের তালা খোলা হচ্ছে না। আমাদের সেলের সেবায় নিয়োজিত ফালতুকে জিজ্ঞেস করলাম আমাদের ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুন কোন

www.nagorikpathagar.org

সিদ্ধান্ত আছে কিনা। তিনি কষ্টের সাথেই জানালেন, "নিজামী, সাঈদী ও মুজাহিদ সাহেব কারাগারে আসায় শিবির-জামায়াতের লোকদেরকে আজ থেকে আবার শাস্তি ভোগ করতে হবে।" সাথে সাথে আবার বললেন- "কারাগারের আইন আড়াই দিন থাকে, চিন্তা করবেন না আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।" পরিস্থিতি যাই হোক মানিয়ে নেয়ার যোগ্যতা ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অতএব নতুন রুটিন করে আবার আমাদেরকে চলতে হবে। নেতৃবৃন্দ কেমন আছেন, খাবারসহ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে কিনা জানার জন্য ঐ সেলের দায়িত্বে থাকা একজন ভাইকে ডেকে নিয়ে আসলাম। তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম। আল্লাহর দ্বীনের কর্মীদেরকে সহযোগিতা করলে আল্লাহ তার প্রতি খুশি হবেন। জামায়াত নেতৃবৃন্দ খুব ভাল মানুষ, সাবেক মন্ত্রী ও এম.পি। তাদের সেবা করলে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভ হবে। এমন অনেক কথা বলে ২৬ সেলের দায়িত্বে থাকা ফালতুকে ম্যানেজ করলাম। তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করলেন এবং বললেন "নেতৃবৃন্দের সেবায় কোন গ্যাপ হবে না, আপনাদের সাথে তাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেব।" ঐ ভাইটিকে কিছু আম, টমেটো, কলা দিয়ে আমীরে জামায়াতসহ নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছানোর অনুরোধ করি। ঐ ভাইটি এগুলো নিয়ে চলে গেলেন। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমাদের প্রাণপ্রিয় আমীরে জামায়াতের সেবা করার সুযোগ পাব এবং আল্লাহ একজনকে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করেছেন এ ভেবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। আমাদের অনুরোধ রাখলেন ঐ ভাইটি। তিনি জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলের সালাম জানিয়ে বিকালে এসে বললেন আমাদের কয়জন ভাই কারাগারে আছে সহসা জানাতে বলেছেন মুজাহিদ সাহেব। সাথে এক প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে এসে বললেন- "নিজামী সাহেব আপনাদের জন্য পাঠিয়েছেন"। আমীরে জামায়াত ছাত্রশিবিরের কর্মীদেরকে সন্তানের মত ভালবাসেন বিধায় কারাগারে এসেও আমাদের খবর নিতে ভুলেন নাই। আমীরে জামায়াতের পাঠানো বিস্কুট পেয়ে সবার চোখে পানি চলে আসল। আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে দো'আ করলাম, "ইয়া রাব্বুল আলামিন, আমীরে জামায়াতসহ নেতৃবৃন্দের সব বিষয় তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছি, তুমিই তাদের সবচেয়ে বড় হেফাজতকারী। আমরা কেবল তোমার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা চাই। যতক্ষণ প্রাণ আছে তোমার সন্তুষ্টির পথে আমাদেরকে অবিচল রাখ। তুমি আমাদের ধৈর্য ও সাহস দাও। যেন তোমার পথে চলতে গিয়ে যে কোন বিপদের মোকাবেলা করতে পারি।" নতুন করে আমাদেরকে ২৪ ঘন্টা সেলে আটকিয়ে রাখা শুরু হল। শুরু হল পানির সংকট। আমীরে জামায়াত গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর মুক্তির আন্দোলন করতে গিয়ে প্রতিদিন কারাগারে আমাদের ভাইয়েরা গ্রেফতার হয়ে আসতে শুরু করল। নতুন ভাইদের দেখাশুনা করার জন্য কারাগারে থাকা পুরাতন ভাইদের মাঝে দায়িত্ব ভাগ করে দিলাম। আমরা যেহেতু ২৪ ঘণ্টা আবদ্ধ, এমতাবস্থায় কারাগারের

www.nagorikpathagar.org

বিপদের প্রথম সাথী তৌহিদ ভাই, আমদানি সেলের ফালতু টাইগার, ২৭ সেলের ফালতু শাহীনসহ বিভিন্ন ভাইদের এ ক্ষেত্রে বেশি কাজে লাগালাম। কাউকে অনুরোধ করে, কাউকে সিগারেট দিয়ে ম্যানেজ করে নতুন ভাইদের কাছে সকালের নাস্তা, দুপুরের আলু ভর্তা (যা আমরা সুন্দরভাবে নিজেরাই বানাতাম), ক্যান্টিন থেকে ক্রয় করা সবজি, তরকারি ইত্যাদি পাঠানোর ব্যবস্থা করি। আমাদের জিনিসপত্র পৌছাতে গিয়ে মিয়া সাবদের রোষানলে পড়তে হয় কয়েকজনকে, জরিমানা গুনতে হয় দু'জনকে। অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কিছু ভাই নতুন ভাইদেরকে আমাদের সেলে নিয়ে আসা অথবা অন্য ভাইদের সাথে থাকার ব্যবস্থা করে আমদানির যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে তাদেরকে মুক্তির কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন। আমি ঐ সকল ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞ। অনেককে বলতে শুনেছি "অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্ম করে ৫-১০ বছরের সাজা হয়েছে এবার কুরআনের সৈনিকদের সেবা করে আরো দুই বছর সাজা হলেও এ ভাল কাজ থেকে পিছপা হব না।" জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিয়ে আসার পর আমাদের কপালে আবারো দুরাবস্থা নেমে আসে। প্রথম ২ দিন পূর্বের ন্যায় ২৪ ঘন্টা আটকে রাখলেও সবাই ভেবেছিল এটা হয়তবা সাময়িক। কিন্তু আমাদের জন্য এটা স্থায়ী সিদ্ধান্ত, জানালেন জমাদার। হঠাৎ একদিন সকালে একজন সুবেদার ও কয়েকজন মিয়াসাব এসে আমাদেরকে বললেন, "সব কিছু নিয়ে দ্রুত তৈরি হোন আপনাদেরকে অন্য ওয়ার্ডে যেতে হবে।" সাথে বললেন আপনাদের নতুন স্থান হল ৩ খাতা (মেঘনা-১)এ। যেটাকে ডিডি ওয়ার্ড বলা হয়। যেখানে বর্তমানে আমাদের গ্রেফতারকৃত অন্যান্য অধিকাংশ ভাইয়েরা থাকেন। ড্রাগে আক্রান্তদেরকে এক সময় এখানে রাখা হত। ২০১০ সালে চিরুনি অভিযানের সময় থেকে সারা দেশে বর্তমান সরকার ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত শত শত নেতাকর্মীকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করে। কারাগারে সহস্রাধিক মানুষের বসবাস থাকলেও সেখানে ছিল না জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের কেউ। চিরুনি অভিযানের সময় গ্রেফতার হয় ঢাবির কিছু ভাই ও উত্তরা থানার কিছু ভাই। উত্তরা থানার ভাইদের দিয়েই ডিডি ওয়ার্ডের যাত্রা। আমাদেরকে যখন ডিডি ওয়ার্ডে নেয়া হয় সেখানে থাকা ভাইয়েরা অনেক খুশি হয়। কিন্তু আমীরে জামায়াতসহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে নিয়মিত দেখার এবং সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি ভেবে মনে অনেক কষ্ট পেলাম। ডিডি ওয়ার্ডে আমি যাওয়ার পূর্বে দায়িত্বশীল পর্যায়ের কেউ ছিল না। যেখানে আগে থেকেই শতাধিক ভাই থাকতেন। আমাদেকে যেদিন নেয়া হয় তার পূর্বের দিন উত্তরা থানার ৩১ জন ভাই জামিনে মুক্তি পায়। আমরা ২১ জন নতুন করে যোগ হওয়ার পর সংখ্যা দাঁড়ায় ১১০ জনে। ৬০ জনের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ওয়ার্ডে শতাধিক ভাইকে থাকতে দেয়া হলেও দ্বীনি পরিবেশ, আমল করার সুযোগ, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবে আগন্তুক এবং পূর্বের সব ভাই-ই খুশি। আরো

www.nagorikpathagar.org

শুকরিয়ার বিষয় প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন কয়েদির নিয়ন্ত্রণে সব কিছু চললেও এ ওয়ার্ডটি ছিল ব্যতিক্রম। নিজের মনের মত করে সব কিছু করার সুযোগ এখানে ছিল। প্রতিদিন গুনতি ব্যতীত প্রশাসনের কেউ এখানে আসত না। আমরা নিজেরাই নিজেদের সব বিষয় সমাধান করতাম। রাত দু'টা থেকে শুরু হত আমাদের নিজেদের মনের মত করে করা কর্মসূচি পালনের ব্যস্ততা। আমাদের এ কর্মসূচিকে অনেকে মজা করে বলত "লিডারশিপ ট্রেনিং ক্যাম্প", "শিক্ষা শিবির", "মাসব্যাপী দাওয়াত ও আত্মগঠনের কর্মসূচি"। গ্রেফতার হয়ে আসা ভাইদের মধ্যে প্রথম কয়েকদিন কষ্ট হলেও পরবর্তীতে তারা আমাদের কর্মসূচির কারণে শুধু খুশিই হত না, বলত "ভাইয়া, বছরে একবার ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কারাগারে আসা উচিত"। কারাগারে পরীক্ষা দেয়ার মজাই আলাদা। সরকারের রোশানলে পড়ে গ্রেফতার হওয়া এসএসসি-দাখিল, আলিম-এইচএসসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষার্থীদেরকে কারাগারে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। বিষয়টি কষ্টের হলেও পরীক্ষার্থীদের মাঝে অনেকে যখন জিপিএ-৫ পেয়েছে, অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে তখন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। কান্নার রোল পড়েছিল ভাল ফলাফল করা ছাত্রদের পরিবারে। তখন তাদের সান্ত্বনা দেয়ার কেউ ছিল না। আমাদের এই সকল মেধাবী ভাইদের ফলাফল আসার সাথে সাথে বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করে আমাদের পিসি থেকে জিলাপি কিনে তা সবার মাঝে বিতরণ করেছিলাম। ২৭ সেলের চেয়ে মেঘনা-১ ছিল আমাদের জন্য একটি ব্যতিক্রম ওয়ার্ড। অধ্যয়ন, আমল, ব্যক্তিগত কন্টাক্ট, English Spoken Class, কোরআন-হাদিস মুখস্থকরণ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এমনকি মিছিল ব্যতীত কেন্দ্রীয় জামায়াত ও ছাত্রশিবির ঘোষিত সকল কর্মসূচি আমরা পালন করতাম। যুগান্তর ও জনকণ্ঠ পত্রিকা থেকে কর্মসূচি জানার পর সকলের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচি জানিয়ে দেয়া হত। দোয়া-মাহফিল, নফল রোজা পালন ও ঘরোয়া প্রতিবাদ সমাবেশ ছিল ঐ সময়ের নিত্যদিনের কর্মসূচি : রাত দু'টায় সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়া হত। আড়াইটা পর্যন্ত পবিত্রতা অর্জন, আড়াইটা থেকে ৩.৩০ পর্যন্ত নফল ইবাদত, ০৩.৩১-৪.১৫ পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াত, ০৪.১৫ টায় লোহার সিক দিয়ে ফজরের আজানের আওয়াজ কানে ভেসে আসার সাথে সাথে জামাতের সাথে আদায় করা, ফজরের জামাত শেষে অনেকে বিশ-ত্রিশ মিনিট বিশ্রাম নিত, কেউবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকত। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের লোহার সিকের দরজা খুলে দেয়া হত। সাড়ে ৫টা থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত আমাদের গোসল করার সময়। এর মধ্যেই গোসল শেষ করতে হবে। আমাদের গোসলের পরে সাধারণ হাজতি-কয়েদিদের সুযোগ দেয়া হত। একটি চৌবাচ্চা ছিল আমার জন্য নির্দিষ্ট। দেড় শতাধিক ভাইয়ের গোসল, কাপড় ধৌত করা কোনভাবেই সম্পন্ন হত না। প্রতিদিন একজন জমাদারকে দায়িত্ব দেয়া হত আমাদের গোসল তদারকি করার জন্য।

www.nagorikpathagar.org

জমাদারকে ম্যানেজ করে অন্য চৌবাচ্চা থেকে কিছু পানি ব্যবহারের সুযোগ নিতাম। আমাদের ভাল ব্যবহারই ছিল তাকে ম্যানেজের মূল মাধ্যম। গোসল শেষে সকাল সাড়ে আট'টা পর্যন্ত ছিল পূর্ণ বিরতি। ০৮.৩০-০৯.৩০ সকালের নাস্তা গ্রহণ শেষে ০৯.৩০ টায় দারসে কোরআন অথবা হাদিসের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হত। সংগঠনের রোকন, সদস্য ও বাছাইকৃত সাথী ভাইয়েরা দারস দিতেন। দারস শেষে ৩০ মিনিট কোরআনের বিশেষ আয়াতগুলো অর্থসহ তেলাওয়াত করা হত। তেলাওয়াত পরবর্তী ৪৫ মিনিট ব্যক্তিগত কন্টাক্ট, ৪৫ মিনিট কোরআনের আয়াত মুখস্থকরণ চলত। ০১.৩০ টায় সালাতুল জোহর জামাতে আদায় করে দুপুরের খাবার গ্রহণ শেষে ০৩.৩০ পর্যন্ত বিশ্রাম। প্রতিদিন ০২.০০ টার সময় আত্মীয়-স্বজনরা সাক্ষাৎ করতে আসত। একজন ভাইকে সপ্তাহে একবার সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হতো। সালাতুল জোহর চলাকালীন সাক্ষাতের স্লিপ আসার সাথে সাথে প্রতিদিনই ১০-১৫ জন ভাই কারাগেটে অপেক্ষমাণ আত্মীয়-স্বজন, সংগঠনের দ্বীনি ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত। দেশের, সংগঠনের, মামলার সর্বশেষ অবস্থা তাদের কাছ থেকে আমরা জেনে নিতাম। সাক্ষাৎ করতে আসা ভাইয়েরা নগদ টাকা আমাদের হাতে দিতে না পারলেও পিসিতে (ব্যক্তিগত ক্যাশ) জমা দিতে পারত। টাকার পাশাপাশি ফলফলাদি এবং খাবার পাঠাতো তারা। আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সকলের কাছে আসা খাবার একত্রিত করে সবার মাঝে বিলিয়ে দেব। সাহাবীদের ত্যাগ-কুরবানি একে অপরের জন্য সহযোগিতার বাস্তব চিত্র তখন ফুটে উঠত যখন আমরা সকলের খাবার একত্রিত করে ষোলটি ভাগে বিভক্ত করে বিলি করতাম। ডিডি ওয়ার্ডে অবস্থানকারী ১৬০ জন ভাইকে আমরা ষোলটি গ্রুপে বিভক্ত করেছিলাম। প্রতি গ্রুপে ১ জন রোকন অথবা সদস্যকে টিম লিডার মনোনীত করে দেয়া হয়েছিল। টিম লিডারদের নিয়ে ২ দির পরপর আমরা বৈঠকে বসতাম। গ্রুপের সমস্যা, অর্থনৈতিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত ভাইদের সহযোগিতার পরিকল্পনা এই বৈঠকে নেয়া হত। আমাদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ছিল সরকার আমাদেরকে খাবার না দিলেও আমরা আমাদের পিসি থেকে টাকা দিয়ে খাবার কিনে সমস্যাগ্রস্ত ভাইদেরকে চালাব। মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া মদিনার আনসারদের মতো অনেক দায়িত্ববান কর্মীদেরকে আমরা পেয়েছিলাম যারা প্রতিবেলা বেশি পরিমাণ খাবার ক্রয় করে আমাদের কাছে জমা দিত আমরা গ্রুপ লিডারদের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ভাইদের কাছে পৌঁছে দিতাম। কারাগারের বাহির থেকে রান্না করা খাবার পাঠানোর কোন নিয়ম নেই। ব্যতিক্রম শুধু শবে-বরাত, দুই ঈদ, বিজয় দিবস। আমরা যখন কারাগারে তখন শবে-বরাত। শবে বরাতের সময় কারাগারের চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যায়। শবে বরাতের ৪-৫ দিন পূর্ব থেকেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মহাসমারোহে শবে বরাত পালনের প্রস্তুতি চোখে পড়ার মত। ধোয়া-মোছা, ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে আলোচনা, ভাল খাবারের আয়োজন, বিশেষ মোনাজাত

www.nagorikpathagar.org

ছিল কারাগারের অন্যতম কর্মসূচি। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সেদিন দেয়া হয়েছিল খাসির গোশত। প্রত্যেক কয়েদি-হাজতিদের আত্মীয়-স্বজন ব্যাপক খাবার পাঠায়। বাহির থেকে খাবার পাঠানোর সুযোগ আছে তা আমরা জানতাম না। আমাদের ওয়ার্ডের ৬-৭ জন ভাইয়ের আত্মীয়-স্বজনরাই খাবার পাঠিয়েছিল। আমরা সবগুলো খাবার একত্রিত করে সবার মাঝে বিলিয়ে দেই। প্রশাসনের দেয়া খাবার খেয়ে সেদিন মাগরিবের পর থেকেই অসুস্থ হতে থাকে আমাদের ভাইয়েরা। এক-এক করে প্রায় অর্ধশতাধিক ভাই মারাত্মকভাবে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ১৬০ জনের ব্যবহারের জন্য থাকা একটি টয়লেটে সেটি সামাল দেয়া সেদিন সম্ভব ছিল না। সেদিন ওজুখানাটিতে পর্দা দিয়ে ভাসমান টয়লেট বানানো হয়েছিল। সেদিনকার দৃশ্য অনেক ভাইকে কাঁদিয়েছিল। একদিকে অসুস্থ ভাইদের পেটের ব্যথায় চিৎকার অন্যদিকে ভাইদের সেবা নিয়ে সকল ভাইদের পেরেশানি, কান্নাজড়িত কণ্ঠে বিশেষ মোনাজাত আজো আমাকে শিহরিত করে। প্রশাসনের কাছে লোহার সিকের ফাঁক দিয়ে অনুনয়-বিনয় করেও যখন ঔষধ পাচ্ছিলাম না তখন উপস্থিত আমরা যারা দায়িত্বে ছিলাম তাদের অসহায়ত্বে কারাগারের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। রাত সাড়ে দশটা-এগারটার দিকে রাতে পাহারার দায়িত্বে থাকা সুবেদারকে "আমাদের ভাইদের কিছু হলে এ দায়ভার আপনাদেরকে বহন করতে হবে" এই হুমকি দেয়ার পর তার টনক নড়ে। কিছুক্ষণ পরে তিনি কিছু ঔষধ নিয়ে আসেন। ডিডি ওয়ার্ডের পাশেই হাসপাতাল। হাজতি-কয়েদিদের চিকিৎসাসেবা দেয়াই তাদের মূল দায়িত্ব। কারাগারের হাসপাতাল অসুস্থ রোগীদের জন্য নয়। ১০,০০০/- টাকা দিলেই সেখানে থাকা, ভাল খাবার, সুচিকিৎসার সুযোগ মিলে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যক্ষ্মা, মানসিক রোগীদের জন্য রয়েছে ১৪ সেল। যাকে মেন্টাল সেল বলা হয়। ১৪টি কক্ষবিশিষ্ট এই সেলের নিচতলায় মানসিক রোগী ও দ্বিতীয় তলায় যক্ষ্মা রোগীদের রাখা হয়। প্রতি রুমে পাঁচজন করে থাকার সুযোগ পায়। ০৩.৩১ থেকে ০৪.০০টা পর্যন্ত পবিত্রতা অর্জন, নামাজের প্রস্তুতি চলত। অতঃপর সালাতুল আসর আদায় করে দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হত English Spoken Class এর মাধ্যমে। মাগরিবের আগে সম্মিলিতভাবে "সূরা ইয়াছিন" তেলাওয়াত হত। বিকেল বেলায় আমরা ৪/৪ করে বসে থাকতাম। তখন গুনতির কাজ সম্পন্ন করত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। গুনতি না মিললে কারো রেহাই নেই। বারবার চলত গুনতির মহড়া। আমি কারাগারে থাকাকালীন এরকম গুণতি বিড়ম্বনায় পড়েছিলাম ৩ বার। একদিন বিকেল থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত ৪/৪ করে বসে থাকতেই হলো আমাদের। পরদিন জানতে পারলাম একজন আসামিকে খুঁজে না পাওয়ায় এ সমস্যা হয়েছে। কিন্তু জানতে পারিনি তাকে পরবর্তীতে পাওয়া গিয়েছে কিনা। ডিডি ওয়ার্ডে মাগরিবের নামাজ শেষে ব্যক্তিগত অধ্যয়ন চলত এশা পর্যন্ত। এশার নামাজ আদায় করে খাবার গ্রহণ শেষে রাত ১০ টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত ছিল আমাদের। আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

শুকরিয়া এর ব্যতিক্রম হয়নি কখনো। আমাদের এ কঠিন কর্মসূচি দেখে পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের হাজতি-কয়েদি এবং পাহারায় নিয়োজিত মিয়াসাব ও জমাদারেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করত, "আপনারা এই কঠোর কর্মসূচি কিভাবে পালন করেন?" আমরা হেসে বলতাম, সংগঠন আমাদেরকে এভাবেই গড়ে তুলেছে। নেতৃবৃন্দ গ্রেফতারের পর তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। অনেক কষ্টে সফল হই। সাধারণ কয়েদি হাজতিদের মতই রাখা হত দেশের শীর্ষস্থানীয় ২ নেতাকে। অতিরিক্ত তাদের দেখাশোনা করার জন্য একজন ফালতু দেয়া হয়। মাঝে-মধ্যে ভাল খাবার দেয়া হত। সকল বন্দীর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে ডিআইজি প্রিজন শামসুল হায়দার সিদ্দীকি পিসি (ব্যক্তিগত ক্যাশ) এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এক সময় খাবার নিয়ে চরম অরাজকতা চলত। বাধ্য হয়ে প্রশাসনের দেয়া ময়লাযুক্ত রুটি, হলুদে ভরা খিচুড়ি আর মাঝে-মধ্যে এক-দু' টুকরা মাছ ও গোশত পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। কিন্তু পিসির কার্যক্রম চালুতে সে সমস্যার সমাধান হয়। যখন বাহির থেকে পিসিতে পাঠানো টাকা দিয়ে পছন্দের খাবার ক্রয় করে খাওয়া যায়। দুঃখ জনক হলেও সত্য হঠাৎ একদিন খবর আসল কামারুজ্জামান ও মোল্লা ভাইদের পিসি থেকে খাবার ক্রয় করা নিষিদ্ধ করে তাদেরকে সরকারের দেয়া খাবার খেতে বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের ওয়ার্ডে খবরটি আসার পর সাথে সাথে একসাথে থাকা জামায়াতের ৩৪ জন, শিবিরের ১৮ সদস্য ৩৭ সাথীসহ দেড়শতাধিক ভাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। নামাজ পড়ে দোয়া করলাম সবাই মিলে। পত্রিকা পড়ে অথবা সাক্ষাৎ করতে আসা ভাইদের কাছে সংবাদ জানার ওপর আমাদের ওয়ার্ডের সামগ্রিক পরিবেশ নির্ভর করত। ভাল খবর এলে সবাই খুশি আর দ্বীনি ভাইদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের খবর এলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়া ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। আমরা নেতৃবৃন্দের সমস্যার খবর জেনে সমস্যা সমাধানে আমাদের করণীয় নিয়ে একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম যে কোন মূল্যে খাবার পাঠাতে হবে। আমাদের ক্রয়কৃত খাবার, সরকারের দেয়া মাছ নিয়ে মাছভর্তা তৈরি, টমেটো ও শসা দিয়ে সালাদ, আলুভর্তা তৈরি করে ঝুঁকি নিয়ে নেতৃবৃন্দের জন্য পাঠালাম। সফলও হলাম। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। প্রায় পাঁচ শতাধিক ভাইকে গ্রেফতার করা হয় সেপ্টেম্বর থেকে জুলাই পর্যন্ত। সবাই ছিল ঢাকা কারাগারে। আল্লাহর শুকরিয়া এ সকল ভাইদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সাথে দায়িত্বশীলের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ।

জেলের ভেতর আরেক জেল

মহান আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদেরকে ভালবাসেন। মুমিনদের কোন সমস্যা কখনো থাকে না। তিনি তার প্রিয় মুমিনদের সমস্যা নিজ হাতে সমাধান করে দেন। কারাগারটি ঠিক তেমনি এক প্রতিচ্ছবি। বর্তমান আওয়ামী লীগের আমলে

www.nagorikpathagar.org

কারাগার কখনো ফাঁকা থাকেনি আল্লাহর গোলামদের পদচারণা থেকে। সাথে সাথে তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নেতৃত্বের ব্যবস্থা করে দেন। আমরা কারাগারে যাওয়ার পরে কারাগারে এলেন আমাদের প্রিয় শহিদী কাফেলার কার্যকরী পরিষদের সদস্য, মিয়া মুজাহিদুল ইসলাম, সাবেক কাপ সদস্য আলমগীর হাছান রাজু, সগির বিন সাইদ ও শাকিল উদ্দিন ভাই। আলমগীর হাছান রাজু ভাই গ্রেফতার হন তার অফিস থেকে। আমীরে জামায়াতকে গ্রেফতারের পরদিন সগির ভাই তাকে দেখার উদ্দেশ্যে ঢাকা কোর্টে গিয়েছিলেন। ছাত্রলীগ নির্মম আঘাত করে তাকেসহ ৫৭ জন ভাইকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশের যেখানে দেশের একজন নাগরিক হিসেবে জানমালের নিরাপত্তা বিধানের কথা সেখানে পুলিশ ছিল দর্শকের ভূমিকায়। প্রতিকারের পরিবর্তে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে দ্রুত বিচার আইনে মামলা দেয়। ৫৭ জন ভাই কারাগারে এসেছে একজন সুবেদারের কাছে খবর পেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ভাইদের সাথে মিলিত হবার সুযোগের জন্য। খবর পেয়ে বসে পড়লাম পূর্বে থেকে অবস্থানকৃত শিবির দায়িত্বশীলদের নিয়ে। সিদ্ধান্ত হলো আমাদের কষ্ট হলেও এসব ভাইদেরকে আমাদের ওয়ার্ডে নিয়ে আসব। এই জন্য আমার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হলো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুবেদার মিয়া সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করলাম। একজনকে দায়িত্ব দেয়া হলো নতুন ভাইদের জন্য সকালের নাস্তা-ভাজি পাঠাতে। এসব কাজে আমাদের ওয়ার্ডের মোঃ হালিম ভাইকে কাজে লাগালাম। নতুন ভাইদের সাথে যোগাযোগ ও আমদানির প্রতিদিন খবর সংগ্রহ করার দায়িত্ব পড়ল দায়িত্বশীলদের ওপর। শুরুতে আনোয়ারের ওপর দায়িত্ব ছিল রাইটারের কিন্তু কারাগারে তার সাথে ব্যক্তিগত কন্টাক্ট করে জানতে পারলাম ভাইটি ডিপ্লোমা পরীক্ষার্থী। তাই ভাইকে দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে হালিম ভাইকে দায়িত্ব অর্পণ করি। ওয়ার্ডের গুনতি মিলানো, ডাল সবজি আনা ও অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। ওয়ার্ডের অবস্থানকৃত হাজতি-কয়েদিদের মধ্যে একজনকে ওয়ার্ডের রাইটারের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হত। আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। সাংগঠনিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভাইদের নাম প্রশাসনের কাছে পাঠালাম। আল্লাহর শুকরিয়া আমাদের দেয়া নামটি প্রশাসন অনুমোদন দিল। সেই অনুযায়ী আনোয়ারের পরে হালিম ভাইয়ের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। কিছুদিন পর মিয়া মুজাহিদ ভাই আসেন কারাগারে। অনেক কষ্ট করে তাকে আমাদের ওয়ার্ডে নিয়ে আসি। কিন্তু ডিবি পুলিশের নির্মম নির্যাতনের কারণে তিনি ছিলেন মারাত্মকভাবে আহত। তাকে এমন নির্যাতন করা হয়েছিল যে, দুই তিনজন ভাই তাকে ধরাধরি করে উঠাতে হতো। কারো সহযোগিতা ছাড়া তার পক্ষে চলা সম্ভব ছিল না। পুলিশের নির্যাতনের মাত্রা এত বেশি ছিল যে তাকে দেখে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তার সেবার জন্য কয়েকজন ভাইকে দায়িত্ব দেয়া হয়। আল্লাহর শুকরিয়া অসুস্থ আল্লাহর দিনের

www.nagorikpathagar.org

এই মুজাহিদকে সেবা করার জন্য প্রতিযোগিতা লেগে থাকে। প্রথমে কোর্টে যাওয়ার সময় ডান্ডাবেড়ি পরানো, তিন দিন পর ৯০ সেলে তাকে স্থানান্তর করাতে আমরা সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম। আমাদের সেবায় ভাইটি যখন সুস্থ হওয়ার পথে তখন তার ওয়ার্ড পরিবর্তন করাটা ছিল অনেকটা কষ্টের ও বেদনার। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় গোলামদেরকে যারা তিন তিনটি বছর ধরে এভাবে নির্যাতন করেছে তাদের কাছে এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করা বাতুলতা। এ সরকারের আমলে জামায়াত-ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার মামলা করেছে প্রায় ৩ হাজার, আসামির সংখ্যা ৬০ হাজারেরও অধিক, গ্রেফতার হয়েছে সহস্রাধিক, শহীদ হয়েছেন ৭ জন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন ৭ জন, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে প্রায় সাড়ে ৭ হাজারের মত দ্বীনি কর্মীদেরকে। সবকিছু মেনে নিয়ে আমাদেরকে দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে ভেবে আল্লাহর কাছে তার জন্য দু'হাত তুলে দোয়া করা ছাড়া আমাদের কিছু করার ছিল না। জেলার, জেল সুপার, সুবেদারসহ সবার সাথে যোগাযোগ করেও তার স্থানান্তর ঠেকানো গেলো না। আমরা জেলারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম অসুস্থ এই ভাইটিকে কেন আমাদের কাছ থেকে দূরে পাঠানো হচ্ছে। তখন তিনি বললেন মিয়া মুজাহিদুল ইসলামের বড় ভাই অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরোয়ার জামায়াতের খুলনা মহানগরী আমীর ও সাবেক এমপি, মিয়া মুজাহিদ শিবিরের ক্রীড়া সম্পাদক এবং তার বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা রয়েছে। তাই তাদের ভাষায় তিনি "বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর"! তাই তাকে আলাদা রাখতে হবে। আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য পথ খুলে দেন। একদিন মাত্র মিয়া মুজাহিদ ভাই কষ্ট করে একা থাকলেও দ্বিতীয় দিন তার রুমে তিনজন ভাইকে পাঠাতে সক্ষম হই এবং ৯০ সেলে আগে থেকেই অবস্থানকৃত ঢাকা মহানগরী পশ্চিমের তারেক ভাই তার সেবার দায়িত্ব নেয়ায় আমাদের মধ্যে তার ব্যাপারে একটু স্বস্তি বোধ আসে। কিন্তু হঠাৎ একদিন নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে সুবেদারের হাতে ৯০ সেলে ধরা পড়লো। কারাগার আইনে কারাগারে অপরাধ করলে সেখানের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়। ওয়ার্ড পরিবর্তন, আমদানি রুমে নির্দিষ্ট দিন অপরাধীটিকে রাখা হয়। জঘন্য অপরাধীকে ২৪ ঘন্টা ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখা ছিল শাস্তির ধরন। মিয়া মুজাহিদ ভাইকে খাবার দিতে গিয়ে হালিম ভাইকে সুবেদার আমদানি রুমে নিয়ে যাচ্ছে শুনে কষ্ট পেলাম। তাকে তিন দিন আটকিয়ে রেখেছিল আমদানি রুমে। ঐ তিন দিন ছিল আমার জন্য কষ্টের ও বেদনার। আমি নিজেকে সেদিন অপরাধী মনে করেছিলাম এই জন্য "আমার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ভাইটি জেলের মধ্যে আর এক জেলে আজ আটক হয়েছে।" তার আটকের ওপর প্রতি নামাজে ভাইটির জন্য দোয়া করতাম। কোরআনও খতম করেছি আমরা। আমদানি রুমটি ছিল অনেক কষ্টের। ৩০ শে মে আমরা গ্রেফতারের পর ইসলামী আন্দোলনের জন্য ছিল রহমতের। আমদানি রুমের মেট, ফালতু, রাইটার সহ সকলেই ছিল

www.nagorikpathagar.org

আমার ভক্ত। যার দরুন শাস্তি দেয়ার জন্য হালিম ভাইকে আনিয়ে রাখলেও তিনি ছিলেন ফুরফুরে মেজাজে। প্রতিদিন ফজরের পর গোসলের জন্য যখন চৌবাচ্চায় যেতাম তখন সেখান থেকে আমদানি রুমের সবকিছু দেখতে পেতাম। ফালতু ও রাইটারদের কাছ থেকে হালিম ভাইয়ের সব খবর নিতাম। তাদের মাধ্যমে তার জন্য খাবার পাঠাতাম। দুপুরে আমদানি রুম থেকে বের হয়ে হালিম ভাই গোসল খানায় আসতেন তখন অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে খোঁজখবর জিজ্ঞেস করতাম। আমরা তার জন্য চিন্তিত হলেও তিনি হাস্যোজ্জ্বল, তার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর যোগ্য উত্তরসূরি আমাদের এই ভাইটি। তিন দিন পর ভাইটির সাজা শেষ হয়ে আমাদের রুমে আসার পর আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। শাকিল ভাইকে হঠাৎ একদিন ধরে নিয়ে আসে পুলিশ। কারাগারে প্রথমে তিনি বিডিআরে উঠেছিলেন। পরে জামায়াত শিবির সন্দেহ করে তাকে আমাদের ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেন। শাকিল ভাইকে বিকনের অফিস থেকে বিকনের এমডি সাখাওয়াত ভাইসহ গ্রেফতার করেন। তাদের অপরাধ তারা নাকি জামায়াত-শিবিরকে অর্থায়ন করেন।

গোলাম মূর্তজা ভাইকে গ্রেফতার ও নির্যাতন

ছাত্রশিবিরের সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মূর্তজা, সাবেক কাপ সদস্য আলমগীর হাসান রাজু, ঢাকা মহানগরী পশ্চিমের পরামর্শ সভার সদস্য আহমেদ সাবিত রিপন ও ইমরানকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। গোলাম মূর্তজা ভাইয়ের গ্রেফতারের সত্যতা সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হচ্ছিল না। একই সময় বিএনপি নেতা চোধুরী আলমকে গুম করার ঘটনা ঘটেছিল। মূর্তজা ভাইয়ের গ্রেফতার এবং তৎপরবর্তীতে তাকে না পাওয়া যাওয়া খবর কারাগারে পৌছার সাথে সাথে ১৩৪ জন বিশিষ্ট ওয়ার্ডটিতে নীরব নিস্তব্ধতা নেমে আসা। মহান আল্লাহর কাছে সহযোগিতা চেয়ে আমরা প্রতি নামাজে বিশেষ দো'আ, তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত কামনায় ২দিনব্যাপী নফল রোজা পালন ও কুরআন খতমের কর্মসূচি গ্রহণ করি। পত্রিকা দেখে অথবা সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কাছ থেকে জেনে কারাগারে মিছিল ব্যতীত সকল ধরনের কর্মসূচি, যা কেন্দ্রীয় জামায়াত ও ছাত্রশিবির ঘোষণা করত আমরা তা পালন করতাম। বিশেষ করে দো'আ, রোজা, কুরআন খতম কর্মসূচি। রাইটারদের মাধ্যমে কারাগারের বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবস্থানরত দ্বীনি ভাইদের কাছে আমাদের ঘোষিত কর্মসূচির স্লিপ পাঠাতাম। মহান আল্লাহর শুকরিয়া কারাগারে অবস্থানরত ভাইয়েরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কর্মসূচি পালন করতেন।

আলমগীর হাসান রাজু ও সাবিত ভাইয়ের কাছে তাদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা শুনে সেদিন খুবই কষ্ট লেগেছিল। বিশেষ করে ডিবি অফিসে গোলাম মূর্তজা

www.nagorikpathagar.org

ভাইকে লটকিয়ে নির্যাতনের দৃশ্য যখন ভাইয়েরা বর্ণনা করছিল তখন উপস্থিত অনেকে হাউমাউ করে কান্নাকাটি করছিল। সেদিন মোনাজাতের সময় সকলের কান্নার কারণে গোটা কারাগারে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্রশিবিরের আন্দোলনের মুখে, অসংখ্য মা-বোনের নফল রোজা, কুরআন খতম, সর্বোপরি মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে গোলাম মূর্তজা ভাইকে রাজশাহী থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে র‌্যাব স্বীকার করে। তাকে রাজশাহী কারাগারে পাঠানো হয়। র‌্যাবের হাতে থাকাকালীন বাবাকে হারিয়েছেন মূর্তজা ভাই। এখন পঙ্গুত্ব বরণ নিয়ে তার জীবন কাটছে। এক জায়গায় তিনি ১০-২০ মিনিটের বেশি বসে থাকতে পারে না। রাজু ও সাবিত ভাইয়ের নির্যাতনের মাত্রা ছিল খুবই খারাপ, বিশেষ করে সাবিত ভাইকে এমন নির্যাতন করা হয়েছে তাকে দু'জনের কাঁধে ভর করে চলতে হত। এত নির্যাতনের শিকার ভাইগুলোকে সেদিন সান্ত্বনা দেবার ভাষা ছিল না আমাদের। আমার উদ্বিগ্ন ও শংকিত হলেও সেদিন নির্যাতনের শিকার ভাইদের বক্তব্য ছিল হযরত খাব্বাব (রাঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ) এর মত। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর ফাঁসির হুকুম হবার পর তাকে ক্ষমা চেয়ে দয়া ভিক্ষা করার মাধ্যমে মুক্তির জন্য বলা হয়েছিল। তখন তিনি সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন "জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ এবং মওতের ফায়সালা আকাশে হয়, জমিনে নয়। এ সময়, এভাবে যদি আল্লাহ মৃত্যু নির্ধারণ করে থাকেন, তাহলে কারো সাধ্য নেই মৃত্যু ঠেকাবার। আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে এমন কোন শক্তি নেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার। আর শাহাদাতের মৃত্যুই শুধু পারে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে। আমি ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করবো যে আমাকে জান্নাত থেকে বাঁচাও?" এভাবে এই যুগের ইসলামী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সাইয়্যেদ আবুল আল মওদূদী সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের জন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। তার নজির উপস্থাপনের লোক আজও তৈরি করছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। ছাত্রশিবিরের কর্মীদের শাহাদাৎবরণ, নির্মম নির্যাতনকে হাসিমুখে বরণ আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মুসলমানদের মধ্যে নবতর চেতনার জন্ম দিয়েছে। কুরআনের মর্যাদা রক্ষা, ইসলাম, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছাত্রশিবিরের কর্মীরা। গোলাম মূর্তজা ভাইকে র‌্যাব জিজ্ঞাসাবাদের সময় ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি, আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারি জেনারেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য নির্মম নির্যাতন, কিছুদিন তাকে গুম করে ফেলার অপচেষ্টা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চালানো হলেও মহান মাবুদের অশেষ মেহেরবানিতে আমাদের প্রিয় ভাইটি সেদিন রক্ষা পেয়েছিল। নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেকটা পঙ্গুত্ব জীবন যাপন করছে এই ভাইটি। কিন্তু আন্দোলন ও নেতৃবৃন্দের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন গোলাম মূর্তজা ভাই, রাজুভাই, সাবিত ও মুজাহিদ ভাই। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেননি।

www.nagorikpathagar.org

আওয়ামী সরকারের ৩ বছরে কারাবরণকারী ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষনেতৃবৃন্দঃ

জামায়াতে ইসলামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	আমীরে জামায়াত
অধ্যাপক গোলাম আযম	সাবেক আমীরে জামায়াত
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী	নায়েবে আমীর
অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহম্মেদ	নায়েবে আমীর
আলী আহসান মুজাহিদ	সেক্রেটারী জেনারেল
মুঃ কামারুজ্জামান	সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল
এটিএম আজহারুল ইসলাম	ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল
আব্দুল কাদের মোল্লা	সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল
অধ্যাপক তাসনিম আলম	কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক
রফি উদ্দিন আহমেদ	কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য
এটিএম মাসুম	কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য
ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মু. তাহের	কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য
অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ	কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য
রফিকুল ইসলাম খান	ঢাকা মহানগরী আমীর
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার	খুলনা মহানগরী আমীর
এইচ.এম হামিদুর রহমান আজাদ (এম.পি)	নায়েবে আমীর ঢাকা মহানগরী
মোঃ আতাউর রহমান	রাজশাহী মহানগর আমীর
মোঃ আমিনুল ইসলাম	কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য
শাহজাহান চৌধুরী	চট্টগ্রাম মহানগর নায়েবে আমীর
মাওলানা আঃ শহীদ নাসিম	কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য
এডভোকেট আঃ লতিফ	সিরাজগঞ্জ জেলা আমীর
মাষ্টার শফিকুল আলম	নায়েবে আমীর, খুলনা মহানগরী
অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন	বগুড়া জেলা আমীর
ফখরুদ্দিন খাঁন রাজি	পটুয়াখালী জেলা আমীর
ডা. শাহাদাত হোসেন	শেরপুর জেলা আমীর

ইসলামী ছাত্রশিবির

মোঃ দেলাওয়ার হোসেন	কেন্দ্রীয় সভাপতি
ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ	সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি
ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম	কেন্দ্রীয় সভাপতি (২০০৯-১০)

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	সেক্রেটারি জেনারেল
মু. আতাউর রহমান সরকার	কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক (২০১১)
নিজামুল হক নাঈম	কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক
শামসুল আলম গোলাপ	কেন্দ্রীয় ছাত্র আন্দোলন সম্পাদক
আতিকুর রহমান	কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক
দেলোয়ার হোসেন	কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক
আল মুত্তাকী বিল্লাহ	কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক (২০১০-১১)
মিয়া মুজাহিদুল ইসলাম	কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সম্পাদক (২০১০)
গোলাম মুর্তজা	কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক (২০১০)
ইয়াসিন আরাফাত	কেন্দ্রীয় এইচআরডি সম্পাদক
জাকির হোসেন সেলিম	কেন্দ্রীয় তথ্য সম্পাদক
মিজানুর রহমান	কেন্দ্রীয় স্কুল কার্যক্রম সম্পাদক
আলমগীর হোসেন	কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক
সাইফুল ইসলাম	বরিশাল মহানগরী সভাপতি (২০১০)
কাজী সাইফুল ইসলাম	বরিশাল মহানগরী সভাপতি (২০১১)

জামায়াতের চেয়ে ছাত্রশিবিরের কদর

কারোই জামিন হচ্ছিল না। প্রতিদিনই কেউ না কেউ কারাগারে আসছে। জামিনের আশা ছেড়ে দিয়ে কারাগারে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়া, অধ্যয়ন এবং আমলের প্রতি আমরা বিশেষ নজর দেয়ার জন্য সকল ভাইয়ের প্রতি অনুরোধ জানাই। ইতোমধ্যেই কারাগারে জামায়াত শিবির একটি পরিচিত নাম। জামায়াতের চেয়ে শিবিরকেই চিনত সবাই বেশি। এই ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা হলো, মহানগরের অফিসে মতিঝিল থানার রোকন বৈঠক থেকে পুলিশ ২৪ জনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। প্রথম দিন আমদানির রুমে জামায়াতের পরিচয় দিলে আমদানির লোকজন ভাইদের কোন পাত্তাই দেননি। এমনকি পরদিন রাইটাররা কারও কারও কারা পরিচয়পত্রে জামায়াতের নাম কেটে শিবিরের নাম লিখে দিয়েছিলেন। সাথে সাথে বললেন শিবির বললে গতকাল থেকে ভাল সেবা পেতেন। মতিঝিলের মুরব্বিদেরকে আমাদের ওয়ার্ডে পাঠানো হলে তারা এসে আমাদেরকে এই খবর জানালে আমরা হাসিতে ফেটে পড়লাম। আর মজা করে বললাম জামায়াত ছেড়ে শিবিরে যোগ দিন। তাহলেই কারাগারের সকল সুযোগ সুবিধা পাবেন।

www.nagorikpathagar.org

কারাগারে ইসলামী শিক্ষা দিবস পালন

১৫ আগস্ট ইসলামী শিক্ষা দিবসে আমরা আমাদের ওয়ার্ডে ঘটা করেই পালন করেছি। কোরআন খতম, দুআ, মুনাজাত ও বিকালে আলোচনা সভা ছিল আমাদের কর্মসূচির অন্যতম দিন। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেয়া বিশেষ খাবার জিলাপি পেয়ে আমরা দোআ অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে বিতরণ করি। কেন্দ্রীয় ও মহানগরী মজলিসে শূরা সদস্য হিসেবে আব্দুল মান্নান ভাইকে প্রধান অতিথি, শিবিরের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে সভাপতি করা হয়। আলমগীর হাসান রাজু ভাই ও ছগির ভাই ছিলেন পরিচালক। প্রাক্তনদের পক্ষ থেকে আব্দুল মান্নান ভাই ও শিবির নেতা রফিকুল ইসলাম ভাই আলোচনা করেন।

জামিনের আদেশ ও পরবর্তী দায়িত্বশীল নির্বাচন

ভাল কাটছিল সময়। একদিন কিছু ভাই জামিন পেল। আমাদেরও জামিনের খবর এলো। হাইকোর্ট থেকে জামিনের আদেশ কারাগারে পৌছতে ১৫ দিন লাগবে শুনে আশ্চর্য হলাম এজন্য যে, ৫ মিনিটের রাস্তা ১৫ দিন লাগবে কেন ভেবে। ১৪ বছর পূর্বে পাঠানো চিঠি প্রাপকের কাছে পৌছাতে ১৪ বছর লাগার খবরে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম আর বলেছিলাম হায়রে ডাকঘর! ১৫ দিন লাগবে শুনে সময় কাটছে না কারোই। প্রতিদিনই জামিননামা এসেছে কিনা খবর নেওয়ার কাজে সবাই ব্যস্ত। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় মজলিসের শূরা সদস্য আব্দুল মান্নান ভাই, ইবি সাবেক সভাপতি আব্দুল মান্নান ভাই, পূর্ব থেকে থাকা রাজু ভাই, ছগির ভাই, সাকিল ভাই, আমিসহ প্রাক্তন ও বর্তমান পরিষদের বিশাল বহর কারাগারে। শুরু থেকে আমি ও ছগির ভাইকে সকল ভাইয়ের জিম্মাদারির দায়িত্ব পালন করতে হতো। শিবিরের নেতৃত্বে চলছিল কারাগার। আব্দুল মান্নান ভাইরা আসায় বৃহত্তর আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে যায় ওয়ার্ড। আমরাসহ ৫৫ জনের জামিনের খবর পাবার পর আমাদের পরবর্তী দায়িত্বশীল নির্ধারণ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে বসি। আলমগীর হাসান রাজু ভাইকে পরবর্তী দায়িত্বশীল হিসাবে মনোনীত করি। নেতৃত্ববিহীন মুমিনরা চলে না তার প্রমাণ ছিল কারাগার। কারাগারের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ প্রশাসনিক ব্যক্তিদের আমদানি রুমের ব্যক্তিদের সাথে কারা হাসপাতালের সাথে দায়িত্বশীলকে পরিচয় করে দেয়া নিয়ে ব্যস্ততার সাথে সময়টা কাটছিল। এদিকে আমাদের মুক্তির খবরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হাইকোর্টের জামিন আদেশের ১৪তম দিনের বেলবন্ড কারাগারে

www.nagorikpathagar.org

আসে। সবার জামিনের কাগজ রাইটার পৌছে দিলেও আমাকে দেয়া হয়নি। সারাদিন অপেক্ষার পর আমার কাগজ আসে। রমজান মাস ছিল তখন। ইফতার নিয়ে ৫৫ জন ভাই কারাগেটে যাই। অফিসে একসাথে ইফতার গ্রহণ করি সবাই। আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাত ১০টায় আমার ৮০ দিনের কারাজীবনের অবসান ঘটে।

আমার প্রথম বার কারাবরণ

স্কুলে পড়াঅবস্থায় ছাত্রশিবিরের সাথে জড়িত হই। "আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবনের পুনর্বিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন" ছাত্রশিবিরে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নিজেকে সুন্দরভাবে সাজানোর ও যোগ্যতা বিকাশের জন্য সর্বোপরি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমার ছাত্রশিবিরে যোগদান। ৬ ভাই ও বোনের মধ্যে আমি ছিলাম ডানপিটে। আমার বড় ভাইয়া ঢাবিতে পড়তেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়াকালীন থেকে তিনি ছাত্রশিবির করতেন। ভাইয়া কুমিল্লা ও ঢাকা থাকাকালীন আমাদের পৌর সদরে সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত বড় ধরনের সমাবেশ হত। মাহে রমজান ও রবিউল আউয়ালকে স্বাগত জানিয়ে র‍্যালি, ঘটা করে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ভাইয়া উপস্থিত থাকতেন। আমাদের স্কুলেই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। গ্লাস, জগ, বালতি সংগ্রহ ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব থাকত ভাইয়ার ওপর। তিনি এ সকল কাজে আঞ্জাম দিতে গিয়ে এলাকার সকল ছেলেদের কাজে লাগাতেন। তখন আমাদের ওয়ার্ডের অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রশিবিরের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ভাইয়ার সাথে প্রোগ্রামে আসা যাওয়ার সুবাধে ছাত্রশিবিরের সাথে আমার পরিচয়। থানা দায়িত্বশীলদের অকৃত্রিম ভালাবাসা, পরিচর্যার বদৌলতে আমি ৫ম শ্রেণীতে উঠার পর সংগঠনের কর্মী হই। বৃত্তি পরীক্ষা ও সেন্টার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং কসবা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ব্যস্ততার কারণে সাথী হওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া আমি দেখতে অনেকটা ছোট সাইজের হওয়াতে দায়িত্বশীলরা বলতেন তুমি বড় হও। সাথী ও সদস্য হতে পারবে ইনশাআল্লাহ। সরকারি স্কুলের ভর্তি হওয়ার পর থানা শাখার কর্মী আলেচনা চক্রে অংশগ্রহণসহ সংগঠনের সকল কর্মসূচিতে অংশ করতাম। সাইজে ছোট হলেও মনের দিক দিয়ে বড় হওয়াতে ৭ম শ্রেণীতে উঠার পর সাথী প্রার্থী হই। সাথী প্রাথী হিসাবে দায়িত্বপালন করতে গিয়ে আবেগে আমি সারাদিনই শিবির করতাম। স্কুলের ক্লাস শেষে বাসায় ব্যাগ রেখে থানা অফিসে চলে যেতাম। এমতাবস্থায় আমার আব্বা ইন্তেকাল করেন। আমার অতিমাত্রায় সংগঠনের কাজে জড়িত হওয়ার ব্যাপারটি বড় ভাইয়া পছন্দ করতেন না। সাথী প্রার্থী হওয়ার পর আমাকে অনেকটা বাধ্য করে হবিগঞ্জে পাঠিয়ে দেন মেজ ভাইয়ার কাছে। তিনি তখন ইফাতে চাকরি করতেন। হবিগঞ্জ শহরে সংগঠন

www.nagorikpathagar.org

বেশি বড় ছিল না। ভাইয়াদের ধারণা ছিল আমি বাড়ী ছেড়ে হবিগঞ্জে গিয়ে হয়তোবা সাংগঠনিক কাজে বেশি জড়িত হব না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, নিজেকে গড়ার জন্য যারা শহীদি কাফেলার সম্পৃক্ত হন তাদেরকে অন্যত্র পাঠিয়ে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব? আমার বেলায়ও ছিল তেমনি। ১০/১২ দিন সংগঠনের ভাইদের থেকে আমাকে দূরে রাখতে পারলেও একটি পর্যায় তারা তা পারেনি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমি হবিগঞ্জে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হই এবং ৮ম শ্রেণীতে পড়াকালীন সেখানেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক মিয়া গোলাম কুদ্দুস ভাইয়ের কাছে সাথী শপথ নেই। সাথী শপথের মাধ্যমে আমার নতুন জীবন শুরু হয়। সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন পরিকল্পিত সুন্দুর জীবন গঠনের সার্বিক প্রচেষ্টা জোরদার করি তখন থেকেই। হবিগঞ্জে সাংগঠনিক অবস্থা বেশি ভাল ছিল না। আমরা মাত্র ৭ জন সাথী শহরে শাখায় কাজ করতাম। আওয়ামী লীগের বিরোধিতার পাশাপাশি জাসদ ছাত্রলীগ ফুলতুল পীর সাহেবের ছাত্র সংগঠন আঞ্জুমানে তালামীমে ইসলামিয়া ও ছাত্রসেনার প্রচন্ড দাপট ছিল সেখানে। হবিগঞ্জে ছিল ম্যাজারপন্থীদের আস্তানা। ছাত্রসেনার প্রচন্ড দাপটে আমরা ছিলাম কোণঠাসা। রফিকুল ইসলাম খান ভাই কেন্দ্রীয় সভাপতি থাকাকালীন হবিগঞ্জ জেলা শাখা শহরে সীরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল ও কর্মী সম্মেলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হবিগঞ্জ। তৎকালীন শহরে শিবির সভাপতি শাহ মু. আঃ রব ভাই মাহফিলের কালেকশনের জন্য একটি পাড়াতে যাওয়ার পর জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্রসেনার কর্মীরা তার ওপর আক্রমণ করেন। তাদের ছুরিকাঘাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। জেলা সভাপতির নেতৃত্বে মিছিল করার পর সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নেন সংগঠন। সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলার আসামিদের ধরিয়ে দেবার জন্য পুলিশের ভ্যান গাড়িতে আমাকে যেতে হয়েছিল। ছাত্রসেনার জেলা সভাপতি ও সেক্রেটারিকে সেদিন আমার চাপেও দেখিয়ে দেয়ায় পুলিশ গ্রেফতার করে তাদের অফিস থেকে। পুলিশ তাদের গ্রেফতারের পর থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু আমি তাদের সাথে থানায় যাওয়ার পর আমাকেও ছাত্রসেনার পাল্টা মামলায় গ্রেফতার করে। আমাকে থানার আটকিয়ে রেখেছে পুলিশ খবর পাওয়ার জন্য জামায়াতের নেতৃবৃন্দ থানায় আসেন। ঐ সময়ে জেলা আমীর এডভোকেট জে.আর শাহ আলম চাচা, জেলা সেক্রেটারি এডভোকেট আঃ শহীদ খালু ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবশালী। ১০-১২ জন আইনজীবী তখন জামায়াতের জেলা ও শহরে দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লাহর শুকরিয়া তাদের চাপে পুলিশ সেদিন আমাকে রাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম গ্রেফতার।

www.nagorikpathagar.org

আমার দ্বিতীয় বার কারাবরণ

বাড়ি থেকে বড় ভাইয়ের সাথে প্রথমে হবিগঞ্জ পরে নরসিংদীতে পাঠিয়ে আমাকে সংগঠনের কাজ থেকে বিরত রাখতে না পেরে বাড়িতে নিয়ে আসে। আমি এলাকায় এসে সদস্য প্রার্থী হই। CP মুহাম্মদ শাহজাহান ভাইয়ের কাছে আবেদন পত্র ও প্রশ্নপত্র পাই এবং ১৯৯৮ সালে মতিউর রহমান আকন্দ ভাইয়ের কাছে সদস্য শপথ নেই। কসবা উপজেলায় আমাদের কাজ ভালই চলছিল। বাধা বিঘ্ন ব্যতীত আমরা দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমি ছাত্রশিবিরে সেক্রেটারি আর আমার চাচাত ভাই ১জন ছাত্রলীগের উপজেলা সেক্রেটারি আরেকজন ছিল ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক। ৩৪টি উপশাখা সমৃদ্ধ উপজেলাতে প্রতিটি ক্যাম্পাস, ইউনিয়নে আমাদের কাজ ছিল। ঐ সময়ে আমাদের অন্যতম কাজ ছিল এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার পূর্বে দেয়াল লিখন, ব্যাপকহারে দো'আ অনুষ্ঠান আয়োজন, পরীক্ষার রুটিন বিলি এবং পরীক্ষা চলাকালীন বাসা বাড়িতে গিয়ে কুশলাদি বিনিময় করা। পরীক্ষা শেষে বিভাগীয় ফলপ্রার্থী টিসি ও সফরে ছাত্রদের পাঠানো।

নতুন ছাত্রদেরকে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার উত্তম এই সময়টিকে সংগঠন তখন উৎসবের মত কাজে লাগাত। পরীক্ষার হলে যাওয়ার ব্যাপারে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হত। ছাত্রশিবির, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ ৩ ছাত্র সংগঠনের অবস্থান সমানে সমান। পরীক্ষার পরে মাসব্যাপী দাওয়াতি অভিযান ছিল ফলপ্রার্থীদের মাঝে। আমাদের সদরের কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতাম। থানা সেক্রেটারিকে আহ্বায়ক কলেজ সভাপতি স্কুল বিভাগ সভাপতিকে সদস্য করে সংগঠন পরীক্ষার ২ মাস পূর্বে কমিটি করে দিত যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। আল্লাহর শুকরিয়া আমাদের থানার অধিকাংশ দেয়াল ছিল আমাদের দখলে। ১৯৯৮ সালে পরীক্ষার আর মাত্র ৪-৫ দিন বাকি। পরীক্ষার্থীরা সদরে আশা শুরু করেছে। এদিকে ঈদ-উল ফিতর চলে আসায় দেয়াল লিখন করতে পারেনি আমরা। কিন্তু বিভিন্ন দেয়ালে দখলে শিবির লিখতে ভুল করেনি। সিদ্ধান্ত ঈদের ২ দিন পর লিখব। দেশব্যাপী ছাত্রলীগের সাথে আমাদের সমস্যা চলছে তখন। আমার বড় ভাইয়া ছিলেন খুব বিচক্ষণ। তিনি আমি এবং আমার চাচাত ভাইকে নিয়ে ঈদের দিন একত্রে বসে "কারো পাতা ফাঁদে পা না দেওয়া, নিজেদের মধ্যে কেউ যেন কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেন।" ৩ ভাই একত্রে ঈদগাহে গিয়েছি, বাড়িতে এসে ৩ ছাত্রসংগঠনের প্রতিনিধিরা একত্রে খেয়েছি। শপথ ছিল "আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব," "আমাদের মধ্যে কেউ ফাটল সৃষ্টি করাতে পারবে না।" ঈদ-

www.nagorikpathagar.org

উল ফিতরের দিন বিকালে নবীনগরে আমার বোনের বাসায় গিয়েছিলাম তাকে দেখতে। ভেসপা হোন্ডা নিয়ে আমি ও থানা সাংগঠনিক দায়িত্বশীল সেখানে যাই। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরি। বাসায় এসে জানতে পারলাম জাতীয় পার্টি আমাদের দখলকৃত সবগুলো দেয়ালে চুন দিয়েছে এবং তারা রাতেই লিখবে। তৎক্ষণাৎ আমরা সেখানে ছুটে যাই। যাওয়ার পূর্বে জরুরি ভিত্তিতে থানা সভাপতিসহ বসে সিদ্ধান্ত নেই আজই আমরা দেয়াল লিখন করব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাউকে লোক সংগ্রহ, কাউকে রং, চুন রেডি করার দায়িত্ব দেই। আমাদের বাধার মুখে জাতীয় পার্টি দেয়াল লিখন করতে পারেনি। রাত্র ৮ টায় পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেয়াল লিখন শুরু করি আমরা।

আমাদের কাছে খবর আসল ছাত্রলীগ আমাদের ওপর আক্রমণ করবে। আমাদের ১জন স্কুল কর্মী হোটেলে গিয়েছিল নাস্তা করতে। সেখানে ছাত্রলীগ সভাপতি সহ ৮-১০ জন ছাত্রলীগ ও জাতীয় পাটির কর্মীদেরকে শিবিরের ওপর আক্রমণের পরামর্শ নিজ কানে শুনে এসে আমাদেরকে জানাল। আমার বড় চাচা ছুটে এসেছেন খবর পেয়ে। আমার বিশ্বাস ছিল আমি থাকলে আমার চাচাত ভাই এখানে আসবে না আমাদের দেয়াল লিখনে বাধা দিতে। অন্য কেউ সাহস করবেনা যদি আমার চাচাত ভাই ঠিক থাকে। কিন্তু ছাত্রলীগের মত ফ্যাসিবাদী সংগঠনের কাছে ভাল ব্যবহার আশা করা বোকামি। ছাত্রলীগ সেদিন এক সময়ের শিবির কর্মী আমার চাচাত ভাইকে পাঠিয়েছিল ছাত্রশিবিরের দেয়াল লিখতে বাধা দিতে। আমার চাচাত ভাই এসে আমার সাথে কোন কথা না বলেই শিবির সভাপতিকে আঘাত করে। ইসলামী আন্দোলন ছিল আমাদের কাছে অনেক বড়। সেদিন সম্মিলিতভাবে আমরা ছাত্রলীগের হামলা প্রতিরোধ করি। ছাত্রলীগের কর্মীরা আমাদের প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে সেদিন পালিয়ে গিয়েছিল। সংঘাতের পর আমরা দেয়াল লিখন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে শহরে পাশে এক মেম্বারের বাসায় আশ্রয় নেই যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত। সংঘাত এড়াতে আমরা চলে এলে ও পরবর্তীতে ছাত্রলীগ পুলিশের সহায়তায় রাতেই শিবির বিরোধী জঙ্গি মিছিল করে। রামদা, হকিষ্টিক সহ মিছিল ছাত্রলীগ করলেও পুলিশ ছিল নীরব। আমরা কৌশলী ভূমিকা নেয়ায় সেদিন বড় ধরনের সংঘাতের হাত থেকে রক্ষা পাই। কিন্তু আমাদের একজন সাথী আমাদের না জানিয়ে টয়লেটে গিয়েছিলেন। আমরা চলে আসার পরে তিনি আমাদেরকে না পেয়ে খোঁজতে বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না আমাদের সাথে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ হয়েছে। ছাত্রলীগ তাকে একা পেয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে। তার একটি হাত ভেঙে যায়। আমরা খবর পেয়ে

www.nagorikpathagar.org

তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করাই। রাতেই জরুরি ভিত্তিতে জামায়াতের নেতৃবৃন্দসহ বসে পরামর্শ করে তার প্রতিবাদে পরদিন বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্ত নেই। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি, জেলা সভাপতিকে টেলিফোনে অবহিত করা, ছাত্রলীগের পরবর্তী পরিকল্পনা জানা এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। ফজর নামাজের মধ্যে দাওয়াতি কাজ শেষ করে ৯ টার মধ্যে হাসপাতাল মসজিদে সকলকে জড়ো হতে নির্দেশনা দিয়ে সাথীদেরকে সাইকেল দিয়ে রাতেই বিভিন্ন ইউনিয়ন, উপশাখায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। ফজর নামাজ শেষ না হতেই শতাধিক শিবিরকর্মী সেদিন হাসপাতালে হাজির হন। ৮টার মধ্যে দু'শতাধিক কর্মী জড়ো হন হাসপাতাল মসজিদে। জেলা সভাপতি কাজী ইয়াকুব আলী ভাই (বর্তমানে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি) জেলা থেকে ছুটে আসেন । মসজিদে সমাবেশ চলছে। শাহাদাতের চেতনা, উজ্জীবিত কর্মীরা সকালের নাস্তা না খেয়েই বসে আছে। হাতে টাকাও নেই। দেয়াল লিখনের প্রস্তুতিতে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক সকল টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল আমাদের। হঠাৎ একজন সুধী এসে বললেন- রুটি কলার ব্যবস্থা করেন আমি টাকা দেব। সেদিন সুধীর ঘোষণাটি ছিল মদিনার আনসারদের মত। মহান আল্লাহ যুগে যুগে ইসলাম প্রচারের ধারক বাহকদেরকে এভাবেই বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমাদের জড়োর খবর গোটা থানায় ছড়িয়ে পড়ে। ইতোমধ্যেই প্রায় ৪শতাধিক ভাই হাসপাতাল মসজিদে হাজির হয়। আমাদের টার্গেট প্রতিবাদ মিছিল করব। আমাদের কাছে হঠাৎ খবর এল ছাত্রলীগের থানা সেক্রেটারির নেতৃত্বে আমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য তাদের সন্ত্রাসী কর্মীরা ছুটে আসছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ হয়। এতে ছাত্রলীগের থানা সেক্রেটারিসহ আমাদের কয়েকজন আহত হন। উক্ত ঘটনায় হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কসবা। এদিকে সমাবেশ দারস, আলোচনা, শহীদি গান চলছিল। সবাই অপেক্ষমাণ জেলা সভাপতির জন্য, তিনি আসলেই মিছিল শুরু করবে। জেলা সভাপতি এসে পৌছার সাথে সাথে পুলিশ হাসপাতালের গেট বন্ধ করে দেয়, মসজিদ ঘিরে ফেলে। সকলকে গ্রেফতার করা হবে, পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলা হবে, শিবির করার মজা বুঝাচ্ছি এ ধরনের নানা বাক্য শোনাতে লাগলেন এক দারোগা। আমরা নারায়ে তাকবির শ্লোগান দিয়ে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে মিছিলে কসবা সদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। কিছুদুর যেতেই শতাধিক পুলিশের বেরিকেডে আমরা পড়ি। জেলা সদর থেকে আমাদেরকে ঠেকানোর জন্য শতাধিক রিজার্ভ পুলিশ নিয়ে আসা হয়েছিল। পুলিশের বাধা পেয়ে আমরা

www.nagorikpathagar.org

মিছিল নিয়ে আমাদের প্রভাবাধীন একটি মাদ্রাসার দিকে চলে যাই। আমরা নিরাপদে সবাই চলে আসতে পারলেও পুলিশের কৌশলের কারণে জেলা সভাপতি আসতে পারেন নাই। জেলা সভাপতিকে পুলিশ ও ছাত্রলীগ ঘিরে রেখেছে, খবর পাওয়ার সাথে সাথে তাকে উদ্ধারের জন্য আমি কদমতলী নামক এলাকায় যাই। সেখানেই গিয়ে আমি জেলা সভাপতিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। কিন্তু পুলিশ আমাকে চলে যেতে বললেন এবং বললেন থানায় মিটিং আছে, জেলা সভাপতিকে যেতে হবে। আমি বললাম জেলা সভাপতিকে রেখে আমার যাওয়া সম্ভব নয়। থানায় কাজ থাকলে আমিও তার সাথে যাব। পুলিশের সাথে ছাত্রলীগের কর্মীদের অবস্থান থাকায় আমার আশঙ্কা ছিল রাস্তায় তাকে তারা নির্যাতন করবে। আমি ভেবেছিলাম আমি সাথে গেলে তার কিছু হবে না। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর পুলিশ আমাকেও থানায় যেতে বললেন, জেলা সভাপতি ও আমি থানার উদ্দেশে রিক্সাযোগে রওয়ানা হই। পথিমধ্যেই ছাত্রলীগের এক কর্মী জেলা সভাপতিকে রড দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করে। আমি লাফ দিয়ে রিক্সা থেকে নেমে রড ধরে ফেলায়, সেদিন কাজী ইয়াকুব ভাই বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পান। আমাদেরকে সদর দিয়ে থানায় নেয়া হচ্ছিল রিক্সাযোগে, পথিমধ্যেই দেখলাম পুলিশের ছত্রছায়ায় ছাত্রলীগ পেট্রোল ঢেলে কুরআন হাদিসসহ ছাত্রশিবির অফিসের সবকিছু পুড়িয়ে দিচ্ছে। দৃশ্যটি অনেক কষ্ট লেগেছিল, রিক্সায় বসে পুলিশকে এর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই, কিন্তু পুলিশ ছিল নির্বিকার। সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আমাদেরকে ওসি সাহেবের রুমে বসিয়ে রাখা হয়। এরই মাঝে লজিং বাড়ি থেকে একজন, দোকান থেকে একজন, শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়াকালীন একজন ভাইকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয় ছাত্রলীগের কর্মীরা। শশুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া কালীন যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ১০ বৎসর পূর্বে তিনি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও তখন ছিল নিষ্ক্রিয়। তাকে নির্মম নির্যাতন করে থানায় নিয়ে আসায় আমরা দুঃখ পেয়েছিলাম। কষ্টের সাথে সাথে আমরা জোক করে ভাইটিকে বলেছিলাম "আপনি আপনাকে না চিনলেও ছাত্রলীগ ঠিকই চিনেছে"। নিষ্ক্রিয় থেকে লাভ কী? আমরা রাজপথ থেকে, আর আপনি শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পথে। এখন বলুন-বিজয়ী কে? আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু ঐ ভাইটি বললেন-আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি, দ্বীনের পথে থাকার মধ্য দিয়েই কল্যাণ। আসরের পরে আমাদেরকে হাজতখানায় নেয়া হয়। মামলাবিহীন ছাত্র নেতৃবৃন্দকে আটকে রাখার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

www.nagorikpathagar.org

রাত্র ১২টায় ছাত্রলীগের ১জন নেতা বাদি হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করে। ছোট্ট একটি রুমে সেদিন আমরা সাতজন ছিলাম। পরদিন সকালে প্রিজন ভ্যানে করে আমাদেরকে কোর্টে নেয়া হয়। থানা থেকে কোর্টে নেয়া হয় আমাদের। জামিনযোগ্য আসামিদের জামিন না দিয়ে বিচার বিভাগের ওপর প্রভাব খাটিয়ে কারাগারে পাঠানো বাকস্বাধীন আচরণের জামিন আবেদন বাতিল করে ম্যাজিস্ট্রেট আমাদেরকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। সন্ধ্যায় কারাগারে পৌছি। আমার সম্মানিত মরহুম পিতা রাজনৈতিক কারণে কয়েকবার কারাবরণ করায় বি.বাড়ীয়া কারাগার সম্পর্কে আগেই আমার ধারণা ছিল। আমদানি রুমে দেহ তল্লাশির নামে কক্সবাজারের সমুদ্র এলাকা থেকে গ্রেফতার হওয়া চাকমাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিষয়টি আগে থেকেই জানতাম বিধায় যেকোন মূল্যে আমরা তা প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের সাহসিকতার সাথে তারা সেদিন হেরে গিয়েছিল। সবাইকে নির্যাতন করলেও আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম। রাতে কোন খাবার খেতেই পারিনি। সকালে আমাদেরকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ৫ জনকে পাঁচ জায়গায়। আমাকে যে ওয়ার্ডে দেয়া হয় সে ওয়ার্ডের রাইটার, মেট ছিল আমার আব্বার পরিচিত। আমার পরিচয় জেনে তারা আমাকে ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। তাদের সহযোগিতায় আমি ঐ ওয়ার্ডে মাঝে মধ্যে নামাজ পড়াতাম, দাওয়াতি কাজ করতাম। বর্তমানের মত পিসির ব্যবস্থা না থাকায় চৌকার লোকজনরা তখন খাবারে রমরমা ব্যবসা করত। টাকা দিলে সবই মিলে কারাগারে। বাবার পরিচয়ের সূত্র ধরে চৌকার কয়েদিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি। তারা ভর্তা, সবজি, মাছসহ নানান তরকারি তৈরি করে আমাকে দিতেন। আমি প্রতিবেলায় তাদেরকে ৫ টাকা দিতাম। নগদ টাকা নেওয়া কাগজে কলমে নিষিদ্ধ থাকলেও ৫% দিলে হাজার টাকা সাথে রাখা যেত। সকালের গুনতির সময় প্রতিদিন দারসে কুরআন ও হাদিস পেশ করতাম। শুরুতে ৫-৬ জন নামাজী পেলেও আমার ১৩ দিনের কারাবাসের সময় অবশেষে এর সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল ৫০ এর অধিক। সুন্দর আচরণ, কুরআনের দারস, সাহাবীদের জীবনী আলোচনা এই বিশাল পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। তাছাড়া আমাদের সাক্ষাৎ প্রার্থী ছিল এত বেশি সারাদিন আমাদেরকে সাক্ষাতের রুমেই দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। জামায়াত শিবিরের পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি মহিলা ও ছাত্রীকর্মীদের পাঠানো ফল-ফলাদি, পিঠা ও বিভিন্ন রকমের খাবার আমরা হাজতি-কয়েদিদের মাঝে বিলিয়ে দিতাম।

আমাদের খাবার পাননি এমন কেউ ছিল না কারাগারে। ১৩ দিনের কারা সাথী ছিল ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের জেলা সভাপতিবৃন্দ। শিবির সভাপতিসহ ৩ সভাপতি তখন কারাগারে। ছাত্রলীগ ছাত্রদল সভাপতি থাকতেন হাসপাতালে শিবির সভাপতি ওয়ার্ডে। হাসপাতালে থাকার সুযোগ থাকলেও দাওয়াতি কাজের সাথে আমরা সাধারণ ওয়ার্ডে থাকার সিদ্ধান্ত নেই। মহান আল্লাহর শুকরিয়া রেজাল্টও পেয়েছিলাম আমরা। প্রতি শুক্রবার সকল কয়েদি হাজতিদের নিয়ে ভেতরে সমাবেশ হত। একজন ইমাম সাহেব এসে ইবাদত বন্দেগি বিষয়ক আলোচনা করতেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে বদৌলতে ইমাম সাহেবের পাশাপাশি শত শত হাজতি কয়েদির সামনে আমিও জেলা সভাপতি সেদিন আলোচনা রাখি। ১৩ দিন পরে আমরা কারাগারে থেকে মুক্তি পাই। আমি ১৩ দিন কারাগারে থাকা অবস্থায় কারাগারে আমার পরিবারের কেউ যাননি আমাকে দেখার জন্য। আমি ১৩ দিন কারাবরণ করে যখন বাড়িতে আসি তখন ১৩ দিন হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসে আমার চাচাত ভাই।

কারাজীবন যে জন্য আমাদের জন্য নেয়ামতের

কারাগারে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কষ্ট করার পরও কারাগার জীবনটা আমাদের জন্য বিশেষ নেয়ামতের ছিল। পৃথিবীর এই ব্যস্ত জীবনে আজ যা করতে সময় খুঁজে পেতাম না আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য সেরূপ ব্যবস্থা করে দেন।

১. গুনাহ থেকে বেশির ভাগ সময়ই মুক্ত থাকা।
২. মৃত্যুকে স্মরণ হওয়ার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ পাওয়া।
৩. বিষয়ভিত্তিক কোরআন-হাদিস শিক্ষার সুযোগ।
৪. বিস্তর পড়া-লেখা করার সুযোগ। এমনকি ইংলিশ স্পোকেন পর্যন্ত
৫. কষ্টের সাথে বেঁচে থাকার প্রশিক্ষণ।
৬. ভ্রাতৃত্বেও বন্ধনে জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ।
৭. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি।
৮. তাহাজ্জুত নামাজ, দোয়া, যিকির এর পরিমাণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পাওয়া যা আমাদের পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছে।
৯. এক নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন। যা আমাদের এর আগে ছিল না।
১০. উত্তম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা।

www.nagorikpathagar.org

একনজরে ঢাকা কারাগার

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ধারণক্ষমতা ৩০০০ হলেও গড়ে প্রতিদিন দশ থেকে পনের হাজার আসামিকে রাখা হয় বিভিন্ন ওয়ার্ডে। বয়স অনুযায়ী ওয়ার্ডের নাম থাকার জায়গা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণ অপরাধীদের পাশাপাশি ঢাকা কারাগারে বিশেষ কিছু গোষ্ঠী, দল এর নেতা কর্মীরা এখন এই কারাগারে আটক। এদেরকে ভিন্ন ওয়ার্ডে দেয়া হয়েছে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর গ্রেফতারকৃত বিডিআর সদস্যদের স্থান হল রূপসা-২/৪/৫/৬ এ। রূপসার ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডে সাধারণ হাজতিরা থাকেন। জে.এম.বি, হরকতুল, জেহাদ, লসকরে তয়্যেবা, আইজিটি নামক সংগঠনের নেতা-কর্মীদের জন্য বরাদ্দ ৯০ সেল। ২৪ ঘন্টাই আমাদেরকে আটকিয়ে রাখা হয়। সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর নির্দেশিকা। সমুদ্র জলদস্যু হিসেবে গ্রেফতারকৃত মিয়ানমারের "আসিফ রেজা কমান্ডোরা"-ও ৯০ সেলে থাকে। তার পাশেই ২৬ সেল যেখানে ভি.আই.পিরা থাকেন। ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দীদের জন্য এটি নির্ধারিত। বাংলাদেশে গ্রেফতারকৃত বিদেশীদের রাখা হয় পাকিস্তানি ওয়ার্ডে। যেখানে ১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর হত্যাকৃত জাতীয় ৪ নেতা থাকতেন। পাকিস্তানি ওয়ার্ড এখন বিদেশী ওয়ার্ড নামে পরিচিত। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ৪ নেতার প্রতিকৃতি স্থাপন করেছে বিদেশী ওয়ার্ডের পাশে। এরই পাশে রয়েছে ৮ সেল যেখানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা থাকেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় পুরাতন ২৩ সেলেও তাদের রাখা হয়। শিবিরের সাবেক সভাপতি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ভাইকে গ্রেফতারের পর প্রথম কিছু দিন এই সেলে রাখা হয়েছিল। যদিও বিষয়টি ছিল নির্মম। গ্রেফতার হওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীরা থাকে ৬ সেলে। যেখানে তাদের পাশে রাখা হয়েছে দ্বীনের পথে ভূমিকা রাখা আধিপত্যবাদী, দেশ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে গ্রেফতার হওয়া জামায়াতের ২ সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জনাব কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লাকে। শুধু এই সেলে রাখাই নয় তাদের সাথে সরকারের নির্মম আচরণ আমাদেরকে প্রায়ই কাঁদাত। কারাগারের প্রধান ফটকের পাশে বাম দিকে জেলারের রুম। ডানপার্শ্বে ডিপুটি জেলারদের রুম। তার পাশেই উন্ডু কলের মাধ্যমে কয়েদিদের দ্বারা আসামিদেরকে নেয়ার বসার স্থান। জেলখানায় ঢোকার ডান পার্শ্বেই রয়েছে ইট পাথরের তৈরি ছোট একটি তাজমহল। যার নিচে মাছসমৃদ্ধ একটি ঝর্ণা রয়েছে। বামপার্শ্বে দেখার মত

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতলবিশিষ্ট রুম যার পাশেই রয়েছে ৩ ওয়ার্ড বিশিষ্ট পুরাতন হাজত এরিয়া। জেলখানায় যার সুবিদিত নাম এরশাদ নগর যেখানে ছিলেন স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এই এরশাদ নগর এলাকায় পানি ও রন্ধনশালা রয়েছে। ভি.আই.পি বন্দী বেশি হলে চম্পাকলি থেকে এখানে এনে রাখা হয়। এর পেছনেই রয়েছে খাদ্যগুদাম, খাদ্যগুদামের পেছনেই এম.ডি এলাকা, যেখানে সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের দ্বারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ করা হয়। যাকে বলা হয় ধোপদফা, মোড়াদফা, তারদফা। এম.ডি এলাকার পেছনে রয়েছে ফাঁসির আসামিদের ৮নং সেল, যার অপর নাম কনডেম সেল। এমডি এলাকার ভেতরে ৮নং সেলের কর্নারে রয়েছে ফাঁসির মঞ্চ। ফাঁসি নিশ্চিত হওয়ার পর এমডি এলাকার ভেতরে বটগাছের নিচে আসামির হাত, পায়ের রগ কাটা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে প্লেট দফার পাশে ডিজিটাল ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। মেন্টাল এরিয়ার বাহিরের বাম পার্শ্বে ঢুকলেই নীল নদ (বিদেশী বন্দীদের রাখার স্থান) এরিয়া, যেখানে রয়েছে চৌদ্দ সেল। জাতীয় চার নেতাকে এখানেই হত্যা করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে চার নেতার মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের সময় ব্যতীত মূর্তির উপর সব সময় কয়েদি পোশাক পরিয়ে রাখা হয়। সেন্ট্রাল এরিয়ায় ঢোকার সাথে সাথেই ডান পার্শ্বেই রয়েছে জলসিঁড়ি (যেখানে নৈশপ্রহরীরা রুটি বানায়) বাম পার্শ্বে জলসিঁড়ি ২। পঞ্চাশ উর্ধ্ব বৃদ্ধদের এখানে রাখা হয়। সাথেই রয়েছে ২৭ সেল যার আঙিনায় পিসি (পার্সোনাল ক্যাশ) ৯০ সেল, ১৪ সেল। আমদানি ওয়ার্ড এর সাথেই বহির্গমন ওয়ার্ড। কোর্টে যাওয়ার আসামিদেরকে একদিন আগে এখানে এনে রাখা হয়। কিন্তু এক প্যাকেট সিগারেট দিলে সব কিছুই মাফ। টাকার বিনিময়ে ওয়ার্ডে থাকার সুযোগ মিলে। এই ওয়ার্ডের পাশেই রয়েছে যমুনা ৩, ৪। যেখানে কয়েদি কলিং রাইটাররা থাকেন। কারাগারে তল্লাশির সময় এখানে মাঝে মধ্যে সেলফোন পাওয়া যায়। কম্বল গুদাম : যেখানে হাজতি ও কয়েদিদের জন্য বরাদ্দকৃত কম্বল, থালা, বাটি রাখা হয়। কয়েদিদের কাপড়ের গুদাম এটিই। প্রতি হাজতি কয়েদিদের জন্য রয়েছে ২টি কম্বল, ১টি থালা, ১টি বাটি বরাদ্দ। কিন্তু সিগারেট দিলেই এরচেয়ে বেশি মিলে। বেড়ি দফা : কম্বল গুদামের পেছনে বেড়ি দফা যেখানে ৪টি মামলার আসামিদের কোর্টে হাজিরার সময় জেল কোড অনুযায়ী দাণ্ডাবেড়ি পারানো হয়। মহিলা ওয়ার্ড : বেড়ি দফার পেছনে রয়েছে মহিলা ওয়ার্ড দুইশত ধারণ ক্ষমতার ওয়ার্ডটিতে সবসময় ৪-৫শত বন্দী থাকে। চার খাতা

www.nagorikpathagar.org

এলাকা : ৮টি ওয়ার্ড নিয়ে ৪ খাতা গঠিত। যাকে সুরমা এলাকা বলা হয়। ডে-কেয়ার সেন্টার : সুরমা এলাকায় মহিলাদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার রয়েছে। সারাদেশে কারাগারগুলোতে দুটি ডে-কেয়ার সেন্টার আছে। ১টি ঢাকায় আরেকটি পার্বত্য চট্টগ্রামে। ৩ খাতা এলাকা : ৩ খাতা এলাকাকে মেঘনা এলাকা বলা হয়। ৮টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট ২টি ওয়ার্ড (সুরমা ৭, ৮) হাসপাতালের আওতাধীন। সুরমা ৮ এ কিছুদিন ছিলেন রাজশাহী মহানগর জামায়াতের আমীর জনাব মোঃ আতাউর রহমান। রাজশাহীর একটি মিথ্যা মামলায় তিনি গ্রেফতার হলেও তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যই ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। হাসপাতাল ওয়ার্ড : ৫টি ওয়ার্ড নিয়ে হাসপাতাল। হাজতি-কয়েদিদের চিকিৎসাসেবার দায়িত্ব ছিল এই হাসপাতালের। কিন্তু হাজতি কয়েদিরা ন্যূনতম সেবা এখান থেকে পাচ্ছে না। টাকার বিনিময়ে সুস্থ ব্যক্তিরা এখানে থাকলেও অসুস্থ রোগীদের কোন স্থান মিলবে না এখানে। হাসপাতাল ওয়ার্ডের ১৪নম্বর সেলের ওপর তলায় রয়েছে যক্ষ্মা রোগীদের রাখার স্থান। নিচ তলায় পাগলদের জন্য নির্ধারিত। হাসপাতালের পাশে তৈরীকৃত এক্স-রে, ডেন্টাল অনেকটা অকেজো। নিউ ২০ সেল: হাসপাতালের পাশেই রয়েছে এই সেলটি। ২০ রুমবিশিষ্ট এই সেলটিতে ফাঁসির আসামিরা থাকেন। পুরাতন ২০ সেল : হিজড়া, পিলখানায় ঘটনায় গ্রেফতারকৃত বিডিআরগণ এখানে থাকেন। দুঃখজনক হলেও সত্য ঢাকা মহানগরীর আমীর রফিকুল ইসলাম খানকে এখানে রাখা হয়েছিল। ফাঁসির আসামি জিনের বাদশা নামে খ্যাত শাহআলম এখানেই থাকেন। ৬ সেল : টিটিসেল নামে খ্যাত ৬ রুম বিশিষ্ট এই সেলটিতে সমাজের টপ টেরর সন্ত্রাসীরা থাকেন। জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লাকে এখানেই কিছুদিন রাখা হয়েছিল। ৭ সেল : যেখানে কিছুদিন ছিলেন আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। মনিহার : ৮ ওয়ার্ড বিশিষ্ট সবচেয়ে ঘনবসতি এলাকা হল মনিহার। ৫ খাতা : ৪ ওয়ার্ড বিশিষ্ট ৫ খাতাকে পদ্মা ওয়ার্ড বলা হয়। এখানে রয়েছে নামায পড়ার স্থান এবং নিচ তলায় রয়েছে পিসি।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ প্রতিদিন

১৭-০২-২০১২

শুধুই টাকার খেলা

কারাগার, আদালত ও থানা হাজতে চরম নির্যাতনে বন্দীর....

থানা, আদালত কিংবা কারাগার- সর্বত্রই নির্যাতনের শিকার হাজতিরা। একদণ্ড শান্তির জন্য পদে পদে চাই টাকা। নতুন আসামি পেলে খুশির সীমা থাকে না থানা-আদালতের পুলিশ কিংবা কারা কর্তৃপক্ষের। টাকার বিনিময়ে সব অনিয়মই পরিণত হয় নিয়মে। শুধু উন্নত মানের খাবার নয়, মেলে সর্বগ্রাসী মাদকও। চাইলেই ঘন্টার পর ঘন্টা বন্দীরা প্রিয়জনদের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলতে পারে। বাড়তি আয়ের মেশিন হওয়ায় শুরুতে হাজতিদের মেলে আলাদা কদর। তবে টাকা না দিলেই নেমে আসে নরকসম নির্যাতন। কারা হাজত : সপ্তাহে ২৫০০ টাকা, সাত প্যাকেট বেনসন সিগারেটেই কারাগারে মেলে 'সংসার' (বাড়ির রান্না করা খাবার) ব্যর্থতায় পান থেকে চুন খসলেই চরম নির্যাতন। রাইটার ও কারারক্ষীদের ভয়ে কারাগারের দেয়াল পর্যন্ত কথা বলতে ভয় পায় হাজতিদের সঙ্গে। ময়লার স্তূপ পড়া কম্বল ও একটি বালিশ রাখার জায়গাও জোটে না ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ৩৮টি ওয়ার্ডের হাজতি বন্দীদের। একজন বন্দীর জন্য গড়ে ১০ বর্গফুট বরাদ্দ থাকলেও এ জায়গায় রাখা হচ্ছে কমপক্ষে চারজনকে। খাবারের প্লেটে ভাতের সঙ্গে থাকে অসংখ্য পাথরকণা। মাছ কিংবা মাংসের বিষয়টি থাকে কেবল খাবারের মেন্যুতেই। তবে টাকা হলে খাবার কিংবা মাদক সবই মেলে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারসহ দেশের প্রায় প্রতিটি কারাগারের চিত্র এটি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কারাগারের আমদানি সেলে প্রতিদিনই বসে হাজতি বেচাকেনার হাট। কারারক্ষী ও মিয়াসাব রাইটাররা পছন্দ অনুযায়ী হাজতিদের কেনাবেচা করেন। যার মামলা যত কঠিন ও যার আর্থিক অবস্থা যত ভালো, এ অনুযায়ী হাজতির দাম ওঠে সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা পর্যন্ত। পরে রাইটাররাই এসব হাজতিকে ডেকে শুনিয়ে দেন, প্রতি সপ্তাহে দিতে হবে আড়াই হাজার টাকা। দাবিকৃত টাকা না দিতে পারলে হাজতিদের পড়তে হয় চরম দুর্ভোগে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের ১১টি কেন্দ্রীয়সহ অধিকাংশ কারাগারে রাজনৈতিক আর অন্যান্য কারণে বন্দ্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কারা অভ্যন্তরে বাড়ছে অসুস্থ বন্দীর তালিকা। কিন্তু এসব বন্দীর চিকিৎসার জন্য সারাদেশে রয়েছেন মাত্র ১৪ জন চিকিৎসক আর ১৯ জন ফার্মাসিস্ট। অনেকে বিনা

www.nagorikpathagar.org

চিকিৎসায়, ওষুধ না পেয়ে কারা অভ্যন্তরে মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে কারা কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে সুস্থ হাজতিরাও দিনের পর দিন হাসপাতালের ওয়ার্ডে দিনাতিপাত করছেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে জামিনপ্রাপ্ত আনোয়ার ও জাকির হোসেনের সঙ্গে কথা হয় ২ ফেব্রুয়ারি। ২৭ জানুয়ারি তারা দক্ষিণখান থানার নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। এক রাত থানা হাজতে থাকার পর শনিবার বিকাল থেকে তাদের ঠাঁই হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতখানা 'মনিহার' ওয়ার্ডে।

কেঁদে কেঁদে তারা বলে, কারাগারে পদে পদে টাকার প্রয়োজন। কথিত রাইটারদের প্রত্যাশা অনুযায়ী টাকা না দিলে নেমে আসে নির্যাতনের খুব। বাধ্য হয়ে তারা প্রত্যেকে সপ্তাহে আড়াই হাজার টাকা দেওয়ার চুক্তি করেন রাইটার মাসুদ ও বাচ্চুর সঙ্গে। তবে তিন দিন পর জামিন পেয়ে যাওয়ায় রাইটাররা তাদের ওপর চরম মাত্রায় খেপে ওঠেন। খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাজতখানার অন্যদের সঙ্গে কথা বরা নিষেধ করে দেন তাদের। তাদের অভিযোগ, আগের দিন থেকে মুক্তি পাওয়ার দিন দুপুর পর্যন্ত উপোস রাখা হয় তাদের। রাতে বালিশ কিংবা কম্বল কিছুই দেওয়া হয়নি। শোয়ার সময় আরেক হাজতির শরীরে পা লাগার অপরাধে তাদের নির্মমভাবে পেটান রাইটারা। খবর পেয়ে কারারক্ষীরা ঘটনাস্থলে এলেও হাসি-ঠাট্টা করে চলে যান। জামিনে বের হয়ে আসার সময় পায়ের নতুন জুতা রেখে আসতে বাধ্য হন তারা। ওই দিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগার থেকে ১৪০ হাজতি জামিনে ও ছয়জন কয়েদি জামিনে মুক্তি পান। তাদের প্রত্যেকের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রায় একই রকম। এ ব্যাপারে ঢাকা বিভাগের উপ-মহাপরিদর্শক গোলাম হায়দারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি। কারা সূত্র জানায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতিদের জন্য ৩৮টি ওয়ার্ড ও কয়েদিদের জন্য ২১১টি সেল রয়েছে। বর্তমানে এখানে ফাঁসির আসামি রয়েছেন ১১৭জন। হাজতিদের জন্য অপরাধের শাস্তি হিসেবে রয়েছে ডাণ্ডাবেড়ি এবং স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেওয়া। থানা হাজত ২ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ১০টা। শাহবাগ থানা। হাজতখানার একটি ছোট কক্ষে ইকবাল, আতিয়ার, আবদুল জলিল এবং অপর কক্ষে জ্যোৎস্না বেগম নামের একজন মহিলা হাজতি তীব্র শীতে মেঝেতে শুয়ে আছেন। বালিশ কিংবা কম্বল কিছুই নেই। উৎকট গন্ধ বেরোচ্ছে হাজতখানার টয়লেট থেকে। ৩১ জানুয়ারি গুলিস্তান মোড় থেকে ইকবাল, আতিয়ার ও জলিলকে আটক করে থানায় আনা হলেও থানার রেজিস্টারে কেবল জ্যোৎস্না বেগমের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম বলে, 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের পক্ষ থেকে লাকী আক্তার নামের এক মহিলাকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া তারা আর

www.nagorikpathagar.org

কাউকে আটক করেননি। 'এ সময় বাকি তিনজনের নাম বলা হলে তিনি সেকেন্ড অফিসার আবদুল জলিলকে ডেকে শাসিয়ে দেন। জানা গেছে, আটকদের পরিবার পুলিশের দাবিকৃত টাকা দেওয়ার জন্য সময় চাইলে তাদের থানা হাজতে দুই দিনেরও বেশি সময় আটকে রাখা হয়। যদিও ফৌজদারি কার্যবিধির ৬১ ধারা অনুসারে আটকের সময় থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাজতিদের আদালতে পাঠানোর বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর থানাগুলো হয়ে পড়ে অনিয়মের আখড়া। সন্দেহজনকভাবে আটকদের অন্য কোনো পেন্ডিং মামলায় ঝুলিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতারদের রাতের আঁধারে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ঘটনা অহরহ। পুলিশকে বিশেষ বকশিম না দিলে স্বজনদের দেওয়া খাবারও পৌঁছে না হাজতিদের কাছে। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, চরম মাত্রায় অস্বাস্থ্যকর রাজধানীর বেশির ভাগ থানার হাজতখানার পরিবেশ। প্রায় সব হাজতখানার টয়লেটের দরজাই ভাঙা। নেই পর্যাপ্ত পানির সুবিধা। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বাজারেও প্রতি হাজতির খাবারের জন্য বরাদ্দ মাত্র ১০টাকা। সেই ১০ টাকার খাবারও আবার জোটে না অনেকের কপালে।

এ ব্যাপারে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত উপকমিশনার (জনসংযোগ) মাসুদুর রহমান জানান, অনেক সময় মামলার স্বার্থে আটকদের একটু বেশি সময় থানা হাজতে রাখা হয়। তবে সরকারের অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের কারণে হাজতখানা কিংবা হাজতিদের খাবারের মান উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

আদালতপাড়ার হাজত : ঢাকা জজকোর্ট ও সিএমএম কোর্টের হাজতখানা ঘিরে চলছে রমরমা বাণিজ্য। হাজতখানায় দায়িত্বরত অসাধু পুলিশ সদস্যরা বকশিশের বিনিময়ে সব অনিয়মকে নিয়মে পরিণত করছেন। তবে দাবি পূরণ না করলে আইনের ষোল আনাই বহাল। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে হাজতির স্বজনদের কোর্ট হাজতের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। অমানবিক নিষ্ঠুরতার শিকার হন থানা কিংবা কারাগার থেকে শুনানির জন্য আনা হাজতখানার সাধারণ বন্দীরা। এতে হাজতখানার নিরাপত্তাঝুঁকি বাড়ছে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের। অভিযোগ রয়েছে, বকশিশ নেওয়ার সময় অসাধু পুলিশ সদস্যরা পোশাক থেকে নেমপ্লেট খুলে ফেলেন। অপরিচিত লোক দেখে ফেলতে পারে আশঙ্কায় একটু আড়ালে গিয়ে ইশারায় লেনদেন করেন তারা। কারাগার থেকে যেসব আসামিকে ঢাকা কোর্টে পাঠানো হয়, তারা ইচ্ছা করলেই মুঠোফোনে কথা বলতে পারেন। আসামিদের কথা বলার জন্য নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নতুন ও পুরাতন ভবনের টয়লেটগুলো। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিচারক এজলাস থেকে কাজ

www.nagorikpathagar.org

শেষ করে খাসকামড়ায় যাওয়ার পরপরই পাল্টে যায় এজলাসগুলোর চিত্র। এজলাস কক্ষগুলো পরিণত হয় খাওয়ার হোটেলে। অনেক সময় আসামিদের গার্লফ্রেন্ড কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় এজলাস কক্ষের দরজা লাগিয়ে সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। আর এ কাজের জন্য কোর্টের সেরেস্তাদার ও পেশকাররা এজলাস কক্ষগুলো পুলিশের কাছে ঘন্টা হিসেবে ভাড়া দিয়ে থাকেন। ২৯ জানুয়ারি রাজধানীর খিলগাঁও থানার মাদক মামলার এক আসামির স্ত্রী মাজেদা বেগম কোর্টে এসে পুলিশকে ২০০ টাকা বকশিশ দিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। তবে স্বামীকে দুপুরে ভাত খাওয়াতে চাইলে তার কাছ থেকে এক হাজার টাকা দাবি করে পুলিশ। অত টাকা না থাকায় তার সে আশা আর পূরণ হয়নি। মামলার শুনানির জন্য সম্প্রতি এক রিকশাচালককে আদালতে নিয়ে আসা হয়। তার সঙ্গে দেখা করতে ৩০০ টাকা নিয়ে মিরপুর থেকে আসেন স্ত্রী মরিয়ম বিবি। মাত্র পাঁচ মিনিট কথা বলার পর পুলিশ তার কাছ থেকে ২০০ টাকা নিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) মো. আসাদুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় কম জনবল থাকার পরও আসামিদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিয়ে আদালতে আনা-নেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এরপরও কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নয়া দিগন্ত
০৩/০২/২০১২

কারাগারে মানবিক বিপর্যয়

দেশের ৬৮টি কারাগারে মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ের শিকার দেড় লাখ বন্দী। মানবাধিকারের স্বীকৃত নীতিমালা লঙ্ঘন করে বন্দীদের ওপর চলছে অমানবিক আচরণ। জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে কারা কর্তৃপক্ষ থেকে খাদ্য, পানি ও শীতবস্ত্রের জোগান প্রয়োজনের তুলনায় এতই নগণ্য যে, বন্দীদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে। ক্ষুধার তীব্র জ্বালা আর হাড়কাঁপানো শীতে বন্দীদের আর্তনাদ চার দেয়ালের ভেতরে দীর্ঘশ্বাস হয়ে ঘুরে ফিরছে প্রতিনিয়ত। স্থানসঙ্কুলানের অভাবে বিনিদ্র রজনীযাপন, গায়ের সাথে গা সেঁটে বসে থাকা, অসহ্য শীতে মান্ধাতা আমলের ছেঁড়া কম্বল নিয়ে কাড়াকাড়ি তো রয়েছেই। তার ওপর ক্ষুধার জ্বালা ও তৃষ্ণা নিবারণে সুপেয় পানির অভাব বিষিয়ে তুলেছে লৌহকপাটে আবদ্ধ বন্দীদের জীবন।

কারা কর্তৃপক্ষের হিসাবে দেশের ৬৮টি কারাগারে ধারণক্ষমতা রয়েছে ২৭ হাজার ৫০০ জনের। কারা অধিদফতরের পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমানে বন্দীর সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি এ সংখ্যা কোনোভাবেই দেড় লাখের

www.nagorikpathagar.org

কম নয়। দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পাইকারি গ্রেফতারের কারণে প্রতিদিনই বন্দীর সংখ্যা বাড়ছে। কারাগারগুলোতে প্রতিজন বন্দীর জন্য গড়ে ১০ বর্গফুট করে জায়গা বরাদ্দ থাকলেও এ পরিমাণ জায়গায় রাখা হয়েছে কমপক্ষে চারজনকে।

বন্দী ও তাদের স্বজনদের কাছ থেকে এ বিষয়ে পাওয়া গেছে বিস্তর অভিযোগ। দেশের বেশির ভাগ কারাগারে খাবারের মান এতটাই নিম্নমানের যে, তা যেকোনো শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই খাওয়ার অনুপযোগী। এর মধ্যে থাকার কষ্ট, ঘুমের কষ্ট আর প্রকৃতির ডাকের কষ্ট তো রয়েছেই। মোটকথা, বন্দীদের মানবাধিকার বলতে যা বোঝায় তার কিছুই নেই এখন বেশির ভাগ কারাগারে। এর ওপর কারাভ্যন্তরে দায়িত্ব পালনকারী কারারক্ষী ও মিয়াসাব রাইটারদের অত্যাচার, নির্যাতন আর অনিয়মের কাহিনীর শেষ নেই। অনেক কারাগারে আমদানি সেলে বন্দী বেচাকেনার হাট বসে। এসব অনিয়ম বাড়তে থাকায় ইদানীং কারা প্রশাসনের চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। যদিও কারাগার প্রধান আইজি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশরাফুল ইসলাম খান দাবি করছেন, বর্তমানে কারাগারগুলোর অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো। আর বন্দীর সংখ্যা তুলনামূলক কম।

দেশের ১১টি কেন্দ্রীয় কারাগারসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারাগারসংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও নানা কারণে বন্দীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে কারাভ্যন্তরে অসুস্থ বন্দীর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। কিন্তু এসব বন্দীর চিকিৎসার জন্য মাত্র ১৪ জন ডাক্তার আর ১৯ জন ফার্মাসিস্ট রয়েছেন। ফলে খোসপাঁচড়া থেকে শুরু করে গুরুতর ও জটিল রোগীরা সময়মতো চিকিৎসা পাচ্ছেন না। অনেকে বিনা চিকিৎসায় ও ওষুধ না পেয়ে কারাভ্যন্তরে মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

কারা অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীর ধারণক্ষমতা দুই হাজার ৬৮২ জনের। কিন্তু রয়েছে সাড়ে আট হাজার। কখনও এ সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। কাশিমপুর কারাগার-২-এ বন্দী ধারণক্ষমতা এক হাজার ৫০০ জনের। কিন্তু সেখানে রয়েছে পাঁচ হাজার। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ধারণক্ষমতা এক হাজার ৭০০ জনের। সেখানে রয়েছে পাঁচ হাজারের বেশি। গাজীপুর জেলা কারাগারে ধারণক্ষমতা দেড় শ'। সেখানে রয়েছে এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ২০০ বন্দী। রাজশাহী কারাগারে ধারণক্ষমতার চার গুণ বন্দী অবস্থান করছে। একই চিত্র দেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও বড়-ছোট কারাগারে বিরাজ করছে।

গতকাল সকাল ১০টায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মূল গেটের সামনে জামিনে মুক্তি পাওয়া স্বজনদের অপেক্ষা করতে দেখা যায়। সাড়ে ১০টায় একদল বন্দীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এসব বন্দীর মধ্যে যারা ছিনতাই, মাদকসহ

www.nagorikpathagar.org

অন্যান্য মামলার আসামি তাদের মুক্তিতে জটিলতা সৃষ্টি করেন একটি সংস্থার সাদা পোশাকধারী কিছু সদস্য। পরে অবশ্য বিশেষ কিছুর বিনিময়ে তাদের মুক্তি মেলে।

পল্লবী থানার আলোবদী গ্রামের বাসিন্দা জাফর ও ওয়াহিদ একটি মারামারির মামলায় ২২ মাস পর মুক্তি পান। কারাগারের গেট থেকে বের হওয়ার পরই তাদের দু'জনের পিছু নেয় চকবাজার থানার এক এএসআই ও এক কারারক্ষী। তারা পাশের একটি দোকানে ওই দু'জনকে আটক করে তাদের কাছ থেকে চুক্তি মোতাবেক সাত হাজার টাকা দাবি করেন। এ সময় জাফর তাদের জানান, আমি ২২ মাস কারাগারে ছিলাম। আমার কোনো আত্মীয়স্বজন কারাগারে দেখা করতে আসেনি। পরে আশপাশে লোকজন দেখে তারা অন্যত্র চলে যায়।

মুক্তি পাওয়া জাফর এ প্রতিবেদককে বলেন, মিথ্যা মামলায় কারাগারে ২২ মাস আটক ছিলাম। আজই মুক্তি পেলাম। কিন্তু সাদা পোশাকের লোকজন ভেতরেই আমাদের ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা না দিলে আবার গ্রেফতার করার ভয় দেখায়। বলা হয়, বের হলেই তোদের আবার অন্য মামলায় গ্রেফতার করা হবে। পরে তাদের সাথে সাত হাজার টাকার চুক্তিতে মুক্তি মেলে। কিন্তু আমার কাছে তো একটি টাকাও নেই। তবে আমার কেস পার্টনার ওয়াহিদ তাদের পুরো টাকা দিয়ে দেবে। তার আত্মীয়স্বজন কারাগারের গেটের সামনেই রয়েছে। তিনি কারাগারের সার্বিক চিত্র সম্পর্কে বলেন, কারাগারের ভেতরে সকালে যে রুটি ও সামান্য গুড়ের নাশতা দেয়া হয়, সেই রুটি কাউয়াকে (কাক) দিলে সে-ও খাবে না। দুপুরের ভাত মুখে দিলেই ৩০-৪০টা পাথরের গুঁড়ো মেলে। প্রতিদিন ডাল দিয়ে ভাত ও সাথে মাছ দেয়। তবে মাছের টুকরা এত ছোট তা আর কী বলব? তবে যারা কারা কর্মকর্তাদের মনোনীত ম্যাটদের সাথে কন্ট্রাক্ট করতে পারে, তারা মুরগি ও গরুর গোশতসহ ভালো ভালো খাবার খেতে পায়। অসুস্থ না হয়েও মেডিক্যালে থাকতে পারে। ঘুমের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, একজনের গলার ওপর পা উঠিয়ে আরেকজনকে ঘুমাতে হয়। তা-ও অর্ধেক রাত। বাকি সময় বসে থাকতে হয়। বাথরুমের দরজা ভাঙা। লুঙ্গি দিয়ে কোনোমতে প্রাকৃতিক কাজ সেরেছি। গোসলের জন্য এক মগ পানি আনতে গেলে ৩০০-৪০০ জনের সাথে মারামারি করতে হয়। তার ভাষায়, কারাগারে বন্দী এখন গিজগিজ করছে। কিছু দিন আগেও এত আসামি দেখিনি। আসামি জায়গা দিতে কারা কর্মকর্তারা হিমশিম খাচ্ছেন। ভেতরের অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। জাফর আক্ষেপ করে বলেন, ২২ মাস কারাগারে ছিলাম। এত কষ্ট যা বলে শেষ করতে পারব না। এ সময় হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা পাইনি। হাত-পা দেখিয়ে তিনি বলেন, আমার শরীরের রক্ত নষ্ট হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখাতে হবে। নইলে বাঁচমু না। তিনি দাবি করেন, কেস পার্টনার ওয়াহিদ মারামারি মামলায় ধরা পড়লে তাকে পল্লবী থানা হাজতে রুটি-কলা দিতে গেলে পুলিশ তাকেও গ্রেফতার করে ১৪৩/৩২৬/৩০৭ ধারায় চালান দেয়। তবে তিনি পল্লবী

www.nagorikpathagar.org

থানার মামলা নম্বর বলতে পারেননি। তার ভাষায় দুই টাকার সিলিপ দিয়ে কারাগারে কেউ বন্দীর সাথে দেখা করতে এলে তাদের লোক কেউ খুঁজে পায় না। একই কথা জানালেন, মুক্তি পাওয়া অপর বন্দী শান্তিনগরের আবু বক্কর। অপর আসামি কাদের বলেন, কারাগারে এত মানুষ কিভাবে থাকছে তা না দেখলে কাউকে বোঝানো যাবে না। তিনি বলেন, সম্প্রতি তার সেলে যেসব আসামি এসেছে তাদের বেশির ভাগ পুলিশের ধরপাকড়ের শিকার। এর মধ্যে অনেকেই রাজনীতি না করেও পুলিশের সাজানো মামলায় গ্রেফতার হয়েছে। অনেকেই অবশ্য থানা থেকে টাকার বিনিময়ে মুক্তি পেয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ চিত্র শুধু ঢাকায় নয়, সারা দেশের কারাগারেই বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার আলতাফ হোসেনের সাথে গতকাল দুপুরে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু রিং হলেও তিনি টেলিফোন ধরেননি।

কারা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ডিভিশনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দী রয়েছেন ১১ জন। তাদের মধ্যে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতা ছাড়াও পুলিশের সাবেক তিন আইজিও রয়েছেন। তাদের ২৬ নম্বর 'ঝুঁকিপূর্ণ' সেলে রাখা হয়েছে। কাশিমপুর কারাগারে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও লুৎফুজ্জামান বাবরসহ রয়েছেন চারজন। চট্টগ্রাম কারাগারে রয়েছেন আটজন। ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার এসব আসামিকে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় আনা-নেয়ার মধ্যে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকার বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিজন সেলে বন্দী রয়েছেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম। তাকে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য কারা প্রশাসন থেকে একজন করে ডেপুটি জেলারকে ১২ ঘন্টা করে স্পেশাল ডিউটি দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম কারাগারের একটি সূত্র জানায়, বর্তমানে ধারণক্ষমতার চার গুণ বন্দী অবস্থান করছেন সেই কারাগারে। বর্তমান জেলার মাহবুবুল আলম যোগ দেয়ার পর থেকে কারাগারে বন্দী বেচাকেনার হাট শুরু হয়েছে। ৯৯টি প্রকোষ্ঠে বন্দীদের দেখভালের জন্য ১০০ জন 'ম্যাটে'র কাছে 'স্পেশাল' দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা নতুন বন্দীদের ভালো থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করার জন্য যার কাছ থেকে যেভাবে পারছে টাকা আদায় করছে। আদায়কৃত টাকার মধ্য থেকে তিন লাখ টাকা জেলারকে তারা দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আইজি প্রিজনকে চ্যালেঞ্জ করেই এ জেলার নোয়াখালী থেকে চট্টগ্রাম কারাগারে বদলি হয়ে এসেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। এর আগে তিনি চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালনের সময় বন্দীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে দু'টি তদন্ত রিপোর্টও দেয়া হয়েছিল কারা প্রশাসনকে। জানা গেছে, বর্তমানে এ কারাগারের বন্দীরা ঠিকমতো খাবার পাচ্ছেন না। তবে কারা ক্যান্টিন থেকে অতিরিক্ত টাকায় কিনে খেতে চাইলে কোনো অসুবিধা হয় না।

www.nagorikpathagar.org

গতকাল চট্টগ্রাম কারাগারের জেলার মাহবুবুল আলমের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনিও টেলিফোন ধরেননি। তবে সিনিয়র জেল সুপার ছগির মিয়ার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি নয়া দিগন্তকে বলেন, এই কারাগারে ধারণক্ষমতা এক হাজার ৭০০ হলেও বর্তমানে বন্দী আছেন চার হাজার ২০০। এর মধ্যে ফাঁসির আসামি ৪৩ জন। নারী বন্দী ১৫০। প্রতিদিন জামিনে বের হচ্ছেন ৭০-৮০ জন। ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দী আছেন আটজন। তিনি জানান, কারাগারে আগে অনিয়ম ছিল। এখন সেগুলো বন্ধ হয়েছে। তিনি বলেন, কারাগারে এখন কিছুটা চাপ বাড়লেও সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

কারা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম কারাগারের জেলার মাহবুবুল আলমের মতো বেশ কিছু জেলার, ডেপুটি জেলার ও সিনিয়র জেল সুপার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পছন্দমতো পোস্টিং নিয়েছেন। আর এসব কারণে কারা প্রশাসনের চেইন অব কমান্ড অনেকটা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে বলে ভুক্তভোগী কারা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঢাকা ডিভিশনের ডিআইজি প্রিজন গোলাম হায়দার ঢাকা বিভাগসহ অন্যান্য কারাগারের কারারক্ষীদের এক কারাগার থেকে আরেক কারাগারে বদলি করায় কারারক্ষী ও হাবিলদাররা এখন দিশেহারা। প্রতিটি বদলিতে তিনি তার নিয়োজিত লোক দিয়ে টাকা আদায় করছেন বলে কারা প্রশাসনে গুঞ্জন রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ কারাগারের এক মহিলা কারারক্ষী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ডিআইজির চাহিদা মতো টাকা দিতে না পারার কারণে তার ভাইকে ঢাকায় না দিয়ে শরীয়তপুর কারাগারে বদলি করা হয়েছে। আগামী মাসেই তার ভাইয়ের বিয়ে। এ ব্যাপারে ডিআইজি প্রিজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

কারাগারে বন্দীদের মানবাধিকার প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হলেও কারা প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে বন্দীদের অভিযোগ। সার্বিক বিষয়ে আইজি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশরাফুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি নয়া দিগন্তকে বলেন, সব কারাগারেই আগের চেয়ে এখন বন্দীসংখ্যা কমেছে। এখন ৬৫ থেকে ৭০ হাজারের মধ্যে ওঠানামা করছে। তিনি বলেন, কারাগারগুলোতে এখন ১৩ হাজার বন্দী কমেছে। আগামী ২৬ মার্চ সারা দেশের কারাগার থেকে আরো বন্দী মুক্তি দেয়া হবে। তখন বন্দীর সংখ্যা আরো কমবে। অন্য দিকে ঢাকা মহানগরীর ঊর্ধ্বতন এক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা গেছে, 'সরকারের শেষ সময়ে পুলিশের কাজ বেড়ে যায়। এটা যেকোনো সরকারের সময়ই হয়। বিশেষ করে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মিছিল-মিটিং এবং আগের দিন ধরপাকড়ের কারণে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। এতে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে যায়। তিনি বলেন, বাড়তি চাপের কারণে অনেক পুলিশ সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই হিসেবে কারাগারে বন্দীর সংখ্যা বাড়লে বাড়তেও পারে।'

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

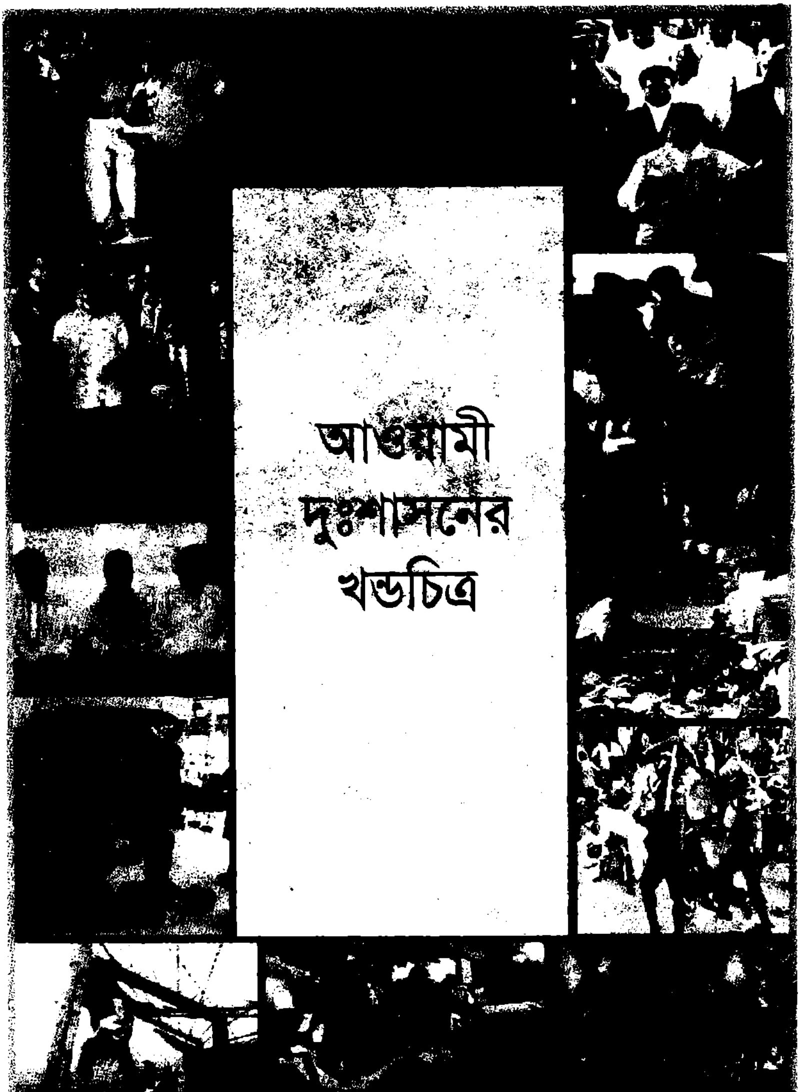

আওয়ামী দুঃশাসনের খন্ডচিত্র

www.nagorikpathagar.org

১৯৯৮ সালে বি-বাড়িয়া কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পরবর্তী মিছিল

২০১০ সালে লেখককে গ্রেফতারের পর তার মুক্তির দাবীতে
কসবা উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল

www.nagorikpathagar.org

মজলুমের কারাগার

মু. আতাউর রহমান সরকার

প্রকাশকাল : ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২